গৌড়ে সুবর্ণ বণিক

(ইতিহাস।)

শ্রীশিবচন্দ্র শীল প্রণীত।
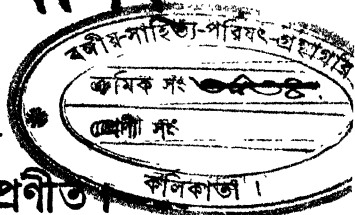
"সাক্ষাদ্ধৈমবতঃ পুণ্যো বিমলঃ কনকাকরঃ"

বঙ্গাব্দ ১৩১৭, আশ্বিন।
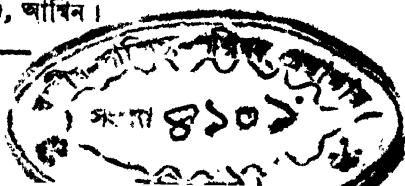
শ্রীশ্রীশ্রীধরো বিজয়তে।

পদ্মাদেব্যাঃ সহ সুকৃতিনং শীলনীলাম্বরং প্রাগ্
বন্দে রাধা সহিত মদনং মোহনান্তং ক্রমেণ।
বন্দে মাতুশ্চরণ যুগলং রেবতী নাম, যস্যা
বাবস্যাঙ্ঘ্রিং ত্রিদিববসতের্বীরনারায়ণস্য॥

আলোচ্য নানা শাস্ত্রাণি কুলপুস্তানিবীক্ষ্য চ।
ঐতিহ্যং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ পরোপকৃতয়ে ময়া॥
ধূয়াসূয়ামহোদূরাৎ কৃত্বা চ করুণাং ময়ি।
বিলোক্যঃ সদ্ভির্গ্রন্থোহয়ং ধীমদ্ভির্বিমলাশয়ৈঃ॥

অবতরণিকা।

এ পর্য্যন্ত সুবর্ণ বণিক্‌দের প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস, একখানি গ্রন্থেও প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতেই আমার এই ইতিহাস লিখিবার উদ্যম। অনেক দিন হইতে আমার মনে হইতেছিল, যে আমি যদি মৎসংগৃহীত প্রাচীন উপকরণের সাহায্যে, একখানি জাতীয় ইতিহাস না লিখি এবং উহাতে মদাবিষ্কৃত তথ্য সকল না দিই, তাহা হইলে, অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়, লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং জাতীয় একটি কর্ত্তব্য কার্য্য অকরণ জন্য, আমাকে অশান্তি পাইতে হইবে—ইত্যাদি চিন্তার পর, গ্রন্থ খানি, গত বৎসরে লিখিতে আরম্ভ করি; সুতরাং আত্মপ্রসাদ লাভ এই গ্রন্থ লিখিবার আর একটি কারণ। বেদাদি শাস্ত্র, প্রাচীন কুলগ্রন্থ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া এই "গৌড়ে সুবর্ণ বণিক্" সঙ্কলনান্তর মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। আর্য্যদিগের আদি নিবাস স্থানাদির প্রসঙ্গ ও ভারতে আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া, ইহাতে প্রাসঙ্গিক কোন কোন প্রাচীন তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি এবং সুবর্ণ বণিক্‌দের আমূল জাতীয় ইতিহাস কীর্ত্তনান্তর, গৌড়দেশে তাঁহাদের আগমন প্রভৃতি বিষয়, ইহাতে বলিয়াছি।

গ্রন্থশেষে, প্রথম পরিশিষ্টে, সুবর্ণ বণিক্‌দের খ্যাতি ও খ্যাতিবন্দগুলিতে যে সকল ঐতিহাসিক বা প্রাচীন তথ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া, সেই সকল তথ্যের আবিষ্কারে যত্ন করিয়াছি। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে, আমাদের রাঢ়দেশের পুরাকাহিনী ও প্রত্নতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক সুবর্ণ বণিকের পাঠ্য এই পুস্তকখানি, অপর সম্প্রদায়ের পাঠক-দিগেরও পাঠোপযোগী হইবে বলিয়া আশা করি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, এতদিন মধ্য এসিয়াকে, আর্য্যজাতির উৎপত্তি স্থান এবং হিন্দুদিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেছিলেন, অধুনা কয়েক বৎসর হইতে, তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকে ইউরোপকে আর্য্য প্রসূতি বলিতেছেন এবং কাহারও কাহারও মতে, স্কান্দিনেবীয়গণই প্রকৃত আর্য্য। স্কান্দিনেবীয়গণ, প্রকৃত আর্য্য হয়েন

হউন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা, ইউরোপকে আর্য্য প্রভৃতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমরা জানি, ^হরিবংশীয় ও পৌরাণিক পুরাকথা অনুসারে, দক্ষের হর্য্যশ্ব নামক ৫০০০ সন্তান, পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার নিমিত্ত, দিকে দিকে গমন করেন। তাঁহারা ফিরিলেন না দেখিয়া, দক্ষের শবলাশ্ব নামক ১০০০ সন্তান, তাঁহাদের অন্বেষণে গমন করেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহই প্রত্যাগমন করেন নাই। মধ্য এসিয়া হইতেই দক্ষ সন্তানদিগের কয়েক দল, ইউরোপে গিয়া, উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র তীরে থামিয়াছিলেন। আমরা ঐ সমুদ্র তীরে ডাচ্‌দিগকে দেখিতে পাইতেছি। ডাচেরা দক্ষের সন্তান। দক্ষ শব্দের উত্তর, অপত্যার্থে অন্‌ প্রত্যয় করিলে, দাক্ষ হয়। দাক্ষ, প্রাকৃতে দাচ্ছ এবং দাচ্ছ হইতে ডাচ্‌ হইয়াছে। শব্দ বিস্তার সাহায্যে, আমার এই এক আবিষ্কারে, ১ হরিবংশীয় ও পৌরাণিক কাহিনীর যাথার্থ্য, দৃঢ়ীকৃত ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত, নিরাকৃত হইতেছে কি না, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

অগ্নিরেষ মহার্চ্চিস্মান্‌ জাগর্ত্তি বারুণে হ্রদে।

(মহাভারত)

অতি প্রাচীনকালে, বারুণহ্রদ অর্থাৎ কাশ্যপীয় সমুদ্রতীরে যে স্থানে নাগদিগের "পাতালপুর" অর্থাৎ "ভোগাবতী" (বাকু) নগরী, যাহার নিকটে মহাভারতোক্ত মহার্শ্চিস্মান্‌ অগ্নি, অদ্যাপি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাহার সান্নিধ্যে, দেব দানবের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। যে যুদ্ধে, গোমন্দ পর্ব্বতে শয়ান, মধুসূদন গোবিন্দ, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, যুদ্ধ করেন—সেই যুদ্ধে, দনুসন্তান—দানবদিগের অনেক গণ, দেবগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া, ইউরোপে পলায়ন করেন। তাঁহারা প্রথমে যে নদীতীরে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামানুসারে, সেই নদীর নাম হইয়াছিল—দানবী (Danube)।

সক্সন কাহারা? বলিতেছি—সগর রাজা যে সকল শকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া নির্ব্বাসিত করেন, তাহাদের সন্তানেরাই সক্‌সুন্থ (Saxon)।

চুচুড়া,
আষাঢ়ী দ্বিতীয়া।
বঙ্গাব্দ ১৩১৭।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

অধ্যায়।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
৬	বর্দ্ধমান—প্রাচীন রাজধানী	৩৩
,,	বিহরণ, নবগ্রাম ও আজাপুর সমাজের লোপ ...	,,
,,	কৌলীন্যাদি মর্য্যাদা স্থাপনের প্রসঙ্গ	,,
,,	নিখিল পূর্ব্বমত সূত্র দৃষ্টে, গোবর্দ্ধন মিশ্র কর্ত্তৃক কুলপুস্তক লিখনারম্ভ	৩৪
,,	কৌলীন্যাদি মর্য্যাদা স্থাপন	,,
,,	কুলীনাদিব নামাদি	,,
৭	চতুর্দ্দশ কর্ম্ম	৩৫
,,	শাক্ত ধর্ম্মের প্রভাব ও অযোধ্যাবাসী কালিদাস ...	,,
,,	নীলাম্বর দত্ত ও পতিরাজ দেয়ের গোষ্ঠীপতিত্বাদি প্রাপ্তি কথা	৩৮
,,	কর্জ্জনার প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় সভার চিত্র	৪১
৮	১৪৭০ শাকের নিয়মপত্র	৪২
,,	অমরাক্ষ মল্লিকেব স্বর্গগমন	,,
,,	কর্জ্জনা সমাজ ভঙ্গ	,,
,,	বণিক্‌দের নানা দেশে গমন	৪৩
,,	যদুনন্দন দেয়ের মাতার গঙ্গালাভ	,,
,,	কুড়মুনের শ্রাদ্ধ সভায় ২৭ গ্রামের বণিক্‌দের আগমন	,,
,,	কর্জ্জনা সমাজের পুনর্গঠন	৪৪
,,	ঐ সমাজের বহির্ভূত বণিক্‌দের সহিত ভক্ষ্য ভোজ্যাদির নিষেধ	,,
,,	চারি শ্রেণির উৎপত্তি	৪৭
,,	সপ্তবিংশতি গ্রামের জায়	,,
,,	যাদব শীলের সপ্তগ্রামীণত্ব প্রাপ্তি	৪৮
,,	বর্গির হাঙ্গামায় বণিক্‌দের পলায়ন	৪৯
,,	বঙ্গজ সুবর্ণ বণিক্ ও রাজা বল্লালসেন ...	,,
৯	কনকক্ষেত্রি ও বণিক্ সংজ্ঞার প্রাচীনত্ব ...	৫০
,,	সুবর্ণ বণিকের ত্রয়োদশ সংজ্ঞা	৫১
,,	ক্ষেত্রিদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব	,,
,,	সুবর্ণ বণিকের বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব	৫২
,,	ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব	,,

প্রথম পরিশিষ্ট।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

ইতি সূচীপত্র সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২৫	য়ূধানি	য়ুধানি
৬	২৯	কারস্কর	কারস্কর
৭	২২	দাসে	দাসো
১৫	১৬	বনভূমে	বীরভূমে
,,	২১	বাঁকুড়া	বীরভূম
১৭	১৭	বণিক	বনিক
,,	২৭	তাহাদের	তাঁহাদের
১৮	৮	ইতুষ্টু হবে	তুষ্টু হইবে
২৫	৬	চন্দ্রদপি	চন্দ্রদিপ
,,	২৫	সভা বন্ধন	সভা বন্দন
২৬	৪	জন	জল
,,	২৮	যশোকীর্ত্তি	যশঃকীর্ত্তি
৩০	১৪	উজ্জয়িণী	উজ্জয়িনী
৩৭	১	আর এক	এই
৩৯	৮	বণিক	বনিক
৪৭	১৩	তাহ	তাঁহা
৪৯	২০	মুক্তিপুর	পুক্তিপুর
৫১	২	বণিকঃ	বনিকঃ
৬৩	৫	প্রথম শতাব্দে	ষষ্ঠ শতাব্দে
৬৪	২৪	শাস্ত্রে	শাস্ত্র
,,	২৬	হংস্সা + অশন	হংসা + শাসন
৬৫	৬	পাণিনী	পাণিনি
৭৩	২২	লাড়গ্রাম	লাড়ুগ্রাম
,,	২৭	ইহাদের	ইহাঁদের
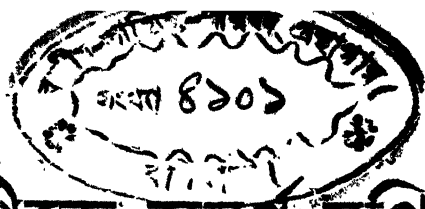
গৌড়ে সুবর্ণ বণিক্।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে ইলাবৃতবর্ষে কনকপর্ব্বত সুমেরু। সুমেরুর দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। সুমেরুর উত্তরে রম্যকবর্ষ, তাহার উত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, তাহার উত্তরে উত্তর কুরু। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ (চীনদেশ) এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ ১। এই সুমেরু, দেব নামক শুভ্রবর্ণ, এক আদিম জাতির উৎপত্তি স্থান। দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দের উৎপত্তি। দিব্ ধাতুর অর্থ—ক্রীড়া বিজিগীষা (বিজয়েচ্ছা) ব্যবহার (বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন প্রয়োগ, ক্রয় বিক্রয়াদি) দীপ্তি, স্তুতি, হর্ষ, মদ, মত্তীভাব, স্বপ্ন, নিদ্রা, কান্তি, ইচ্ছা, আজ্ঞা। ঐ আদিম জাতি প্রথমে—স্বভাবজাত ফলমূলাদি এবং মৃগয়া ক্রীড়া দ্বারা লব্ধ পশ্বাদির মাংসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কালে এক এক প্রজাপতি বা দলপতির শাসনাধীন প্রজাগণ, ভক্ষ্যদ্রব্যের অন্বেষণে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণদিকে সমতল ক্ষেত্রের নিবিড় অরণ্যে অগ্নি সংযোগ করিয়া বিস্তর পশু হনন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইহাদের নাম হইল অর্য্য। অর্য্যশব্দ ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋ ধাতুর অর্থ—গতি, হিংসা। যাঁহারা ইতস্ততঃ গমন করিয়া ফল মূল সংগ্রহ করেন ও পশুহিংসা করেন, তাঁহারা অর্য্য। পরে ঐ শব্দের অর্থ হইল—স্বামী, বৈশ্য। অর্য্য স্বার্থে অন্ করিয়া আর্য্য। আবার অর্ ধাতু হইতে অর্য্য ও আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় অর্ ধাতু নাই—পাশ্চাত্য আর্য্য ভাষায় আছে। উহা হলবাচক. অতএব অর্থ—যিনি জীবিকার্থ শস্যোৎ-

১। বিষ্ণুপুরাণ ২।২

পাদনের নিমিত্ত হলচালনা করেন, তিনি অর্য্য বা আর্য্য। হল-চালনার একটি মনোহর নাম আছে, যথা—সীতাযজ্ঞ ১।

এই সীতাযজ্ঞই বোধ হয়, আদিযুগের ২ আদিযজ্ঞ। এই যজ্ঞকর্ত্তা অর্য্যই স্বামী (ভূস্বামী)। অর্য্যগণ, সীতাযজ্ঞের নিমিত্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে করিতে নাম পাইলেন বিশ্। বিশ্ ধাতুর অর্থ—প্রবেশ। বিশ্ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় করিলে বিশ্ শব্দ হয়। উহার অর্থ বৈশ্য, প্রজা, মনুজ। মনুজগণ কিঞ্চিৎ

১। সকলেই জানেন, রাজা জনক হলদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়াছিলেন। নিদান কথায় উক্ত হইয়াছে যে, রাজা শুদ্ধোদন ভূমিকর্ষণোৎসবে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ভূমিকর্ষণ করিতেন। রাজার হল সুবর্ণময়, ১০৭ মন্ত্রীর হল রৌপ্যময় এবং অবশিষ্ট হলে কৃষাণগণ কর্ষণ করিত। সিংহলের রাজগণেরও কৃষি ছিল।

২ বনপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায় অনুসারে

চারি যুগের পরিমাণ		সন্ধ্যা ও	সন্ধ্যাংশ
সত্য	৪০০০ বৎসর	৪০০ বৎসর	৪০০ বৎসর
ত্রেতা	৩০০০ ,,	৩০০ ,,	৩০০ ,,
দ্বাপর	২০০০ ,,	২০০ ,,	২০০ ,,
কলি	১০০০ ,,	১০০ ,,	১০০ ,,

মহাভারতোক্ত ঐ চারি যুগের মধ্যে, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই তিন যুগের কালমান মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত ঐ তিন যুগের কালমান ৭২০০ বৎসর হয়। সগরের অব্দ সাগর, সগরের কীর্ত্তি। লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়া বুঝিয়াছিল, সগরের কীর্ত্তি—সমুদ্র। সাগরাব্দ, কলের্গতাব্দা নামে প্রচলিত রহিয়াছে। এক্ষণে উহার ৫০০৮ অব্দ চলিতেছে। সগরের অধস্তন ৫৭ সপ্ত পঞ্চাশ পুরুষ বৃহদ্বল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে হত হইয়াছিলেন। এই ৫৭ জন রাজার রাজ্যকাল গড়ে প্রত্যেকের ৩০ বৎসর কয়েক মাস করিয়া ধরিলে ১৭৪৫ বর্ষ হয়। ১৭৪৫ সাগরাব্দে (বা কলাব্দে)র কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ কালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। অর্জ্জুনের অধস্তন ২৭ সপ্তবিংশ পুরুষ কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন, ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ভক্ত ছিলেন *। অর্জ্জুন হইতে উদয়ন এই ২৭ পুরুষের রাজ্যকাল, প্রত্যেকের ৩০ বৎসর করিয়া ধরিলে ৮১০ বৎসর হয়। পূর্ব্বোক্ত ১৭৪৫

---

* রাজা উদয়ন, ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে কৌশাম্বী নগরে এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার এক চন্দন কাষ্ঠের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসিয়া ঐ বিহার ও বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন।

পশ্চিমদিকে গিয়া অজ, শিগ্রু, যক্ষু ১, অর্য্যখণ্ড ২, প্রভৃতি জনপদে গিয়া বাস করিলেন। চক্ষু ৩ নদী যে দেশকে প্লাবিত করে সেই দেশের অর্য্যগণ, চক্ষুনদী তীরবাসী ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের অধিকার কালান্তে পূর্ব্ব দক্ষিণ-দেশে দলে দলে চলিয়া আসিতে থাকেন। সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার কালে কাশ্যপগণ, "কাশ্যপদ্বীপ" হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। অর্য্যদিগের অন্যান্য দলও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা একটী রন্ধ্র পথ দিয়া পঞ্চনদদেশে আগমন করিলেন। তৎকালে কশ্মীর, জলমগ্ন ছিল, কাশ্যপগণ, পর্ব্বত কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিলে, উর্ব্বর ক্ষেত্র দেখা দিল। বিশ্‌গণ ক্ষেত্রসকল কর্ষণ করিয়া বীজ বপনাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপ

সংখ্যায় এই ৮১০ বৎসর যোগ করিলে ২৫৫৫ হয়। ২৫৫৫ কল্যব্দ, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ কাল। এক্ষণে ২৪৫৩ বুদ্ধাব্দ চলিতেছে। ২৫৫৫ কল্যব্দে ২৪৫৩ যোগ করিলে ৫০০৮ হয়। এক্ষণে ৫০০৮ কল্যব্দ চলিতেছে। ২৪৫৩ বুদ্ধাব্দে ৮১০ যোগ করিলে ৩২৬৩ হয়। অতএব বর্ত্তমান কাল হইতে ৩২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

ত্রেতা দ্বাপর কলি এই তিন যুগের কালমান ৭২০০ বৎসর হইতে ৫০০৮ বাদ দিলে ২১৯২ বাকি থাকে। ২১৯২ বৎসর পরে—

যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
এক রাশৌ সমেষ্যন্তি প্রবৎস্যতি তদা কৃতম্॥

(বনপর্ব্ব ১৯০ অধ্যায়)

যখন সূর্য্য, চন্দ্র, পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতি এক রাশিগত হইবে, তখন সত্য যুগের আরম্ভ হইবে এবং বিষ্ণুযশা কল্কী, তিব্বত দেশে সম্ভলগ্রামে উৎপন্ন হইবেন—

কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কাল প্রচোদিতঃ।
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
সম্ভূতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে।
মনসা তস্য সর্ব্বাণি বাহনান্যায়ুধানি চ।
উপস্থাস্যন্তি যোধাশ্চ শস্ত্রাণি কবচানি চ।
সধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি।
স চেমং সংকুলং লোকং প্রসাদমুপনেষ্যতি।

(বনপর্ব্ব—১৯০ অধ্যায়)

১ ঋগ্বেদ ৭। ১৮। ১৯

২ অর্য্যখণ্ড—Yarkand.

৩ চক্ষু—Oxus.

কৃষিকার্য্যকালে ইহাঁরা বৈশ্য নামে খ্যাত হইলেন। বিশ্ ধাতুর উত্তর য্যণ্ প্রত্যয় করিলে বৈশ্য শব্দ হয়। তদনন্তর বৈশ্যগণ, ক্ষেত্রের স্বামী হইয়া ক্ষেত্রী নামে খ্যাত হইলেন। ক্ষেত্র বলিতে গৃহ ও গৃহিণী। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহারাই ক্ষেত্রী। বৈশ্য ও ক্ষেত্রী নামে বিদিত বহুতর সূর্য্যচন্দ্রাদি বংশীয় আর্য্য, পূর্ব্বদক্ষিণ দেশে কনকক্ষেত্রে (কনখলে) আসিয়া বাস করেন। উদ্যোগ পর্ব্বে এই হৈমবতদেশ, পুণ্য, বিমল, ও কনকের আকর ১ এবং পদ্মপুরাণে এখানকার ক্ষেত্র সকল হিরণ্ময় ২ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অদিতি বংশ।

অদিতির পুত্র বিবস্বান্ নামক আদিত্য, বিবস্বান্ হইতে বৈবস্বত মনু। মনুর পুত্র নাভাগদিষ্ট ৩। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি যথা—ভলন্দন, বৎসপ্রি, প্রাংশু, প্রজাতি, খনিত্র, ক্ষুপ, বিবিংশ, খনীনেত্র, অতিবিভূতি ইত্যাদি। ইহাঁরা যে বৈশ্য বা ক্ষেত্রী ছিলেন, তাহা ইহাঁদের নাম হইতেই জানা যাইতেছে। অনেকের সংস্কার আছে, আদিত্য-বংশ বলিলেই ক্ষত্রিয়বংশ বুঝায়, বস্তুতঃ তাহা নহে। শতপথ-ব্রাহ্মণে আদিত্যগণ দেববিশ্‌গণ মধ্যে পঠিত হইয়াছেন ৪। অতিবিভূতির প্রপৌত্র মরুত্ত, চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। মনুর আর এক পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর অধস্তন নবম পুরুষ শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তের অধস্তন একাদশ পুরুষ মান্ধাতা, পূর্ব্বোক্ত সগররাজার ঊর্দ্ধতন বিংশ পুরুষ ছিলেন।

---

১ সাক্ষাদ্ধৈমবতঃ পুণ্যো বিমলঃ কনকাকরঃ।
(উদ্যোগপর্ব্ব ১১০ অধ্যায়)

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গের সময়েও এখানে সুবর্ণ উৎপন্ন হইত।

২ যূপা মণিময়াস্তত্র ক্ষেত্রাশ্চাপি হিরণ্ময়াঃ।
তত্রেষ্ট্বা তুগতঃ সিদ্ধিং সহস্রাক্ষো মহাযশাঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

৩ নাভাগদিষ্ট—পারসিকদিগের অবস্তা নামক শাস্ত্রে, ইহাঁর নামের বানান—নবানজদিস্ত, ইহার অর্থ—নব্যবিধানের অনুগত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই নামের বানান—নাভানেদিষ্ঠ। সায়ণাচার্য্য নাভানেদিষ্ঠকে মহর্ষি বলিয়াছেন।

৪ স বিশমসৃজত যাণ্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ১৪।৪।২।২৪

ঋগ্বেদ অনুসারে ইনি একজন ক্ষেত্রপতি ১ (ভূস্বামী বা রাজা) ছিলেন। একালেও আর্য্যগণ, বিশ্‌—(প্রজা বা বৈশ্য) ছিলেন—বর্ণভেদ হয় নাই। মরুত্তের অধস্তন ১২শ পুরুষ, রাজা বিশাল, বৈশালী পুরী নির্ম্মাণ করেন। অনেক বণিক্, তাঁহার অনুসরণ করিয়া তথায় গিয়া বাস করেন বলিয়া ঐ পুরীর নামান্তর হইয়াছিল বাণিয়গাম ২। বণিক্ শব্দ পণ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পণ ধাতুর অর্থ—ব্যবহার (বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন প্রয়োগ, ক্রয় বিক্রয়)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বর্ণভেদ।

উত্তরকালে কতিপয় মেধাবী বিপ্র ৩ অর্থাৎ বপন বা পূরণকার্য্যে নিপুণ বিশ্‌, ব্রাহ্মণ উপাধি ধারণ করিলেন এবং রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত বহুতর ক্ষেত্রিকে "ক্ষত্রিয়" ৪ এই উপাধি প্রদান করিলেন। আর্য্যগণ, ভারতবর্ষের উত্তরাপথে গৌড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ঐ অনার্য্য জাতির মধ্যে যাহারা বশীভূত হইয়া আর্য্যদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের নাম দেওয়া হইল—শূদ্র। অনেক আর্য্যবংশীয় ব্যক্তিও কার্য্যদোষে শূদ্র হইলেন। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রে লিখিত হইল—ব্রাহ্মণ,

---

১ মংধাতারং ক্ষৈত্রাপত্যেধ্বাবতং (১।১১২।১৩)
"মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতি কার্য্যে রক্ষা করিয়াছিলে"।

২ বাণিয়গাম (বাণিজগ্রাম)—উপাসক দশসূত্রে—তেণং কালেণং তেণং সময়েণং বাণিয়গামে নামং নয়রে হোত্থা।

৩ "বিপ্র—বপ্—রন্ পৃং ইত্বম্" বা "বি+প্রা—ক"।

৪ অগ্রে শতপথ-ব্রাহ্মণের বচন উদ্ধৃত করিয়া আদিত্যগণের বৈশ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৪।২) আদিত্য, দৈব ক্ষত্র অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন—

আদিত্যো বৈ দৈবং ক্ষত্রম্।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুসারে, অগ্নি ও বৃহস্পতি—ব্রাহ্মণ; শতপথ-ব্রাহ্মণ অনুসারে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান—ক্ষত্রিয়; বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ—বিশ্‌; এবং পূষণ—শূদ্র।

এক কালে যাঁহারা ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে দেহত্যাগান্তে তাঁহারাই দ্যুলোকে অন্তরীক্ষলোকে ও স্বর্গলোকে দেবতা হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ—কান্যকুব্জাদি মধ্যদেশে ১ বর্ণভেদ ২ আরম্ভ হইল। মধ্যদেশের বহির্ভূত দেশবাসী আর্য্যগণ, যাঁহারা মধ্যদেশের ব্রাহ্মণদের কৃত এই বর্ণ বিভাগ মানিলেন না, তাঁহারা এক জাতিই রহিলেন।

মধ্যদেশের বহির্ভূত দেশবাসী আর্য্য বা বৈশ্যগণ যাঁহারা বর্ণবিভাগ মানিলেন না, তাহাদের নিন্দা করা হইল ৩, আর মধ্যদেশের অন্তর্গত দেশবাসী

---

১ মধ্যদেশ—যে দেশের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে প্রয়াগ ও পশ্চিমে আদর্শ পর্ব্বত। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে মধ্য দেশের উত্তরে উশীরধ্বজ বা উশীরগিরি, দক্ষিণে সেতকণ্নিক নামক নিগম, শরাবতী সর্ব্বতী বা সরাববতী নগরী ও তৎপরে শরাবতী নাম নদী, পূর্ব্ব দক্ষিণে সললবতী নাম নদী, পূর্ব্বে কজঙ্গল নগর তৎপরে মহাসালা ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর, তার পূর্ব্বে পুণ্ডকক্ষ পর্ব্বত, পশ্চিমে স্থূন (থুন) ও উপস্থূন নামক দুই ব্রাহ্মণ গ্রাম।

২ বর্ণভেদ—বর্ণভেদ হইলেও ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের নমস্কার করিবার বাধা ছিল না। আশ্রমবাসিক পর্ব্বের ১০ম অধ্যায়ে দেখা যায়, শম্ব নামক এক ব্রাহ্মণ, ধৃতরাষ্ট্রকে নমস্কার করিতেছেন—

স রাজন্ মানসংদুঃখমপনীয় যুধিষ্ঠিরাৎ।
কুরু কার্য্যানি ধর্ম্ম্যাণি নমস্তে পুরুষর্ষভ ॥

তিন বর্ণ ই ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন——

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা যস্য শিক্ষামুপাসতে।
ধনুর্ব্বেদং চিকির্ষন্তো দ্রোণপুত্রস্য ধীমতঃ ॥

(কর্ণপর্ব্ব—১০ম অধ্যায়)

৩ দ্বারকাবাসী বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ, ক্ষত্রিয় হয়েন নাই, এ নিমিত্ত মহাভারতে তাঁহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে—

ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্টকর্ম্মাণঃ প্রকৃত্যৈব বিগর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতা কৃতাঃ ॥

(দ্রোণপর্ব্ব—১৪৩ অধ্যায়)

যদুবংশে কুকুর নামে এক রাজা ছিলেন। ইহাঁর বংশধরেরাও কুকুর নামে খ্যাত ছিলেন। পদ্মপুরাণে, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়ে ইহাঁদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ্য বহির্ভূত জাতিগণের মধ্যে ফেলা হইয়াছে।

কর্ণপর্ব্বের ৪০।৪৪।৪৫ অধ্যায় হইতে জানা যায়, মদ্র, সিন্ধু, সৌবীর, বাহীক, শাকল, আরট্ট বৈদেহ, প্রস্থল, বসাতি, গান্ধারে, পাঞ্চনদ, যুগন্ধর এই সকল পাশ্চাত্য এবং কারস্কর

বৈশ্যগণ, যাঁহারা বর্ণবিভাগ মানিলেন, তাঁহাদের প্রশংসা করা হইল, যেমন পদ্ম-পুরাণে, ভূমিখণ্ডে ৩৭ অধ্যায়ে—

সর্ব্বতীর্থময়ো বৈশ্যঃ সর্ব্বদেব সমন্বিতঃ।

যেমন তীর্থে স্নান করিলে লোকে পবিত্র হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৈশ্যের সম্পর্কে আসিলে লোকে পবিত্র হইয়া থাকে—যেহেতু বৈশ্য, সমস্ত তীর্থের স্বরূপ। আর সকল দেবতাই বৈশ্যের শরীরে বাস করেন বলিয়া তিনি সকল লোকের নমস্য।

ঋগ্বেদে বণিক্‌দের সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু ঐ বণিক্ শব্দ বর্ণবাচক নহে, উহা ব্যবহারবাচক মাত্র। বর্ণভেদ হইলে মহাভারতে কথিত হইল—

ব্যবহাররতা বৈশ্যা ভবিষ্যন্তি কৃতে যুগে।
ষট্‌কর্ম্ম নিরতা বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বিক্রমে রতাঃ॥
শুশ্রূষায়াং রতাঃ শূদ্রাস্তথা বর্ণত্রয়স্য চ।
এষ ধর্ম্মঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং দ্বাপরে তথা॥
পশ্চিমে যুগকালে চ যঃ স তে সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।

(বনপর্ব্ব ১৯১ অধ্যায়)

মাহিষক, কলিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক (কটকবাসী) বীরক, সুরাষ্ট্র,—এই সকল প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য জনপদ বাসীগণ, বর্ণভেদ মানিতেন না বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যথেচ্ছ নিন্দা করিতেন। এক পর্য্যটক ব্রাহ্মণ, বাহীকদের আচার দেখিয়া আসিয়া কর্ণকে বলেন—

তত্র বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা ততো ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃশূদ্রশ্চ বাহীক স্ততো ভবতি নাপিতঃ॥
নাপিতশ্চ পুনর্ভূত্বা ততো ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
দ্বিজো ভূত্বা তু তত্রৈব পুনর্দাসোঽভিজায়তে॥

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ, শল্যের নিকট বাহীকদের ঐরূপ নিন্দা করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে বাহীকদের মধ্যে বর্ণভেদ আরম্ভ হইতেছিল। বাহীক ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নাপিত হইতে পারিতেন।

মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায় ২১।২২।২৩ শ্লোকে চাতুর্ব্বর্ণ্য বহির্ভূত কয়েক জাতিকে ব্রাত্য বিপ্র, ব্রাত্য রাজন্য ও ব্রাত্য বৈশ্য হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কয়েকটি জাতির নাম এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—মল্ল, লিচ্ছবি, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত, ঝল্ল, করণ ও খস।

সত্যযুগে, বৈশ্যগণ, ব্যবহার অর্থাৎ বৃদ্ধির নিমিত্ত ধনপ্রয়োগ, ক্রয় বিক্রয়াদি রত হইবে। ইত্যাদি।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে দ্বিজোত্তম বলিতে কেবলমাত্র উত্তম ব্রাহ্মণ বুঝায়। বস্তুতঃ তাহা নহে। মহাসাধ্বী, পুণ্যাঙ্গী সুপুত্রা সুকলা দেবী, সার্থের সহিত তীর্থযাত্রায় উদ্যত বৈশ্যপুঙ্গব পতি কৃকলকে বলিতেছেন—

অহং তে ধর্ম্মতঃ পত্নী সহপুণ্যকরা প্রিয়।
পতিমার্গং প্রযাতাহং পতিদেবং ভজাম্যহম্ ॥
কদানৈব ভবাংস্ত্যাজ্যঃ সদ্ভাবাচ্চ দ্বিজোত্তম।
তবচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য করিষ্যে ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥
পতিব্রতাখ্যং পাপঘ্নং নারীণাং গতিদায়কম্।
পুণ্যাস্ত্রী কথ্যতে লোকে যা স্যাৎ পতিপরায়ণা ॥

উক্ত মল্ল বলিতে বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কুশীনগরের মল্লগণ, এবং জৈন শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পাবা-নগরবাসী মল্লগণ। নিচ্ছবি বলিতে বৈশালীবাসীও প্রাচীন তাম্র শাসনোক্ত লিচ্ছবি রাজগণ। কারুষ বলিতে মনুপুত্র করূশের বংশধরগণ। বিজন্মা বলিতে বোধ হয় টড়ের রাজস্থানে উক্ত জারিজা নামক রাজপুতগণ। মৈত্র বলিতে প্রাচীন শিলালিপ্যুক্ত মৈত্র বা মৈত্রক রাজগণ। সাত্বত বলিতে সাত্বত দেশবাসীগণ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন ইঁহারাও বোধ হয় সেই বংশে জন্মিয়াছিলেন। ঝল্ল—(ঝলজাতি) বোধ হয়, ঝল্ল রাজগণ হইতে তাঁহাদের দেশের নাম হইয়াছে ঝালোবার। করণ—জাতি বিশেষ. পশ্চাৎ এই জাতির বিবরণ উক্ত হইবে। খস জাতি, নেপালে আছে। শুক্র নীতিসারে কথিত আছে—

খশজাতা প্রগৃহ্ণন্তি ভ্রাতৃভার্য্যামভর্ত্তৃকাম্।

সামবেদের তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে কৌষীতকিগণ, এবং অথর্ব্ববেদে, মুজবন্ত, মহাবৃষ্য, গন্ধারী, বহ্লিক, অঙ্গ, মগধ, ইহাঁদিগকে ব্রাত্য বলা হইয়াছে। অথর্ব্ব সংহিতায় ব্রাত্যদিগের প্রশংসা আছে—

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ১ ॥
যে পৃথিব্যাংপুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে ॥ ২ ॥

ইত্যাদি।

যাঁহার গৃহে বিদ্বান্ ব্রাত্য একরাত্রি অতিথি হইয়া বাস করেন, তিনি পৃথিবীর পুণ্যবান্ লোকদিগের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন।

যুবতীনাং পৃথক্তীর্থং বিনা ভর্ত্তুর্দ্বিজোত্তম।
সুখদং নাস্তি বৈ লোকে স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্॥
(পদ্মপুরাণ—ভূমিখণ্ড—২৬ অধ্যায়)

হে প্রিয়, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমি তোমার সহিত একসঙ্গে পুণ্যকার্য্য করিবার অধিকারিণী। পতির যে পথে গতি, আমারও সেই পথে গতি এবং তুমি আমার পতি-দেবতা, তোমাকে আমি ভজনা করিতেছি। (আপনি আমাকে ফেলিয়া তীর্থ যাত্রায় উদ্যত হইলেও) হে দ্বিজোত্তম, সতীধর্ম্ম হেতু আমি কখনও তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না—নারীদের উত্তমগতি দায়ক ও পাপাঘ্ন পতিব্রতাখ্য উত্তম ধর্ম্ম কার্য্য, তোমার সহিত করিব—যে স্ত্রী পতিপরায়ণা হয়েন, লোকে তাঁহাকে পুণ্যবতী বলিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম, যুবতীদের স্বামী ছাড়া আলাদা তীর্থ দর্শন নাই—যুবতী যদি স্বামীকে সঙ্গে না লইয়া তীর্থ দর্শন করেন, তাহাতে তাঁহার সুখ, স্বর্গ এবং সংসার হইতে মুক্তি কিছুই হয় না।

দেখা গেল, শুদ্ধা পতিপরায়ণা সুকলাদেবী, স্বীয় পতিকে দ্বিজোত্তম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কৃকল, দ্বিজোত্তমই ছিলেন. কথিত আছে—

স বৈশ্য উত্তমো বাগ্মী ধর্ম্মজ্ঞো জ্ঞানবান্ গুণী।
পুরাণে শ্রৌতধর্ম্মে চ সদা শ্রবণ তৎপরঃ॥

যেমন গুণ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা তিনবর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া থাকেন, তদ্রূপ, দুষ্কর্ম্ম দ্বারা তিনবর্ণই দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ দ্বিজাধম হইয়া থাকেন। মহাভারতে কথিত আছে—সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপস্যা ও দয়া যাহাঁতে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন। শূদ্রে যদি ঐ সকল গুণ থাকে এবং দ্বিজে যদি ঐ সকল গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্র, শূদ্র নহেন এবং সেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নহেন। যাঁহাতে ঐ সকল আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন এবং যাঁহাতে ঐ সকল আচরণ বিদ্যমান না থাকে, তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয় ১।

---

১ সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ॥
শূদ্রেতু যত্তবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

কেহ কেহ স্মৃতি ও পুরাণের দোহাই দিয়া বলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রমাণ কি গরীয়ান্ নয়? মহাভারত যে পঞ্চম বেদ। সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের ৩৪ পৃষ্ঠায় আমরা যজুর্ব্বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, উহাতে জাতিভেদের প্রথম অস্পষ্ট ছায়া লক্ষিত হয় এবং ঐ অস্পষ্ট ছায়া অবলম্বন করিয়া সংহিতাকার বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—প্রজাপতি, গায়ত্রীছন্দ দ্বারা ব্রাহ্মণকে, ত্রিষ্টুভছন্দ দ্বারা রাজন্যকে এবং জগতীছন্দ দ্বারা বৈশ্যকে সৃজন করেন ১।

ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডল, যাহা অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়, সেই দশম-মণ্ডলে আছে—সহস্রমস্তক, সহস্রচক্ষু, ও সহস্রপাদ পুরুষ হইতে বিরাট জন্মিলেন, বিরাট হইতে অধিপুরুষ জন্মিলেন। পুরুষকে বিভাগ করা হইল। ইহাঁর মুখ কি হইল? বাহু দুইটী কি হইল? উরুদ্বয় ও পদদ্বয়কে কি বলে? ব্রাহ্মণ ইহাঁর মুখ হইলেন, ক্ষত্রিয় ইহাঁর বাহুদ্বয় হইলেন, বৈশ্য ইহাঁর উরুদ্বয় হইলেন ও পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিলেন ২।

বেদের প্রমাণে দেখা গেল, পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য জন্মেন নাই সুতরাং মুখজ ব্রাহ্মণের, বাহুজ ক্ষত্রিয়ের, এবং উরুজ বৈশ্যের বংশ পৃথিবীতে নাই।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

(বনপর্ব্ব—১৮০ আজগর পর্ব্বাধ্যায়ে।)

বনপর্ব্ব ২০৫ ও ২০৭ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের আরও লক্ষণ সকল কথিত আছে।

১ গায়ত্র্যা ছন্দসা ব্রাহ্মণ মসৃজৎ ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং (৪র্থ অ)

২ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌবাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঅজায়ত॥

অতএব বনপর্ব্ব ১৮৯ অধ্যায়ে—

ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্র মূরূ মে সংস্থিতা বিশঃ।
পাদৌ শূদ্রা ভবন্তীমে বিক্রমেণ ক্রমেণ চ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিত্য, সোম প্রভৃতি ঋষিবংশীয় যে সকল বৈশ্য বা ক্ষেত্রী হৈমবত কনকক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা কনকক্ষেত্রী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাহাতেই ব্যবহার জিজ্ঞাসা তত্ত্ব পুঁথিতে কথিত হইয়াছে—

কনকক্ষেত্রী।

আপনার কোন কুলে উদ্ভব ?

উত্তর।

আদৌ আক্ষান কনকক্ষেত্রি নাম।
সুবর্ণ বনিক কহি এহিত প্রমান॥

হৈমবত কনকক্ষেত্রে ক্ষেত্রিনী কনকাদেবী ১৫০ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া, তাঁহার রাজধানীর নাম হইয়াছিল, নারীপুর ১ এবং তদীয় রাষ্ট্র (যাহা একালে গাড়বাল ও কুমায়ুন নামে খ্যাত সেই) কনকক্ষেত্রের নাম হইয়াছিল স্ত্রীরাজ্য ২। কনকাদেবীর স্বামীর নাম প্রেষেণ ও শশুরের নাম সুষেণ।

সনকঃ কনকক্ষেত্রী ৩ যস্য ভার্য্যা বরাটিনী।

(গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তক)

শূদ্রগণ, যদি ভগবানের পদদ্বয় হইলেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেরই নমস্য হইতেছেন, যেহেতু ভগবানের মস্তককে, বাহুদ্বয়কে ও উরুদ্বয়কে কেহ প্রণাম করেন না, তাঁহার শ্রীচরণেই প্রণাম করিয়া থাকেন।

বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়ে—

ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মষু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥

১ অনুশাসন পর্ব্ব ১০৩ অধ্যায়ে নারীপুরের উল্লেখ আছে।

২ মহাভারত বনপর্ব্ব ৫১ অধ্যায় হইতে জানা যায়, স্ত্রীরাজ্যবাসীগণ, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে আহুত হইয়া আগমন করেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪শ অধ্যায়ে ও চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গের গ্রন্থে এবং বিক্রমাঙ্ক চরিতে স্ত্রীরাজ্যের প্রসঙ্গ আছে।

৩ 'কনককক্ষত্রি' ইতি ঢাকা পুস্তকস্য পাঠঃ।

আদিত্যবংশে এবং নাভানেদিষ্টের (নাভাগের) অনুবংশে কনকাদেবীর গর্ভে সনক জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরকালে সনক, নারীপুরে রাজা হইয়াছিলেন। সনকের সহধর্ম্মিণী পুণ্যাঙ্গী চারুমঙ্গলা পরম পতিব্রতা দেবী বরাটিনী ১ বৈরাট রাজকুলের কন্যা ছিলেন। সনকের বংশধর শ্রীচন্দ্র, নারীপুরের রাজা হইলে শ্রাবন্তীর রাজা প্রসেনজিৎ, তাঁহাকে পরাজিত করিয়া করদ রাজন্যক করেন। কাশিকোশলেশ্বর রাজা প্রসেনজিৎ, ভগবান্ বুদ্ধের সমসাময়িক ভক্ত ২ ছিলেন, সুতরাং রাজন্যক শ্রীচন্দ্রের রাজ্যকাল খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দ। উত্তরকালে নারীপুর ব্রহ্মপুর নামে খ্যাত হইয়াছিল ৩।

---

১ বরাটিনী—বিরাটের অপত্য বৈরাট বা বৈরাটি। বৈরাটি+ঙীপ—বৈরাটী—ইহার প্রাকৃতে—বৈরাটিনী। প্রাকৃতে ঐকার স্থানে একার হয়, যেমন—সংস্কৃত নৈগম, প্রাকৃতে নেগম। প্রাকৃতে ণী এই স্ত্রী প্রত্যয় হইয়া থাকে, যেমন—'গাহাবই' শব্দের উত্তর ণী করিলে গাহাবইণী হয়। 'গাহাবইণী' (গৃহপত্নী) 'সধ্বিনী' (সাধ্বী) 'ভিখ্খুণী' প্রভৃতি স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রাকৃত ভাষায় দৃষ্ট হয়। যেমন সাধ্বী শব্দের সা প্রাকৃতে লঘু হইয়া সধ্বিনী শব্দের স হইয়াছে, তদ্রূপ বেরাটিণীর বে লঘু হইয়া ব হইয়া থাকিবে কিম্বা ছন্দের অনুরোধে বে লঘু হইয়া ব হইয়াছে।

কিন্তু বিরাট রাজকুল কোথা হইতে আসিল?

তস্মাদে তস্যা মুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে বিরাডিত্যেতানভিষিক্তানাচক্ষতে।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।৩।৩)

উত্তর দিকে, হিমবানের পরে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে। সেখানকার লোকে বিরাট হইবার নিমিত্ত অভিষিক্ত হইয়া থাকে। যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাট বলে।

২ ইক্ষ্বাকুবংশে দুইজন প্রসেনজিৎ রাজা ছিলেন। প্রথম প্রসেনজিৎ মান্ধাতার পিতামহ ছিলেন। দ্বিতীয় প্রসেনজিৎ, ভারতযুদ্ধে নিহত রাজা বৃহদ্বলের অধস্তন ২৬ ষড়বিংশ পুরুষ। চৈনিক ধর্ম্মযাত্রী, ফা হিআন্, যিনি খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায়, এই দ্বিতীয় রাজা প্রসেনজিৎ, শ্রাবস্তী নগরে এক বিহারে বুদ্ধদেবের চন্দন কাষ্ঠের প্রাথমিক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। সর্ এ, কনিংহাম্, এখানে মৃত্তিকা খনন করিয়া এক মন্দির হইতে এক বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি উদ্ধৃত করেন, কিন্তু এই মূর্ত্তি পাষাণের।

৩ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮শ অধ্যায়ে—

কাশ্মীরকং তথা রাষ্ট্রমভিসারজনস্তথা।
দরদাস্তঙ্গণাশ্চৈব কুলটা বনরাষ্ট্রকাঃ॥
সৈরিষ্ঠাঃ ব্রহ্মপুরকাস্তথৈব বনবাহ্যকাঃ।

"ব্রহ্মপুরকা" বলিতে ব্রহ্মপুরবাসী কনকক্ষেত্রীগণ। "বনরাষ্ট্রকা" বলিতে বনরাজ্যবাসী

সে কালে স্ত্রীরাজ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ১ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইত। স্ত্রীরাজ্য নিবাসী ব্রজানক সনকের সজাতীয় কনকক্ষেত্রীগণ, পূর্ব্ব হইতেই স্বর্ণাদি ধাতু, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, পট্টরত্ন, ঊর্ণা, লবণ, এলা, পিপ্পলী, ধান্য আদি পার্ব্বত্য দ্রব্যের ব্যবসায় করিতেন। ইহাঁরা কাশিকাপুরীতে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণের আমদানি করায়, উহার নাম হইয়াছিল সুবর্ণপুরী ২। এই রূপে বাণিজ্য ব্যবহার দ্বারা, ক্ষেত্রিগণ, বণিক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা ক্রমে শ্রাবস্তী, কাম্পিল্য, অযোধ্যা, বৈশালী, মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতি নগরে গিয়া বাস করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে বর্ম্মন্ উপাধি ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।

কালান্তরে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ৩ স্ত্রীরাজ্য আক্রমণ করেন। তৎকালে সনকের বংশধর শ্রীচন্দ্র ব্রহ্মপুরে রাজা ছিলেন। শ্রীচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যচ্যুত শ্রীচন্দ্র, পরিকরদিগের

শাক্যগণ। শাক্যগণ, "বনরাজা" নামে খ্যাত ছিলেন—এই বংশে ভগবান্ গোতমবুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাকালে কনকক্ষেত্রী ও শাক্যদিগের রাজ্য পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। বরাহমিহির কৃত বৃহৎসংহিতার ১৪শ অধ্যায়ে শাক্যদিগের রাজ্য বনরাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

হিউএন্থ সঙ্গ্ বলেন—

"Kingdom Brahmapura" where "for ages a woman has been the ruler and so it is called the kingdom of the women. The husband of the reigning woman is called king, but he knows nothing of the affairs of the state. The men manage the wars and sow the land, that is all."

১ হিউএন্থ সঙ্গ্, এখানকার সুবর্ণোৎপত্তির কথা স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলিয়াছেন।

২ পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড (আদি) ১৪শ অধ্যায়ে—

পুষ্করে তু কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মাবর্ত্তে পৃথূদকে।
অবিমুক্তে সুবর্ণাখ্যে যৎ ফলং ন লভেন্নরঃ ॥

কাশিপুরীর নামান্তর অবিমুক্ত ক্ষেত্র।

৩ এই অক্ষেত্রী জাতি কনকক্ষেত্র জয় করিয়া বাস করায় এই জাতির নাম হইয়াছিল "কনক"। বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪শ অধ্যায়ে ভবিষ্য রাজগণের প্রসঙ্গে, বরাহমিহির কৃত বৃহৎসংহিতা ১৪শ অধ্যায়ে ও পদ্মপুরাণ স্বর্গ খণ্ড (আদি) ৩য় অধ্যায়ে এই জাতির উল্লেখ আছে।

সহিত শোণানদী ১ তীরস্থ রোহিতাশ্বগিরি ২ নগরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীচন্দ্র, রোহিতাশ্বগিরি জয় করেন বা অধিকার করেন বলিয়া তাঁহার রোহিতা-গিরি এই উপনাম হইয়াছিল—

সূর্য্যবংশ সমুদ্ভুতঃ শ্রীচন্দ্রো রোহিতাগিরি।

(গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তক)

শ্রীচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া এই সময়ে অনেক ক্ষেত্রী, সপরিবারে রোহিতাশ্ব গিরিতে গিয়া বাস করেন।

ততঃ সার্থপতির্বীরো দারকঃ কিরণাকরঃ।
রত্নাকরমসৌ তীর্য্য বহুরত্নান্যসাধয়ৎ॥

রোহিতাশ্বগিরিবাসী বণিগ্‌দারক বীর কিরণাকর, রত্নাকরে ৩ গিয়া বহু রত্ন উপার্জ্জনের ইচ্ছা করিয়া আপনাকে সার্থবাহ করিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার ঘোষণা শুনিয়া নগরবাসী বিস্তর বীরবণিক্ মহোৎসাহে মহাসাগর পার

---

১ শোণানদী—শোণ নদ।

২ রোহিতাশ্বগিরি—সূর্য্যবংশীয় রাজা রোহিতাশ্ব এই নগর নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান নাম রোহিতাশগড়, Rotas hill,

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে রোহিতাশ্ব, মান্ধাতার অধস্তন ১৩শ পুরুষ ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইনি 'রোহিত' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

৩ সে কালে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্মসূত্র কর্ত্তা বৌধায়ন* বলেন—

পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তি (Practices) দক্ষিণস্তথোত্তরতঃ॥ ১৯॥

যানি দক্ষিণতস্তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ২০॥

যদনুপেতেন সহ ভোজনং স্ত্রিয়া সহ ভোজনং পর্য্যুষিত ভোজনং মাতুল পিতৃস্বসৃদুহিতৃগমনমিতি॥ ২১॥

অথোত্তরত ঊর্ণাদিবিক্রয়ঃ সীধুপানমুভয়তোদদ্ভির্ব্যবহার আয়ুধীয়কং সমুদ্রযানমিতি॥ ২২॥

হেমাদ্রি ধৃত গরুড়পুরাণ বচন, যথা—

বৈশ্যঃ সমুদ্র গমনং শূদ্রঃ কর্ম্ম যথেপ্সিতম্।

বৈশ্য বাণিজ্যার্থে সমুদ্র যাত্রা করিবে। শূদ্র, যথা ইষ্ট কর্ম্ম করিবে।

---

* বৌধায়ন, খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের বহু শতাব্দ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মসূত্র ব্যতীত তিনি শ্রৌতসূত্র নামক বৈদিক গ্রন্থ লিখেন। দক্ষিণাপথে তাঁহার মত অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

হইবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং রত্নাকরে গমনার্থ যাত্রা করিলেন. ইহাঁরা তাম্রলিপ্তি বন্দরে যানপাত্রে আরোহণ করিয়া সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন। সার্থপতি কিরণাকর, ঐ দ্বীপে বহুরত্ন সাধন করেন এবং সার্থের সহিত ভালয় ভালয় সমুদ্র পার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

সোনবাড় খ্যাতি।

রোহিতাগিরিবাসী বণিকগণ, বাণিজ্যার্থ মগধে যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা শোণা নদীর ওপারে বাস করেন ও শোণা পার হইয়া আইসেন বলিয়া মগধের লোকে তাঁহাদের নাম দিল শোণপার বাণিয়া বা সোনবাড় বাণিয়া।

চতুর্থ অধ্যায়।

গৌড় মণ্ডলে যাত্রা।

বহুকাল অতীত হইলে রোহিতাশ্বগিরির সার্থ, সপরিবারে ঐ স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন ১। তাঁহারা চক্কুর, অধ্যুষ্ট্র, গোগাস্ত্রী, হস্তী প্রভৃতি আরোহণ করিয়া এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বীর, তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রের সহিত বাতাশ্বে আরোহণ করিয়া চলিলেন। এই-রূপে তাঁহারা স্থলপথে মগধদেশ অতিক্রম করিয়া বনভূমে প্রবেশ করিলেন। বনভূমের মনোহর শোভা দেখিয়া তথায় বাসার্থ তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে তাঁহারা এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন এবং উহার নাম দিলেন অযোধ্যা ২।

৬৫৫ শকে এই স্থান হইতে পঞ্চবণিক্‌, বাণিজ্যার্থ কর্ণসুবর্ণ নগরে ৩ গমন করিয়া বিবিধ উপায়নের সহিত রাজদর্শন করিলে, রাজা আদিশূর, উপায়ন

---

১ যে সকল বণিক্‌ এদেশে আসিলেন না, তথায় রহিলেন, কাশি কোশল দেশে তাঁহারা সোনপারুয়া, সোনারিয়া, প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত আছেন।

২ বাঁকুড়া, জেলার এই গ্রাম অযোধ্যা নামে খ্যাত আছে।

৩ কর্ণসুবর্ণ—কানসোনা। রাঙ্গামাটি নামক ধ্বংস বহুল স্থান, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের স্থান অধিকার করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর দক্ষিণ তটে, বহরমপুরের প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণে ঐ স্থান আছে। বৃহৎ কথার "বহুসুবর্ণক" ও এই কর্ণসুবর্ণ যে অভিন্ন তাহা সন ১৩০৯ সালে সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে বলিয়াছি। কর্ণসুবর্ণের বিবরণ এই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে—Journal of the Asiatic Society of Bengal 1893. No IV., সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৭ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা।

সকল গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রতিদানে, বণিকদিগকে শ্রীপট্ট ১ আদিপ্রসাদ ও সুবর্ণবণিক্ এই উপাধি প্রদান করেন।

কালান্তরে বণিক্‌গণ, কটাহদ্বীপ, ২ চম্পাপুরী, ৩ গৌড় ৪ প্রভৃতি নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করেন।

কালান্তরে, অনুমান দশম শাক শতাব্দে উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরী, সুবর্ণের নিমিত্ত ধনপতি সদাগরকে আদেশ করেন, তিনি তন্নিমিত্ত গৌড় নগরে যাত্রা করেন, যথা—

উজানি নগরে রাজা বিক্রমকেসরি।
রাজ আজ্ঞায় সদাগর সাজাইল তরি॥
পক্ষ হেতু সুবর্ন গঠন পিঞ্জর।
গৌড় গেল ধনপতি নামে সদাগর॥
নৃপতির নিকটে করিলো নিবেদন।
কারিগর দিল রাজা বুঝিয়া কারন॥

---

১. শ্রীপট্ট—শ্রীদেবতাধ্যাসিত সৌবর্ণপট্ট। শিরোপা।

২ কটাহদ্বীপ—কাটোয়া। কটাহের সংক্ষেপ "কট"। কট হইতে কাটোয়া; তাহা হইতে কাঁটোয়া। ইহার সংস্কৃতীকরণ দ্বারা ও তৎপরে নগর শব্দের যোগে "কণ্টকনগর" হইয়া বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে উহা স্থান পাইয়াছে।

৩ চম্পাপুরী—ভাগলপুর।

৪ চুঁচুড়া নিবাসী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নন্দলাল দেয়ের দুই খানি পুরাতন কুলজীতে গৌড় নগরে বণিক্‌দের বাণিজ্যার্থ গমন প্রসঙ্গ এইরূপ আছে—

পূর্ব্ব পুরাতন কথা কহিতে বিস্তার।
এ দেশে যেরূপে শুন বনিকসঞ্চার॥
গৌড় নগরে রাজা নাম গৌড়পতি।
প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা ধর্ম্মে মহামতি॥
অযোধ্যা নগরে বনিক শুনিয়া শ্রবনে।
গৌড়ে বনিক আইল বানিজ্য কারনে॥
ভেট দিয়া ভূপতি ভেটাল কুতূহলে।
পরিচয় পাইয়া রাজা তুষ্ট হইয়া বলে॥
বিরাজে বানিজ্য কর বনিক সকল।
কোন কালে কখন না পাইবে অমঙ্গল॥

নগর প্রবেসে ধনপতি সদাগর।
কাঞ্চন কিনিতে গেল সঙ্গেতে নফর॥
বসেছে বনিক দেখে বিচিত্র আসনে।
দেখিলো দোকান তার পরিপূর্ন ধনে॥
সাধু বলে মহাশয় সোনা কিছু পাই।
বনিক বলেন বৈস কত সোনা চাই॥
সদাগর বলে সোনা নিবো আসি পল।
বুঝিয়া বনিক দিল কাঞ্চন নির্ম্মল॥
সদাগরে সমাদরে আনি দিল পান।
ধনপতি পরিচয় প্রকারে সুধান॥
বনিক বলেন শুন নিবেদন করি।
বড়াল আমার খ্যাতি নাম নরহরি॥
সুবর্ন বনিক জাতি অযোধ্যা নিবাসি।
সম্পৃতি বানিজ্য করি এদেশেতে আসি॥
পরিচয় পাইয়া তুষ্টু হইলো সদাগর।
প্রেম আলিঙ্গন করি পরম আদর॥
আমি গন্ধবণিক ১ বলিল ধনপতি।
মিত্রতা করিলো দোঁহে অতি হৃষ্টমতি॥
বড়াল বলেন মিতা করি নিবেদন।
আসিয়াছি এদেশে বনিক পঞ্চজন॥

বসিল বনিক সব রাজার আশ্বাসে।
সুবর্ন বনিক নাম জানা গেল দেশে॥
বিরাজে বসিল বনিক গৌড় নগরে।
এদেশে আইল বনিক শুন তার পরে॥

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে এদেশে বলিতে, উজানিতে বা উজ্জয়িনীতে।

১ গন্ধ বণিকেরাও উচ্চ শ্রেণীর বৈশ্য, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, তবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ গন্ধদ্রব্য বিক্রয়ে তাহাদের যাহা কিছু নিন্দা। অনুশাসন পর্ব্ব ১৪১ অধ্যায়ে—

তিলান্ গন্ধান্ রসাংশ্চৈব বিক্রীণীয়ান্নচৈব হি।
বণিক্‌পথমুপাসীনো বৈশ্যঃ সৎপথমাশ্রিতঃ॥

এত বলি আনিয়া করিলো পরিচয়।
সদাগর দেখি তুষ্ট হইলো অতিশয়॥
নানা রস আলাপে অনেক দিন জায়।
দিনে দিনে পিরিত্ত বাড়িল বড় তায়॥
সদাগর বলে মিতা করি নিবেদন।
উজানি নগরে চল বানিজ্য কারন॥
বিক্রমকেসরি রাজা প্রজাগন সুখি।
ইতুষ্ট হবে সকলে দক্ষিন দেশ দেখি॥
শুনিয়া সাধুর কথা লভে দিলো সায়।
নৃপতির নিকটে বিদায় হইয়া জায়॥
তরি ভরি জলপন্থে সাজিল সত্বর।
অনেক দিবসে আইলো উজানি নগর॥
নানা ধন দিয়া ভেট ভেটিল ভূপতি।
পরিচয় পাইয়া তুষ্ট হইল মহামতি॥
প্রসাদ দিলেন রাজা বসন ভুষণ।
সদাগর সহিত বিদায় পঞ্চজন॥
অজয় নদীর তটে করিলা নিবাস।
সুবর্ন বনিক দেশে হইলো প্রকাশ॥
বনিক সঙ্করনাথ ১ বারানসীচন্দ ২।
নরহরি বড়াল ৩ দাস কর্ন ৪ (ধর) নিরানন্দ ৫॥

পূর্ব্বোক্ত কুলজীদ্বয়ে নিরানন্দের উপাধি লিখিত নাই। উহা গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলজীতে পাওয়া গেল—

ইদানীং বণিকাগ্রণী বৈশ্যবংশ অযোধ্যানিবাসী
ধনী ধৈর্য্যধীর।
গত পঞ্চগৌড় মহাখ্যাতিবন্ত ধরচন্দ্রনাথ
বড়াল সুশান্ত॥
মহৎ বংশ দাস কৃতং পঞ্চবাস।
পুরা গৌড়রাজ্যে বণিক প্রকাশ॥

"গোবর্দ্ধন মিশ্র, আরও বিশেষ বলিয়াছেন। ধনপতি, বণিকদের পরিচয় প্রদান করিলে রাজা, পঞ্চ বণিক্‌কে এই প্রসাদ দিলেন—

অশ্বঃ পঞ্চ গজঃ পঞ্চ রত্নমালা বিভূষণং।
কৃতং সম্মান ভূপাল স্থাপিতং নগরান্তরে॥
অযোধ্যা প্রেরিতং দূতং বণিকঃ সহ বান্ধবৈঃ।
পরিবার সমাযুক্তং আগতং উজ্জনিপুরে॥

বিক্রমকেশরী রাজার আহ্বান ক্রমে অযোধ্যাবাসী ১৬ জন প্রধান বণিক্ এবং তাঁহাদের অনুগত আর ৩০ জন বণিক্ সপরিবারে উজ্জয়িনীতে আগমন করেন। জয়পতি চন্দ, ইহাঁদের অগ্রণী ছিলেন।

খ্যাতঃ প† শ্রীবণিগগ্রণীর্জয়পতিঃ আদিত্যবংশোদ্ভবঃ।
চন্দ খ্যাতির্ধরাতলে সুবণিকো বাণিজ্যং স্বর্ণাদিকং॥

(গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলজী)

বণিকগণ, রাজদর্শনে গমন করিলে শ্রেষ্ঠী শ্রীকর্ণদাস পারাবারিক তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় প্রদান করেন—

"আদিত্য বংশ্যঃ কনকাদিক্ষেত্রী
শ্রীরোহিতাশ্বাচল পুণ্য কীর্ত্তিঃ।
দ্বিজোত্তমো মানবগোত্র জন্মা
শ্রীসামবেদী বণিজাং বরেণ্যঃ॥
নাম্নৈষ শ্রীজয়পতি চন্দ্রঃ শ্রীরঘুনন্দনং।
অস্থাপয়দযোধ্যায়াং স্বকৃতে মন্দিরে শুভে॥
ভ্রাত্যেষ রাজন্ কিরণাকরান্বয়ে
জাতোঽতিমান্যঃ স্বজনৈঃ সুসৎকৃতে।
শ্রীসোমদেবো ভুবনাবতংসকো
জাতঃ সুবিদ্যো মহদালমানকে॥
রাজর্ষিরেষোঽস্তি সুধাকরস্য

† ক্ষত্রি ইতি বলগনা পুস্তকের পাঠ।

[library stamp]

বংশে প্রজাতো গণিতেষ্বভিজ্ঞঃ।
মৌদ্‌গল্য গোত্রোদধিশুভ্র রশ্মি
র্দত্তোপনামাচিত শূলপাণিঃ॥ *
রাজন্ বিভাতি ভুবিভাবিত কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ
কৌশল্য রেষ পরমঃ শতপত্রবক্ত্রঃ।
শ্রীশ্রীধরাঢ্যো নিপুণঃ কলাষু
শ্রীপট্টমৌলিঃ সমুদার সত্ত্বঃ॥
উদার সত্ত্বসুজনঃ সুজনৈক বন্ধুঃ
শ্রীশ্রীধরার্চ্চনপরো বহুপুণ্যকীর্ত্তিঃ।
শ্রীগৌতমীয় কনকাঙ্কুরবংশ হংসঃ
সাধুর্বিশঙ্কটমতিঃ কিল মেঘশীলঃ॥
সিংহোপাধির্হরিরিব তেজা
রাজারামো বহুবলবীর্য্যঃ।
দান্তোহংসৌ কাশ্যপকুলজন্মা
দাতা বর্ষাপণিরিতি নাম॥
শাণ্ডিল্যগোত্রঃ কৃতবিদ্য মিত্রয়ু
র্ধামাগ্নিভস্মীকৃত শত্রুকাননঃ।
রাজন্ ধরশ্রীপতিরেষ বাণিজ
আজানুবাহু রণদণ্ডধারকঃ॥
কমলাকান্ত বড়ালো নৃপৈষ সমজনি মধুকুল্যে।
গোভূম্যাকরবেত্তা কলাষু বিজ্ঞঃ করণাটকঃ॥
পরং প্রবীণো ব্যবহার নীত্যাং
সাবর্ণগোত্রো ভুরুসাপনো জ্ঞঃ।

---

* পুরাকালে কৌশাম্বী নগরে সুরদেব নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। অনুমান হয়, সোমদেব ও সুরদেব একই বংশে জন্মিয়াছিলেন।

হেমাম্বরাদিক্রয়বিক্রয়জ্ঞো
গুণাকরঃ পালকুলাব্জ ভানুঃ † ॥
অর্থস্য শাস্ত্রী মধুকুল্য গোত্রজঃ
সুচাচরাণাং বণিজাং বিশেষকঃ।
অকুপ্য গোভূম্যুপরত্নকোবিদো
নাথোপনাম্নৈষ নৃপতে গণেশ্বরঃ ॥
মাহেশ বাণেশ্বর এষ মল্লিকো
বাণিজ্যরত্নঃ কনকোপবীতী।
ত্রিলৌহবিজ্ঞো রজনীকরান্বয়ী
আত্রেয় গোত্রো মণিরত্নবিত্তমঃ ॥
মুক্তা প্রবাল হীরক রত্নজ্ঞাতা প্রভাকর খ্যাতঃ।
কাশ্যপগোত্রঃ পঙ্কজনেত্রো নন্দী হরিহর এষঃ ॥ *
অসৌ মনস্বী কমনীয় বিগ্রহো
ঘোণোন্নতাস্যঃ কুসুমাকুলাভিধঃ।
স্থান প্রযোগী নবরত্ন শাস্ত্রবিৎ
সৎকাশ্যপঃ শ্রীল হিরণ্যবর্দ্ধনঃ ॥
বাণিজ্যকান্তানলিনী দিবাকরো
নাগর্ষিগোত্রো মণিকার বাণিজঃ।
সদ্বৈশ্য গুঞ্জামণিবংশ কেতনো
দাসোপনাম্নৈষ দিবাকরঃ সুধীঃ ॥

---

† সম্যক্ত্ব কৌমুদী গ্রন্থে গুণপাল নামক এক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান আছে কিন্তু তিনি কুরুজাঙ্গল দেশের হস্তিনাপুরবাসী ছিলেন। প্রাচীন ভারতে বিশ্বপাল, ধনপাল, সমুদ্রপাল, নন্দনপাল, মহীপাল প্রভৃতি বিস্তর বৈশ্যনাম পাওয়া যায়।

* স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ডে অবন্তিপুর বাস্তব্য শিবভক্ত নন্দী নামক এক বৈশ্যের উপাখ্যান আছে, অনুমান হয়, নন্দী এবং হরিহর নন্দী একই বংশে জন্মিয়াছিলেন।

সুপত্রোর্ণবাল্কোর্ণ কার্পাসরত্ন
প্রবিৎ বিটুষু পত্রাশনিরেষ রাজা।
বণিগ্‌বংশদীপঃ সুধী মাধুকুল্যো
মহানন্দ লাহা মহসা মহীয়ান্॥
রাজর্ষিরেষ সুজনঃ কনকোপবীতী
বাণিজ্য কৃত্যা চলনা ললনা বিলাসী।
সুরেশ্বরীতি বিদিতঃ পরমর্দ্ধিধাম
পুষ্পাঞ্জলিঃ কিল পুরন্দর সেন এষঃ॥
এষামনুগতাস্ত্রিংশদ্বণিজঃ পুণ্যদর্শনাঃ।
মহাকুল সমুদ্ভুতা বিদ্বাংসঃ সুমহৌজসঃ॥
ভ্রষ্টধর্ম্মাংশ্চ পতিতান্ সমুদ্ধর্ত্তুং কৃপালবঃ।
ইমে সর্ব্বে মহাত্মানো ভুবিজাতা দিবৌকসঃ॥

(কুলদীপিকা)

রাজা বিক্রমকেশরী, বণিকৃদের পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের দত্ত প্রাভৃত সকল গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতিদানে শ্রীপট্ট, বসন ভুষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সৎকার করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নগরান্তরে ১ স্থাপিত করিলেন। রাজার অনুরোধে বণিকগণ পাঁচ বৎসর কাল উজ্জয়িনীতে পরমানন্দে বাস করেন এবং তৎপরে প্রায় সকলে বাণিজ্যার্থ নানাদেশে গমন করেন।

---

১ শান্তিপর্ব্বে—রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বে—

ধনিনঃ পুজয়েন্নিত্যং পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ।
বক্তব্যাশ্চানুগৃহ্নীধ্বং প্রজাঃ সহ ময়েতি বৈ।
অঙ্গমেতন্মহদ্রাজ্যে ধনিনো নাম ভারত।
ককুদং সর্ব্বভুতানাং ধনস্থো নাত্র সংশয়ঃ॥

বনপর্ব্বে ১৯৯ অধ্যায়ে—

বৈশ্যস্তু বাসয়েদ্যস্তু সর্ব্ববর্ণৈঃ স ইষ্টবান্॥

পঞ্চম অধ্যায়।

দশম শাক শতাব্দে গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইলে, বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্ম, ব্রাহ্মণিক তান্ত্রিকতায় পরিণত হয়। দেশে ধর্ম্মের সংস্কার হইতে থাকে। বৌদ্ধগণ, দলে দলে বৈদিক ব্রাহ্মণদের নূতন মতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন *। সুবর্ণ বণিকগণ, বৈদিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানিয়া চলিতেন, একারণ তাঁহাদের ধর্ম্ম সংস্কারের আবশ্যক হয় নাই †।

এই সময়ে গৌড়ের বৈশ্যদিগকে শূদ্র করিবার চেষ্টা হইতেছিল। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্নতত্ত্বনিধি বলেন—

"মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্যকুলকে, শূদ্র জাতিতে

---

* সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য সমাজের কার্য্যকরী সমিতির কার্য্যবিবরণীর (সন ১৩০২) ভূমিকা ।৶০ ও ।৵০ পৃষ্ঠায় ও আমার "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ২১—২৮ পৃষ্ঠায় সন ১৩০৯ সালে যাহা বলিয়াছি; ১৩১৪ শকাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৪।১ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্নতত্ত্ব-নিধির "বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ" প্রবন্ধের ১১।১৬।১৭ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের একটী প্রমাণ সম্বলিত কথা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—"বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থোক্ত রাঢ়ীয় বারেন্দ্র দোষ কারিকায় লিখিত আছে যে, বৌদ্ধ পাল-রাজগণের প্রভাবে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, মহারাজ বিজয় সেনের গৌড়াধিকার কালের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেকে সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেন"। কিন্তু এই বৈদিক সমাজ, আপনাদের বৈদিকতা অধিক দিন অক্ষত রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ প্রবন্ধেই কথিত হইয়াছে—"এমন কি দেখা যায়, ভবিষ্যতে তাঁহার (লক্ষ্মণসেনের) সম্মানিত বৈদিক সমাজও তান্ত্রিক সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন এবং তান্ত্রিকধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া "তান্ত্রিকী বৈদিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতি কীর্ত্তিতা" ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইয়া তন্ত্রেরও বেদমূলকতা ঘোষণা করিতেছেন"।

† সুবর্ণবণিকেরা যে বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহার এক প্রমাণ এই যে, ইহাঁদের মধ্যে ধর্ম্মরাজের সেবা নাই। ধর্ম্মরাজ কি, তাহা আমার সম্পাদিত "গোবিন্দচন্দ্র গীত" এর পাদটীকায় ১—১৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। এখনও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তেলি, শুঁড়ি কলু, জেলে, এমন কি জুগী, ডোম ও হাড়িকেও ধর্ম্মরাজের পূজক দেখা যায়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্নতত্ত্বনিধি গন্ধবণিক্, সদ্গোপ, তিলি, তাম্বুলী, তন্তুবায় প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থের উপক্রমে শূন্যমূর্ত্তি সদ্ধর্ম্ম নিরঞ্জনের স্তবের পরিচয় পাইয়াছেন। (পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

পাতিত করিবার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। তৎকালে বৈশ্যবৃত্তিক বহু সম্ভ্রান্ত জাতি পালরাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণ বণিক্ ও সদ্‌গোপ জাতি প্রধান। সুবর্ণবণিক্ জাতি পালরাজগণের সহিত যৌন সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন *।"

ঐ ষড়যন্ত্রের ফলে রাজা বল্লাল, কতিপয় বণিকের নির্য্যাতন করিয়া থাকিবেন। বেণীমাধব দে কৃত কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"বল্লালসেন ভূপাল দোষং দোষহীনে দদৌ।
সুবর্ণ বণিকস্য দোষ ইতি কারণং কিন্তু নির্দ্দোষঃ॥
ইদানী মত্রদেশে চ বল্লালসেন ভূপতি।
স রাজা তদ্বিরোধেন দোষং দোষহীনে দদৌ॥"

সমুদ্রযাত্রা দেশাচারের বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলে, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২২।১৩ শ্লোকে সমুদ্রযাত্রা § নিষেধ করা হয়। এই সময়ে ঐ উপপুরাণ গৌড়ে প্রচারিত হইলেও সুবর্ণবণিক্ চিরাগত অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এ নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। একদা এক সাংযাত্রিক সুবর্ণ বণিক্, অগ্নিশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিশর্ম্মা বলেন—

---

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৪।১ সংখ্যায় "বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ" প্রবন্ধের ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানাম সবর্ণাসু কন্যাস্বুপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রম স্তথা॥
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥
দেশাচারাঃ পরিগ্রাহ্যা স্তত্তদ্দেশীয়ৈর্জনৈঃ।
অন্যথা পতিতো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসি আমি রহ কোন স্থান ঃ
আপনার নাম কহ বিদ্যার প্রমান।
অস্মুর্দ্ধ বদন তোমার অস্মুর্দ্ধ কলেবর ঃ
স্থান ১ মুখ স্মুর্দ্ধ করিয়া নাম জিজ্ঞাসা কর ॥

শুনিয়া সুবর্ণ বণিক উত্তর করিলেন—

চন্দ্রদপি বসতি আমার নবদিপ স্থান ঃ
কুলের পরিচয় দেই বিদ্যার প্রমান।
বনিক কুলেতে জর্ম্ম উত্তম বিদ্যা ধরি ঃ
স্থান ১ মুখ স্মুর্দ্ধ করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করি ॥

(ব্যবহাব জিজ্ঞাসা তত্ত্ব পুঁথি) ২।

বণিক, ব্যবহাবের অনুবোধেই ব্রাহ্মণের নাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, 'স্বকং নাম স্বনক্ষত্রং মানঞ্চৈবাপি গোপয়েৎ'' এই বৃহন্নাবদীয় বচন স্মরণ করিয়া কৌশলে স্বীয় নাম গোপন করিলেও তাঁহাব উক্তি দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ জাতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। ঐ দুইটী বাঙ্গালা কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত সাহিত্যিক মূল্যও কম নহে। প্রথমতঃ জানা যাইতেছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা শ্লোকের বা চৌতিশার চারিটি পদ থাকিত, এবং প্রথম ও তৃতীয় পদের অন্তে বিসর্গের মত বিরাম চিহ্ন দেওয়া হইত এবং দ্বিতীয় চবণের পর এক দাঁড়ি ও চতুর্থ চরণের পর দুই দাঁড়ি দিবার রীতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম ছত্রেব দুইটি "দিপ" শব্দ অবিকল পালিভাষা শব্দ।

---

১ স্থান—স্নান।

২ এই পুঁথির প্রতিলিপিকাল ১৬৭ বৎসরের অধিক। বিহরণবাসী লক্ষ্মণ দত্ত, রাজা অমরাক্ষ মল্লিকেব সভায় কুলীন হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ দত্তের অধস্তন নবম পুরুষ, রসুলপুরবাসী খেলারাম দত্ত, বর্গির হাঙ্গামার প্রাক্কালে সপরিবারে রসুলপুব হইতে ঢাকায় পলায়ন করেন। সেই সময়ে এই পুঁথি ও পশ্চাদুক্ত সম্ভাবন্ধন পুঁথি, তাঁহার সহিত ঢাকায় নীত হইয়াছিল। খেলারাম দত্তের প্রপৌত্র ভাগবতচরণ দত্ত, ঢাকা হইতে কলিকাতায় গিয়া বাস করেন। ভাগবতচরণ দত্তের পৌত্র, আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ নৃত্যগোপাল দত্তের গৃহে, পুঁথি সমূহের মধ্যে, ঐ পুঁথিদ্বয় প্রাপ্ত হই।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে দুইটি "স্থান" পাঠ আছে, সে দুইটিই স্নানের বানান ভেদ বলিয়া বোধ হয়। স্থান (থল) শুদ্ধির মন্ত্র পাওয়া যায়, মুখ শুদ্ধির মন্ত্র পাওয়া যায় না। সন ১২২৯ সালে লিখিত পুঁথিতে—

জল সুর্দ্দি থল সুর্দ্দি সুর্দ্দি কাটের পিড়েঃ
সকল মৃত্তিকা সুর্দ্দি সুর্দ্দি প্রীথিবি জুড়েঃ

অনুমান হয়, বণিক্‌গণ, বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে ও অনার্য্য ভূমিতে গমন করিলে, সেখানকার জলাদি এই মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতেন। ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহাদির সভা স্থলে প্রশ্নাবলীর যে সকল উত্তর দেওয়া হইত, উপরেধৃত মন্ত্রটি তাহার একটি নমুনা।

আমাদের শীলবংশের কুলজীতে দেখিতে পাই, একাদশ শাক শতাব্দে পগসিল, টগসিল ১ আদি মেঘসিলেব দ্বাদশ সন্তান দক্ষিণ রাঢ় দেশে স্বর্ণরেখা নদী তীরে কাশীপুরীতে বাস করিতেছেন। পালেদের কুলজীতে দেখিতে পাই, দ্বাদশ শাক শতাব্দে, গুণাকর পালের বংশধর, আখণ্ড পাল, উত্তর রাঢ় দেশের গনকর গ্রামে বাস করিতেছেন। দেয়েদের কুলজীতে দেখিতে পাই, ত্রয়োদশ শাক শতাব্দীর প্রথম ভাগে, হলধর দেবের বংশধর জয়কীর্ত্তি দেয় ২ (নামান্তর দশসুত দেয়) প্রভৃতি কতিপয় বণিক রাঢ়দেশের সেই উজ্জয়িনীতেই বাস করিতেছেন।

দশম শাক শতাব্দে, বণিক্‌গণ উজ্জয়িনী হইতে রাঢ়দেশের নানা গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন। পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বংশধরগণ, যাঁহারা অযোধ্যা হইতে

---

১ দিল্লীরাষ্ট্রে হিন্দু রাজত্বকালে চারি প্রকার দ্রব্যের উপর যে কর আদায় হইত, তাহার নাম "চৌবাচ্ছা"। ঐ চারি প্রকার দ্রব্য যথা—পগ, টগ, কোরি বা কুড়ি এবং পঞ্চি। পগ—অর্থে পাগড়ি। টগ—ছেলের কোমরের ঘুনসি। কোরি—উধ্বান, চুল্লি। পঞ্চি—গো মহিষাদি পশুর লাঙ্গুল।

২ ইহাঁর দশ পুত্র ছিলেন বলিয়া "দশসুত দেয়" এই নামান্তর হইয়াছিল। দেব শব্দ পালিভাষায় দেও হয়। যেমন—

কনিট্ঠকো পণ্ডুবাস দেও রাজকুমারকো
গমিস্তমিতি চিন্তেত্বা গন্ত্বা সোত্থি গতং পি চ।

পালি দেও শব্দ গৌড়ীয় ভাষায় দেয় হয়।

প্রাচীন ও মধ্যকালে যশোকীর্ত্তি, ধর্মকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি, সহজকীর্ত্তি, হংসকীর্ত্তি, অমরকীর্ত্তি প্রভৃতি কীর্ত্ত্যন্ত নামের অভাব ছিল না।

উজ্জয়িনীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল, তাঁহাদিগের অভাব হইলে, বণিকদিগকে নূতন পুরোহিত করিতে হইল। উজ্জয়িনীর বণিকগণ, ইহাঁদিগকে বালকদের উপনয়নের নিমিত্ত আহ্বান করিলে ইহাঁরা বলিলেন—গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন জাতিরই পৈতা নাই, আপনাদের পৈতা ধারণের এত আড়ম্বর কেন? শ্রীমদ্ধরিবংশ ভট্টারকের ভবিষ্য পর্ব্বে লেখা আছে—

বিপ্রঃ শূদ্রশ্চ দ্বৌ বর্ণৌ ভবিষ্যতঃ কলৌ যুগে।

কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুই বর্ণ হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব হইবে। ঘোর কলি আসিয়াছে—আপনারা বৈশ্য বা ক্ষেত্রী হইলেও এখন শূদ্র হইয়াছেন, অতএব আপনাদের কুমারদের আর উপনয়ন করা বৃথা। আরও দেখুন, কি করিয়া ক্ষেত্রীর উপনয়ন করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না—আমরা ঐ কাজটী পারিব না। এ সময় স্ুবর্ণ বণিক্‌দের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তাঁহাদের সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—তাঁহারা রাঢ়দেশের ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন—শিক্ষার অভাবে সংস্কৃত ভাষায় অনধিকারী। তাঁহারা শ্রীমদ্ধরিবংশ ভট্টারকের নামে ভীত ও স্তব্ধ হইলেন—কাশী কোশল দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে পারিলেন না—উপনয়ন সংস্কার যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত ছিল, তাহার লোপ হইল। কিন্তু দশসুত দেয়ের ৮ পুত্র ভয়ঙ্কর তেজীয়ান্ ছিলেন—ইহাঁরা ব্রাহ্মণদের শাসন মানিলেন না—ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাদ করিয়া, গলে পইতা দিয়া পিতা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে লাগিলেন এবং আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। তদনন্তর ইহাঁরা ক্রোধভরে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ইহাঁদের নাম কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। যে দুই পুত্র পিতার বশীভূত ছিলেন এবং উত্তরকালে বংশকব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—রামদেয় ও নৃসিংহ দেয়।

উপরে উদ্ধৃত হরিবংশের শ্লোকার্দ্ধ ব্যাসের উক্তি নহে—উহা প্রক্ষিপ্ত। হরিবংশ, মহাভারতের পরিশিষ্ট। অগ্রে ৭ পৃষ্ঠায় মহাভারতের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, এই স্থানে তাহার অনুবাদ দিতেছি—

সত্যযুগে, বৈশ্যগণ, ব্যবহার (বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন প্রয়োগ ক্রয় বিক্রয়াদি) রত, ব্রাহ্মণগণ, ষট্‌কর্ম্ম (যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান ও পতিগ্রহ) নিরত; ক্ষত্রিয়গণ, বিক্রমে রত এবং শূদ্রগণ, তিন বর্ণের সেবায় বত হইবে॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে, এই ধর্ম্ম যাহা (আচরিত হইবে) তাহা তোমাকে বলিলাম।

মহাভারতে যখন কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম (কর্ম্ম) উক্ত হইয়াছে, তখন কলিতে ঐ দুই বর্ণের কদাচ অভাব হইতে পারে না। বনপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে আরও কথিত আছে—

ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বভক্ষ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে।
অজপা ব্রাহ্মণাস্তাত শূদ্রা জপ পরায়ণাঃ॥
ন তদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ স্বধর্ম্মমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়াশ্চাপি বৈশ্যাশ্চ বিকর্ম্মস্থা নরাধিপ॥

কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভক্ষী হইবেন, তাঁহারা জপ করিবেন না—শূদ্রে জপ করিবে। কোনও ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অবিহিত কর্ম্ম করিবেন। দেখা গেল, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, কলিযুগে শূদ্র হইবেন, একথা মহাভারতে নাই—বরঞ্চ তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে। তবে কলিযুগের অন্তে বর্ণভেদ থাকিবে না। বনপর্ব্বে ১৯০ অধ্যায়ে—

একবর্ণস্তদা লোকো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে।

কলিযুগের শেষে লোক একবর্ণ হইবে।

অগ্রে ৭ পৃষ্ঠায় ধৃত মহাভারতের বচনে, সর্ব্বাগ্রে বৈশ্যের ও পরে ব্রাহ্মণাদির বৃত্তির উল্লেখ থাকায় আরও প্রমাণিত হইতেছে, বিশ্‌গণ, প্রথমে বৈশ্য আখ্যা ও তৎপরে ব্রাহ্মণাদি আখ্যা পাইয়াছিলেন, কলিযুগের অন্তে, আবার ব্রাহ্মণাদি আখ্যার লোপ হইলে, সকলেই বিশ্‌ বা বৈশ্য হইয়া উপরে ধৃত বচনানুসারে "একবর্ণ" হইবেন। কলিযুগের অন্তে পুনঃ সত্য যুগের প্রবৃত্তি হইলে, কেবল মাত্র বিশ্‌ থাকিবেন সুতরাং পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের উৎপত্তি হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কালান্তরে দেখিতে পাই, বণিক্‌গণ, রাঢ়দেশে ৬টি সমাজ ভুক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। ছয় সমাজের নাম—১ বিহরণ, ২ সপ্তগ্রাম, ৩ বর্দ্ধমান ৪ নবগ্রাম ৫ আজাপুর, ৬ কর্জনাপুর।

১৪১৪ শাকে কর্জনা নিবাসী অমরাক্ষ মল্লিক, এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। কর্জনার নিকটস্থ খড়্গোশ্বরী নদীর দক্ষিণ তটে, এক ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া যজ্ঞভূমি এবং তন্মধ্যে সভামণ্ডপ ও বণিক্‌দিগের বাসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। অমরের মাতুল মহাত্মা জগন্নাথ শীল। তাঁহার উপদেশ মতে অমর, প্রথমে উজ্জনী গমন করিয়া মহাকবি রাজর্ষি কৃষ্ণদাস চন্দ্রকে; বিহরণ গ্রামে গিয়া, পুণ্যতনু লক্ষ্মণ দত্তকে; এবং নবগ্রামে গিয়া নিষ্কল্মষাচার পুরুষোত্তম নাথকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত এবং পুরোহিত গোবর্দ্ধন মিশ্র ঠাকুরের সহিত, পরামর্শ করিয়া যজ্ঞের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য সকল স্থির করিলেন। কর্জনাবাসী মহামতি বরচন্দ্র বলিলেন—বৎস অমর, সম্মানাস্পদ বণিক্‌সকল, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়দেশে রহিয়াছেন। বিনয় পূর্ব্বক ঐ সকল প্রধান বণিক্‌কে এখনি পত্র লেখ। মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, দিন স্থির করিয়া বিহরণাদি বণিক্ সমাজে নিমন্ত্রণ ও গুবাক পাঠাইয়া দেওয়া হউক। কৃষ্ণদাস চন্দ্র, লক্ষ্মণ দত্ত ও পুরুষোত্তম নাথ, নিমন্ত্রণ পত্র সকল লিখিলেন। অনন্তর মিশ্র মহাশয় বলিলেন—উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়বাসী অষ্ট বণিক্ প্রধান, নানাগ্রামে বাণিজ্য কার্য্যে গিয়াছেন, অমর মল্লিকের নিজালয়ে আসিবার নিমিত্ত তাঁহাদের আমন্ত্রণ করা হউক। শুনিয়া চন্দ্র মহোদয়, অমর মল্লিককে বলিলেন—অমর, মিশ্র মহাশয়ের সহিত তুমি গমন করিয়া অষ্ট শ্রেষ্ঠীকে আনয়ন কর। অনন্তর চন্দ্র মহোদয়, দত্ত মহাশয়কে বলিলেন—তুমিও অষ্ট শ্রেষ্ঠীর আনয়নার্থ তাঁহাদের আলয়ে গমন কর। চন্দ্র মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা নিমন্ত্রণার্থ গমন করিলেন এবং বিনয় ও যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন।

রাঢ়ীয় অষ্ট ঠাকুর, দর্পনারায়ণ মল্লিকাত্মজ অমরাক্ষের গৃহে পদার্পণ করিলে, তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিলেন এবং বসিতে বিচিত্র আসন দিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, এই কর্জ্জনা আপনাদেরই, আপনারা এস্থানে বাস করুন্। অনন্তর চতুর্ব্বিধ চারু ভোজ্যের সহিত তাঁহাদের বাসস্থান দিলেন এবং ভক্তিভাবে তিন পক্ষ কাল তাঁহাদের পূজা করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বণিক্‌গণ আগমন করিলে, তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া খড়্গোশ্বরী নদী তীরে নবনির্ম্মিত গৃহে বাসা দিলেন। সেখানে চতুর্ব্বিধ ভোজ্য শয্যাসনাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যথা কালে মহোৎসব আরম্ভ হইল। গীতবাদ্য, নট ও

নটীদিগের নৃত্যগীত প্রভৃতি হইতে লাগিল। শুভদিনে সভামণ্ডপে সভার প্রথম অধিবেশন হইল। পূর্ব্বোক্ত ছয় সমাজের অন্তর্গত ৪০ খানি গ্রামের* ৭৯২ ঘর বণিক্, সভাস্থলে অধিষ্ঠিত হইলে, রাজা অমরাক্ষ, কৃতাঞ্জলিপুটে সভার বন্দনা করিলেন—

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রথমে বন্দহ কৃষ্ণ১ নন্দের তনয।
ভারতী পদার বিন্দু করিয়া বিনয॥
চিরকাল আছিল আমার মনে লোভা।
ধরনি লোটয্যা বন্দো সতেকের সভা॥
সুধর্ম্ম২ সমান সোভে অদ্ভুত সোভন।
দরসনে পাপ খণ্ডে সুখ হয মন৩॥

---

* ৪০ গ্রামের নাম—

কর্জ্জনা	ব্রাহ্মণভূমি	ভূরস্লুট১	চন্দ্রকোনা	মুক্তিপুর
গঙ্গাপুর	আজাপুর	সপ্তগ্রাম	ফড়িংগাছি	মঙ্গলকোট (উজ্জয়িণী)
কৃষ্ণপুর	মেদিনীপুর	নীলপুর	রামপুর	অযোধ্যা
হরিপাল	বেণ্যাটি	মান্দারণ	বালিগরি	বিহরণ
নবগ্রাম	বর্দ্ধমান	বীরহট	বীরভূমি	বটগ্রাম
বালি	চাম্পানগর	ক্ষীরপাই	কাশিজোড়া	জয়পুর
পানসানি	মহানাদ	গোলাহাট	রাধানগর	বিহুরপাড়া
বাকলসা	বিষ্ণুপুর	মোরগ্রাম	সুদিপুর	চিত্রপুর

১। শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। এ সময়ে ১৪১৪ শাকে শ্রীমান্ মহাপ্রভুর বয়স ৭ বৎসর মাত্র—সুতরাং একালে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই।

২। সুধর্ম্ম—ইন্দ্রের সভা।

৩। মনে সুখ হয় বা মন সুখী হয়।

১। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এই গ্রামের নাম ভুরিশ্রেষ্ঠিক ধাম। ৯১৩ শকাব্দে পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহের ন্যায় কন্দলী নামক টীকা লেখক শ্রীধর এই গ্রামের নাম 'ভুরিসৃষ্টি' বলিয়াছেন।

ইশ্বর৪ আশ্রয সভে ভক্তি অনুরাগ।
মাল্য তিলক কণ্ঠি এই স্যাম দাগ৫॥
রসিক করুনাময সভে সদ্য হেতু।
ইহ পর তারক সতেক পুন্য সেতু॥
সতেক ঠাকুর সর্ব্ব জ্ঞ্যাতি মহারাজা৬।
(ভা)গ্যবন্ত,হইলে করে সতেকের পুজা॥
জাতি কুলের দাযক জ্ঞ্যাতি সভাখণ্ড।
জ্ঞ্যাতির সদৃস নহে বারি ছত্রদণ্ড॥
উৎসবে করিয়া নিচ নিচ উচ্চ হয।
জাতি কুলের বিধাতা সতেক মহাসয॥

৪। ইশ্বর (ঈশ্বর) শিব। ব্যবহার জিজ্ঞাসা তত্ত্ব পুঁথিতে—

প্রশ্ন।

কোথা হৈতে আইলে তুমি কোথা তোমার স্থিত
কোথা হৈতে হৈল তোমার এনা সরিরঃ
কোথা হৈতে হৈল তোমার এনা হাত পা
কেবা তোমার আদ্যগুরু কেবা বাপ মা॥

উত্তর।

সগ্‌গে থাক্যা আইলাম আমি মর্ত্তে আমার স্থিত
বিধাতা শ্রিজিল আমার এনা সরিরঃ
মাএর গর্ব্ভেতে হইল এনা হাত পা
বিধাতা আমার আদ্য গুরু হরগৌরি বাপ মা॥

এই শ্লোক হইতেও শৈব প্রভাব সূচিত হইতেছে।

৫। স্যাম দাগ—বৈষ্ণব ধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ কাষ্ঠের মাল্য ও তিলক। কণ্ঠী কি হেতু? প্রাচীনকালের উপবীতের স্থলে একালে নিবীত অর্থাৎ কণ্ঠী, অনুকল্পরূপে ব্যবহার হইতেছিল। বণিক্‌গণ, উপবীত হীন হইলেও সন্ধ্যোপাসন ছাড়েন নাই, কোনও স্বুবর্ণ বণিক্‌কে প্রকরণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে যাহা উত্তর দিতে হইত, তাহা ব্যবহার জিজ্ঞাসা তত্ত্ব পুঁথিতে কথিত আছে, যথা—

সৌচ আচমন তৃসন্ধ্যা তৎপর আচার।

৬। জ্ঞাতি মহারাজা—জ্ঞাতি কুটুম্বাদি শতেক ঠাকুর, আমার পক্ষে মহারাজা স্বরূপ অর্থাৎ মহারাজার ন্যায় মান্য।

সতেকের পদধুলি পড়ে জার ঘরে।
তাহার কতেক ভাগ্য কে বলিতে পারে॥
জথাই সতেক তথা ইশ্বর আরাধান।
সতেকের ইশ্বর তুল্য পুজে পুন্যবান॥
আমি সিষু অল্প বুদ্ধি কিবা অনুভব।
তথাপি মনেতে বড বান্ডিল উৎসব॥
মনের আস্বাদে কহি পযার রচিযা।
সতেকের পাদ পদ্মে প্রনাম করিযা॥
মহা বুদ্ধিমন্ত সভে সমুহ মহিমা।
জ্ঞান সিদ্ধময়১ সভে কি দিব উপমা॥
জ্ঞাঁতির সতেক পদে করি পরিহার২।
অবধান কর কিছু নিবেদিব আর॥
কৃতি কৃতার্থের৩ হেতু সতেক অধিষ্টান।
আজ্ঞা হেতু নিবেদিব গুবকের স্থান॥
বিরল প্রধান স্থান৪ সর্ব্ব আগে গুন্য।
মহাস্থানে বলি গুযা আগে জার মান্য।
হউক আদেস সতেক সমাগতা।
করজোড়ে প্রনমিঞে ভুমে দিযা মাথা॥
তদন্তরে ডাকে গুযা শ্রীসপ্তগ্রাম৫।
এক গাঁয সন্য৬ হিন স্থান অনুপাম॥

১। জ্ঞানসিদ্ধময়—বেদান্তপ্রতিপাদ্য বা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন। ব্যবহার জিজ্ঞাসা তত্ত্ব পুঁথিতে—

জাত বিদ্যা বিদ্যা নহেঃ সংজ্ঞানকরন বিদ্যা পরমার্থতত্ত্ব জাননে॥

২। জ্ঞাতির—জ্ঞাতি কুটুম্বাদি শতেক ঠাকুরের পদে দোষাপকরণের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি।

৩। কৃতি কৃতার্থের—কৃত কৃতার্থের।

৪। বিরল প্রধান স্থান—নিহরন।

৫। ডাকে গুয়া শ্রীসপ্তগ্রাম—সপ্তগ্রামের যে যে ঠাকুর উপস্থিত আছেন, তাঁহারা স্ব স্ব পদোচিত উপযুক্ত সংখ্যক গুবাক্ গ্রহণ করুন্—গুবাকের ডাক, এই ডাক ডাকিল।

৬। সন্য—শূন্য। শূন্যহীন স্থান—ঘনবসতি।

ইহার আদেস কর সমাগত হেতু।
সভাখণ্ড সতেক ঠাকুর পুন্যসেতু॥
তস্যপরে ডাকে গুয়া শ্রীবর্দ্ধমান।
রাজধানি[১] সর্ব্বকাল ভুবনে বাখান॥
তাহার সতেক সমাগত মহাসয়।
হউক আদেস প্রণমিঞে সবিনয়॥

(সভাবন্দনার পুঁথি)

কিন্তু এই সভাবন্দনায় বিহরণ, নবগ্রাম ও আজাপুরের উল্লেখ নাই। ইহাতে বিবেচনা হয়, উত্তরকালে উল্লিখিত তিন সমাজের লোপ হইলে সভাবন্দনায় ঐ তিন সমাজের বণিক্‌দের বন্দনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থলে নূতন রচনা যোজিত হইয়াছে। উপরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই প্রাচীন অংশ। উহার পরবর্ত্তী অংশ, যাহা উত্তরকালীন, সংযোজন বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা উদ্ধৃত করি নাই। উত্তরকালের সভায়, সভাবন্দনের নিমিত্ত নূতন রচনা সংযোজনের আবশ্যক হইয়াছিল। ৮০।৯০ বৎসর হইল, সভাবন্দনা করিবার রীতি অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

একদা কৃষ্ণদাস চন্দ্র, লক্ষণ দত্ত, মথুরা দাস, খুল্লন পাল ও অমর মল্লিক প্রভৃতি বণিক্‌গণ, গোবর্দ্ধন মিশ্রকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণোত্তম! বণিক্‌দের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, কুলীন, মৌলিক নাই, অতএব গুণানুসারে কুলবন্ধন করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন মিশ্র, সম্মত হইলে, তাঁহারা আর একদিন সভা করিলেন। বণিক্‌গণ, সভাস্থ হইলে, মিশ্র ঠাকুর, কুলবন্ধনের নিমিত্ত বণিকদিগকে বলিলেন—ভো মহাভাগ বণিক্‌গণ! এই দেশে যে উত্তম, মধ্যম জাতি আছে, গুণানুসারে তাহার কুলনিরূপণ হওয়া উচিত। সুবর্ণ বণিক্, পুণ্যদর্শন, পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ জাতি হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কুলীন মৌলিকাদি নাই, অতএব আপনারা সকলে কুলবন্ধনের নিমিত্ত অনুমতি করুন্।

শুনিয়া বণিক্‌গণ বলিলেন—ভাল, ভাল, হে দ্বিজকুল শ্রেষ্ঠ, তাহাই করুন, এই কার্য্য আপনারই যোগ্য। আপনি যাহা করিবেন, তাহা, অন্যথা হইবার নহে।

১। কথা সরিৎসাগর হইতেও আমরা জানি, পুরাকালে বর্দ্ধমান রাজধানী ছিল—পরোপকারী ও বীরভুজ, এই দুই রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গলে, কালিদাস নামক বর্দ্ধমানের আর এক রাজার নাম করিয়াছেন।

শুনিয়া মিশ্রবর, অমর মল্লিককে বলিলেন—

ভো মহাভাগ মল্লিক, বণিকদের কুলীন মৌলিকাদি স্থির করা বড়ই কঠিন, তন্নিমিত্ত দেবতার আরাধনা আবশ্যক।

মিশ্রের বচন শুনিয়া, অমর মল্লিক, কয়েকজন বণিকের সহিত অনশন ব্রত করিয়া দেবতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্থ দিবসে আকাশে দৈববাণী হইল—

ভো ভো বৈশ্যগণ, তোমাদের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।

অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে নানা দান দিয়া, চারু চতুর্ব্বিধ ভোজ্যে ভোজন করান হইল। তৎপরে অমর মল্লিক, গোবর্দ্ধন মিশ্রকে, কুলপুস্তক লিখিবার নিমিত্ত, কাঞ্চন নির্ম্মিত লেখনী ও মসীপাত্র প্রদান করিলেন। মিশ্রবর, কৃষ্ণদাস চন্দ্রের প্রদর্শিত, "চন্দ্র লিখিত কুল পুস্তকে" "নিখিলং পূর্ব্বমতং সূত্রং" দেখিয়া পঞ্চ-বিধান সমন্বিত কুল পুস্তকের আদ্যবিধান ১৪১৪ শাকের মার্গশীর্ষ, শুক্লপক্ষ, সপ্তমীতিথি বুধবাসরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১২ জন কুলীন, ৮ জন রাঢ়ী, ৩৫ জন বংশজ, ৩৬ জন গৌণ-বংশজ, ২২৩ জন মৌলিক, ১২৮ জন কষ্ট মৌলিক, ৩৪৯ জন অতিকষ্ট মৌলিক ও একজন সম্মানি হইলেন। কুলীনের লক্ষণ এই—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

দ্বাদশ কুলীনের নাম—

১ কৃষ্ণদাস চন্দ্র, ২ অনন্ত আঢ্য ৩ গোপাল দেয়, ৪ কুলপতি দত্ত, ৫ জগন্নাথ শীল (এই পাঁচজন কুলীন ও প্রামাণিক) (মধুসূদন শীল ও চন্দ্রশেখর শীল* পশ্চাৎ কুলীন হইয়া জগন্নাথ শীলের সঙ্গে মিলিয়া ছিলেন) ৬ নীলাম্বর দত্ত, ৭ পতিরাজ দেয়, (কুলীন, কুলরাজ ও গোষ্ঠীপতি) ৮ চক্রপাণি দত্ত ৯ বক্রেশ্বর দত্ত, ১০ লম্বোদর দত্ত, ১১ লক্ষ্মণ দত্ত, ১২ কালিদাস দত্ত।

---

* চন্দ্রশেখর শীলের বংশধরগণ, বর্গির হাঙ্গামায়, বলগনা হইতে সপরিবারে ঢাকায় পলায়ন করেন। এই বংশীয় শ্রীমান্ যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল মহাশয়, গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুল পুস্তকের যে প্রতিলিপি, আমাকে পাঠাইয়া দেন, অগ্রে তাহাকেই ঢাকা পুস্তক বলিয়াছি।

অষ্ট রাঢ়ী—

১ মার্কণ্ডেয় সিংহ, ২ মথুরাদাস দাস, ৩ মাধব নন্দী, ৪ অশ্বধর সেন, ৫ শিখর-মল্ল লাহা, ৬ রত্নসেন বর্দ্ধন, ৭ খুল্লন পাল, ৮ মিত্রসেন ধর।

সম্মানী—

১ সাগর বড়াল।

এইস্থানে পঞ্চকুলীন প্রামাণিকের পরিচয় উদ্ধৃত্ত করিতেছি। বাহুল্য ভয়ে প্রামাণিকের লক্ষণ ও কৃষ্ণদাস চন্দ্র ব্যতীত অপরের অনুরাগাদি উদ্ধৃত করিব না।

নাম শ্রীকৃষ্ণদাস। চন্দ্র খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—রোহিতাগিরি। সিদ্ধকুল। প্রামাণিক। সর্ব্বকর্ম্মাধিকারী। সূর্য্যবংশোদ্ভব। আদ্য জয়পতি চন্দস্য সন্তান। মঙ্গলকোট নিবাসী। আবাহনে কর্জ্জনা।

তস্য পরং। নাম শ্রীঅনন্তরাম। আঢ্য খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—বসনাসন (পাঠান্তর বস্যবাসন)। উজ্জ্বলাপন্ন কুল। প্রামাণিক। আবাহন কর্ম্ম। আদ্য শ্রীধর আঢ্যস্য সন্তান। মঙ্গলকোট ১ নিবাসী। আবাহনে কর্জ্জনা।

তস্য পরং। নাম শ্রীগোপাল দাস। দেয় খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—কিরণাকর। মধ্যাগ্রত কুল। প্রামাণিক। তত্ত্বাবধারণ কর্ম্ম। আদ্যসোমদেয়স্য সন্তান। মঙ্গলকোট নিবাসী। আবাহনে কর্জ্জনা।

তস্য পরং। নাম শ্রীকুলপতি। দত্ত খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—সুধাকর। মধ্যাবৃত্ত কুল। প্রামাণিক। উপবেশনীয় কর্ম্ম। বণিক সকলকে আসনে আর যে যে স্থানে বসাইবার কর্ত্তা। আদ্য শূলপাণি দত্তের সন্তান। নবগ্রাম ২ নিবাসী। আবাহনে কর্জ্জনা।

তস্য পরং। নাম শ্রীজগন্নাথ। শীল খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—কনকাঙ্কুর। প্রামাণিক। মধ্যশ্রেষ্ঠ কুল। কর্জ্জনা নিবাসী। আদ্য মেঘশীলস্য (পাঠান্তর মেঘু শীলস্য) সন্তান। চতুর্দ্দশ কর্ম্মের অধিকারী।

চতুর্দ্দশ কর্ম্ম এই—

১ নিমন্ত্রণ, ২ গুবাকগ্রহণ, ৩ কুলকর্ম্মে মাধ্যস্থ্য, ৪ কুলকর্ম্মে পণের নিরূপণ করণ, ৫ বিরোধভঞ্জন, ৬ সমন্বয়ে ব্যবস্থা, ৭ অনুচিত কর্ম্মকারির দণ্ড বিধান,

১। পুস্তকান্তরে মঙ্গলকোট স্থানে আজাপুর পাঠ আছে।

২। „ নবগ্রাম „ টিকরহট্ট „ „

৮ বণিক ভোজন প্রভৃতি কর্ম্মে তত্ত্বাবধারণ, ৯ বর প্রদক্ষিণ কালে কন্যাসন ধারণের ব্যবস্থা করা, ১০ মাল্যচন্দন ব্যবস্থা, ১১ কর্ম্মান্তে ব্রাহ্মণের দক্ষিণা প্রদান, ১২ কর্ম্মে বণিকের সংখ্যা করা, ১৩ গুবাকের নিরূপণ করা, ১৪ মর্য্যাদা নির্ণয় করা।

কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস চন্দ্রের অনুরাগ এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—

চন্দ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ কুলযশবিমলং পদ্মরূপ প্রকাশঃ
বাণিজ্যে বণিকোত্তমঃ গুণগণগণিতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেসুধীরঃ।
বিপ্রাশীর্ব্বাদমুচ্চৈ নিরবধি কুরুতে কৃষ্ণদাসেন নিত্যং
দাতা শ্রীকর্ণতুল্যঃ কুলপতিভূষণে ধন্যং ধন্যং মহত্ত্বং ॥

দিনকর কুলজাতঃ খ্যাতিচন্দ বিশিষ্টঃ
প্রবিদ সকল শাস্ত্রঃ সত্যকর্ম্মা সুকর্ম্মা।
বণিককুলবিচারং যৎকৃতং যত্নমানং
সকল গুণনিবাসঃ শ্রীযুত কৃষ্ণদাসঃ ॥

এই স্থানে অপর পঞ্চ কুলীনের পরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি—

চক্রপাণি, বক্রেশ্বর। দত্ত খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—পণসমাপন [১]। সহজ কুল। আয়োজন কর্ম্ম। কর্জ্জনা নিবাসী।

লম্বোদর, লক্ষ্মণ, কালিদাস। দত্ত খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—কাটারমল্ল। সহজ কুল। আয়োজন কর্ম্ম। বিহরণ নিবাসী। আবাহনে কর্জ্জনা। বণিকের কার্য্য উপস্থিত হইলে এই পঞ্চজনে আয়োজন কর্ম্মের কর্ত্তা।

কালিদাস দত্তের অনুরাগ উদ্ধৃত করিতেছি—

শ্রীকালি দাসস্য। অযোধ্যানিবাসি [২] মহোগ্রপ্রতাপ মহাসিদ্ধবন্ত গলে অক্ষমালা। কালিকা প্রকাশি শ্মশানে নিবাসী মহাদান শক্তি হরিশ্চন্দ্র তুল্য ॥[৩]

১। পণসাপন ইতি পুস্তকান্তরের পাঠ।

২। দুই খানি পুঁথিতে "অযোধ্যানিবাসি" আছে। এক খানিতে উহার স্থানে "মহাবংশজাত" পাঠ আছে।

৩। কালিদাস দত্তের অনুরাগ হইতে শাক্ত প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীনেরা বলেন—যে সকল বণিকের গৃহে, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী, অভয়া, ব্রহ্মময়ী, ও অষ্ট নায়িকা, অদ্যাপি পুজিত হইতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শাক্ত ছিলেন।

বীরভূম জেলায়, রাণীগঞ্জ বিভাগে, ~~আর এক~~ অযোধ্যা বর্ত্তমান আছে। অনুমান হয়, এই অযোধ্যায় কালিদাসের বাস ছিল।

অষ্ট রাঢ়ীয় বণিকের পরিচয়—

বটগ্রাম নিবাসী। মার্কণ্ডেয় নাম। সিংহ খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—বরসাপন। রাঢ়ী। আদ্যবণিক রাজারামসিংহের সন্তান। ১

জয়পুর নিবাসী। মথুর নাম। দাস খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—গুঞ্জামণি। আদ্যবণিক দিবাকর দাসের সন্তান। ২

বর্দ্ধমান নিবাসী। মাধব নাম। নন্দি খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—প্রভাকর। রাঢ়ী। আদ্যবণিক হরিহর নন্দির সন্তান। ৩

আজাপুর নিবাসী। অশ্বধর নাম। সেন খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—পুষ্পাঞ্জলি। রাঢ়ী। আদ্যবণিক পুরন্দর সেনের সন্তান। ৪

বিত্তুরপাড়া নিবাসী। শিখরমল্ল নাম। লাহা খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—পত্রাসনি। রাঢ়ী। আদ্যবণিক মহানন্দ লাহার সন্তান। ৫

চিত্রপুর নিবাসী। রত্নসেন নাম। বর্দ্ধন খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—কুসুমাকুল। রাঢ়ী। আদ্যবণিক হিরণ্য বর্দ্ধনের সন্তান। ৬

মহানাদ নিবাসী। খুল্লন নাম। পাল খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—ভূঙ্গসাপন। রাঢ়ী। আদ্যবণিক গুণাকর পালের সন্তান। ৭

নবগ্রাম নিবাসী। মিত্রসেন নাম। ধর খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—রণডণ্ডি। রাঢ়ী। আদ্যবণিক শ্রীপতিধরের সন্তান। ৮

এই অষ্ট রাঢ়ী। দুই কর্ম্ম অধিকারী। কর্ম্মের ব্যবস্থা আর মন্ত্রণা।

সাগর বড়ালের পরিচয়—

রাঢ়ী বণিকস্য যদ্ভাবং প্রাপ্তং তদ্ভাবং সাগরং।
আদ্য বণিকস্য সন্তান সাগরো বণিকোত্তম।
সম্মানী বণিক শ্রেষ্ঠঃ মর্য্যাদা পুরুষক্রমে।
আদ্য বণিকস্য সন্তান অহঙ্কারে কুলংগতঃ।

মঙ্গলকোট নিবাসী। সাগর নাম। বড়াল খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—কর্ণাটক। সম্মানি মর্য্যাদাদিক। আদ্য কমলাকান্ত বড়ালের সন্তান। আবাহনে কর্জ্জনা।

এইস্থানে নীলাম্বর দত্তের ও পতিরাজ দেয়ের পরিচয় দিতেছি—

আদৌ নীলাম্বরস্য। বিহরণ নিবাসী। নীলাম্বর নাম। দত্ত খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—কাটারমল্ল। সাধ্যকুল, মুখ্যভাব। কুলরাজ। অধিষ্ঠাতা কর্ম্ম। গোষ্ঠীপতি।

পতিরাজস্য। কাগ্রাম নিবাসী ১। পতিরাজ নাম। দে খ্যাতি। খ্যাতিবন্দ—দর্পনাঞ্জন। সাধ্যকুল। মুখ্যভাব। কুলরাজ। অধিষ্ঠাতা কর্ম্ম। গোষ্ঠীপতি।

সপ্তম অধ্যায়।

একখানি প্রাচীন কুলজী হইতে নীলাম্বর দত্ত ও পতিরাজ দেয়ের গোষ্ঠীপতিত্বাদি প্রাপ্তি কথা উদ্ধৃত হইতেছে—

গৌড় গমনকালে আনি বন্ধুগনে।
পুত্রকে দিলেন ভার পূজার কারনে॥
কুলের দেবতা সরস্বতী মহাদেবী।
সকল মঙ্গল হয় জার পদ সেবি॥
হেন দেবী ভক্তিভাবে করিবে পূজন।
পশ্চাত করাবে দ্বিজ বনিক ভোজন ২॥
এত বলি মল্লিক ৩ গেলেন সীঘ্রগতি।
মন্দিরে রহিলেন সভে হরসিত মতি॥

১। কাগ্রাম। দে দিগের কুলজীতেও পতিরাজ "কাগ্রামি" বলিয়া কথিত আছেন। গোবর্দ্ধন মিশ্রের এক খানি কুলগ্রন্থে "কাগ্রাম" ও আর এক খানিতে কাগ্রাম স্থলে "বিহরণ" আছে। লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলে কাগ্রামের বানান "কোগ্রাম"। উহা প্রাচীন উজ্জয়িনীর অন্তর্গত।

২। গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুল পুস্তকে—

পঞ্চমী বিহিতা পূজা সারদা কুলদেবতা।
দেবী মাহাত্ম্যপাঠঞ্চ হোমং ব্রাহ্মণ ভোজনং॥
ইতি মে বার্ষিকং কর্ম্ম কুরুষ্ব বণিকৈঃ সহ।
ইতি পুত্রায় কথিতং গৌড়ং গত মহামতিঃ॥ ইত্যাদি।

৩। মল্লিক—অমর মল্লিক।

হেনকালে কাসীপুরের প্রজা দুইজন।
বিনয় করিয়া বলে বিশেষ কারন॥
ব্যাঘ্র বড় বিষম হইয়াছে কাশীপুরে।
নিস্তার নাহিক লোক দিনে আসি মারে॥
শুনিয়া সাজিল শীঘ্র সঙ্গেতে সেফাই।
কুল দেবতার পূজা তার মনে নাই॥
দেখিল মল্লিক পুত্র অতি অভাজন।
ভাবিল বণিক সব পূজার কারন॥
চন্দকে কহিল পূজা কর মহাশয়।
চন্দ কহে একর্ম্ম কি উপযুক্ত হয়॥
মল্লিকের ভগ্নীপুত্র আছে বিদ্যমানে।
কুলধর্ম্ম নিযুক্ত করহ দুইজনে॥
তবে সভে সাক্ষাতে দিলেন এই ভার।
বুঝিয়া কারন তারা করে অঙ্গীকার॥
বেদবিধি বিধানে করিলো আওজন।
বিধি মতে পূজা করে ব্রাহ্মন ভোজন॥
করিলো বনিক পূজা কি কহিব তার।
বসন ভূষণ আদি নানা অলঙ্কার॥
ভকতি প্রনতি স্তুতি করিলো বিনয়।
তুষ্ট হইয়া বনিক সকলে তারে কয়॥
গোষ্ঠিপতি হইলে দুই বনিক সমাজ।
চন্দ খ্যাতি দিলেন বলিয়া কুলরাজ॥
মিস্রী ১ গলে দিল মালা সমাদর করি।
দ্বিজবর দিল খ্যাতি মোক্ষ ২ অধিকারী॥
পৌরুষ বাড়িল বড জারপর নাই।
সকলে মর্জ্জাদা দিল করি এক পাই॥
তারপর ঘরে আইলো মল্লিক মহাসয়।
অকৃত হইলো পুত্র বুঝিল নিশ্চয়॥

১। মিস্রী—গোবর্দ্ধন মিশ্র। ২। মোক্ষ—মুখ্য হইবে।

ভগ্নীপুত্র কোলে করি বাড়াইল সন্মান।
এক পাই মজ্জাদা মল্লিক দিল দান॥
সেরিল ১ সাধিল কার্য্য ভাই দুইজনে।
অনুকুল দ্বিজবর নিত্যানন্দ ভনে॥

বাহুল্যভয়ে বংশজাদি বণিক্‌দের নামাদি উদ্ধৃত করিব না। কর্জ্জনার প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় সভা রচনার প্রমাণ, এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—

অথ সভা রচনা লিখ্যতে—

পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক চতুষ্টয়ং।
বিচিত্রাণি আসনানি কৃতিঃ কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ॥
মধ্যে গুরুঃ পশ্চিমাস্য উত্তরাস্যঃ পুরোহিতঃ।
উত্তরাস্যা দ্বিজাঃ সর্ব্বে ইতি মধ্যাসন ক্রমং।
ঈশানে কৃষ্ণদাসশ্চ তথা গোষ্ঠিপতি দ্বয়ং।
তদ্দক্ষিণে দক্ষিণাস্যং প্রামাণিক চতুষ্টয়ং॥
ক্রমেণৈবং কুলীনাশ্চ বংশজা গৌণ বংশজাঃ।
পূর্ব্বাস্যাঃ পশ্চিমে ভাগে মৌলিকাঃ কষ্টমৌলিকাঃ॥
অতিকষ্ট মৌলিকাশ্চ ক্রমেণ শোভিতা সভা।
পশ্চিমাস্যঃ পূর্ব্বভাগে সাগরো বণিকোত্তমঃ॥
তদ্বামে অষ্ট রাঢ়ীয়া দক্ষিণে নবসায়কাঃ॥*

(গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তক)

গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তকের প্রাচীন পুঁথিত্রয়ে এইরূপ সভা রচনা অঙ্কিত আছে—

১। সেরিল—সেবিল।

* নবসায়ক লিখ্যতে—

গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কর্ম্মকারঃ কুলালশ্চ নাপিতো নবসায়কাঃ॥

(বেণিমাধব দে ধৃত)

পূর্ব্ব।

কৃষ্ণদাস ১ ঘর	সাগর বড়াল	অষ্ট রাঢ়ী	
গোষ্ঠীপতি ২	শ্রীশ্রীগুরু		
অধস্তিক ৪	পুরোহিত		
কুলীন ৫			
বংশজ ১৫	কর্ম্মকর্ত্তা		
গৌণ বংশজ ৩৫	মৌলিক ২২৩	কষ্ট মৌলিক ১২৮	অতিকষ্ট মৌলিক ৩৪৯

উত্তর। দক্ষিণ।

পশ্চিম।

কর্জ্জনার প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় সভা।

* আদিপদে—গন্ধবণিক্, বৈদ্য ও কায়স্থ।

অষ্টম অধ্যায়।

১৪৭০ শাকের একখানি নিয়ম-পত্র নীচে উদ্ধৃত হইতেছে। ১৪১৪ শাকের পর হইতে, ১৪৭০ শাক পর্য্যন্ত, কর্জ্জনার বণিক্‌সমাজের ইতিহাস, ইহা হইতে জানা যায়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

সরণং।

চোদ্দশত চব্বিশ সকে মিশ্রী গোবর্দ্ধন।
কৃষ্ণচন্দ্রে ১ কুলাজী করিয়া সমর্পন॥
কাশীবাস আনন্দে করিল দ্বিজবর।
মল্লীকের ২ স্বর্গবাস হল তারপব॥
চোদ্দশত ছত্রিশ শকে লেখা ক্ষিতিতলে।
মল্লীকের ৩ স্বর্গবাস হইল গঙ্গাজলে॥
চোদ্দশত সাতসট্টি সকে ভাঙ্গিল কর্জ্জনা।
রাজপীড়ায় পীড়িত হইলো সর্ব্বজনা॥
বিশেষ বনিক সব ছিল সুখবাসী।
পরিবার সহিত হইল নানা দেসী॥
নিকটে রহিল কেহ কেহ গেল দুরে।
নিবাস নিয়ম নাই কেবা তত্ত্ব করে॥
এইরূপে আছে সবে তৃতীয় বৎসর।
যে রূপে মিলন হইলো শুন তারপর॥
মুকুন্দের পুত্র পতিরাজের সন্তান।
জদুনন্দনের ৪ মাতা হইলো নিদান॥

---

১ ইনি মঙ্গলকোটবাসী কৃষ্ণদাস চন্দ।

২।৩ মল্লিকের—অমরাক্ষ মল্লিকের।

৪ পতিরাজ দের পুত্র মুকুন্দরাম দে। মুকুন্দরামের পুত্র যদুনাথ বা যদুনন্দন।

পূর্নবতী গঙ্গা পাইলো ইন্দ্রানির ঘাটে ১।
সংবাদ দিলেন বন্ধু জে ছিলো নিকটে॥
শুনি সমাচার সর্ব্বে আইলো তুরিত।
মন্ত্রনা করল জহুরায়ের ২ সহিত॥
দৈবের বিপাকে দেখ ভাঙ্গিল সমাজ।
আজ্ঞা কর এখনে কিরূপে হবে কাজ॥
জগন্নাথশীলের পৌত্র গদাধর।
এ কথা শুনিয়া সীল করিল উত্তর॥
নিকটস্থ আছেন বনিক জতজন।
নিমন্ত্রন করি কর্ম্ম কর সমাপন॥
বৈদ্যনাথ চন্দ্র ৩ কহে শুন মহাসয়।
করিবে এমত কার্য্য উপযুক্ত নয়॥
তুমি জদি এখনে করিবে এই কাজ।
পুর্ব্বধারা জাবে নষ্ট হইবে সমাজ॥
ভট্টকে নিজুক্ত কর সন্ধান জে জানে।
নিমন্ত্রন করিয়া বনিক সব আনে॥
কর্ম্ম হইলে সুজুক্তি করিবো সব সেসে।
নিবাসের নিয়ম হইবে এই দেশে॥
তুরাতুর বনিক ছিলেন জত জন।
আমন্ত্রন পত্র পাইয়া আইল কুড়মন ৪॥
অনেকের উদ্দিশ না পাইলো তত্ত্ব করি।
কর্ম্ম হইলো নিকট আইলো ভট্ট ফিরি॥
জে সকল বনিক হইলো উপস্থিত।
তা সভারে লইয়া কর্ম্ম করিলা বিহিত॥

---

১ মণ্ডলহাট ও ভাউসিংহের ঘাটের মধ্যে প্রাচীন ইন্দ্রাণীর ঘাট ছিল। এখানে ইন্দ্রেশ্বর নামক শিব ছিলেন।

২ যহুরায়—যদুনন্দনের নামান্তর।

৩ বৈদ্যনাথ চন্দ্র—ইনি কৃষ্ণদাস চান্দ্রের পুত্র।

৪ কুড়মন—কুড়মুন। বর্দ্ধমান জেলায় এই গ্রাম আছে।

সভা করি সকলে বসিলা একস্থানে।
ভানুপাল ১ জিজ্ঞাসা করিলো সর্ব্বজনে॥
কর্জ্জনা হইলো ভঙ্গ বনিকের স্থান।
বিদেশে বনিক সব করিলো পয়ান॥
পূর্ব্বধারা কিরূপে রহিবে অতপর।
শুনি আঢ্য কহিতে লাগিলা গুণাকর ২॥
এই কর্ম্মে বনিক আইলা জত জন।
সংখ্যা করি পত্রে আগে করহ লিখন॥
গ্রাম সংখ্যা ক্রমেতে লিখহ মহাসয়।
জেরূপে বসৎবাস নিকটস্থ হয়॥
চারি সত দ্বিতীয় ৩ ঘর লিখিল বনিক।
সঙ্খ্যা করি পত্র হইলো নাহিক অধিক॥
ক্রমেতে গ্রামের সঙ্খ্যা করেন নিশ্চয়।
বিচারিয়া সভার সম্মত জাতে হয়॥
সমাজ কর্জ্জনা আগে করিলা লিখন।
দ্বিতীয়াতে মহাস্থান লিখিল কুড়মুন॥
তৃতীয়াতে পলাসী চতুর্থে বলগনা।
পঞ্চমেতে বর্দ্ধমান করিলা গননা॥
সষ্ঠে হইলো গঙ্গাপুর বনিকেব স্থান।
সপ্তমে গোবিন্দপুর করিলো বিধান॥
অষ্টমে ব্রাহ্মনআড়া বিচিত্র নগর।
নবমেতে বরসুল লিখি তার পর॥
খণ্ডগ্রাম নিরূপন করিলো দশমে।
একাদশে করন্দা লিখন হইলো ক্রমে॥

---

১ ভানুপাল—ইনি পূর্ব্বোক্ত অষ্ট রাঢ়ীয়ের অন্যতম খুল্লন পালের পুত্র ভানুপাল। খুল্লন পালের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ আখণ্ড পাল, উত্তর রাঢ়ের গণকর গ্রামবাসী ছিলেন। খুল্লন পাল, মহানাদ গ্রামে বাস করিতেন।

২ গুণাকর আঢ্য—ইনি পূর্ব্বোক্ত কুলীন অনন্তরাম আঢ্যের পুত্র।

৩ দ্বিতীয়—দুই। ৪০২ ঘর।

দ্বাদশে মণ্ডলগ্রাম করিলো লিখন।
তৃয়দশে নিশ্চয় হইলো পলাসন॥
চতুর্দ্দশে সপ্তবিক্ষা বনিকের স্থান।
পঞ্চদশে নিরপন করিলা বেগুন ১॥
স্থানেতে মল্লিকাপুর জানিবে সোড়সে।
রসুলপুর বৈদ্যডাঙ্গা লিখি সপ্তদশে॥
অষ্টদশে নবগ্রাম স্থানেতে প্রধান।
উনবিংসে আজাপুর বনিকের স্থান॥
করিয়া বিংসতি সঙ্খ্যা লিখি পুক্তিপুর।
বিংসতি একেতে পঞ্চপাড়া ২ নহে দূর॥
হিরণ্যগ্রামেতে সঙ্খ্যা হইলো দ্বিবিংসতি।
ত্রিবিংসতি বেত্রগড় ৩ বনিকের স্থিতি॥
চতুর্থবিংসতি সঙ্খ্যা উসমানপুরে।
পঞ্চবিংসতি সঙ্খ্যা হইলো মাচ্ছরে ৪॥
সিঙ্গারকোনেতে সড়বিংসতি নিন্নয়।
সপ্তমবিংসতি সঙ্খ্যা কুন্টী ৫ গ্রাম হয়॥
গ্রাম সঙ্খ্যা হইলো আর নাহিক অধিক।
বুঝিয়া বসৎবাস করিল বনিক॥
বুঝিয়া বিচার নিরপন হইলো সেসে।
কর্জ্জনার বনিক আছেন অন্য দেশে॥
ভোক্ষ ভোজ্য আদান প্রদান অন্য পথ।
সে সব বনিক তেজ্য সভাকার মত॥
এই স্থানে ত্যাগ করি অন্য স্থানে রবে।
স্থানভ্রষ্ট হইলে মর্য্যাদা নাহি পাবে॥

---

১ বেগুয়ান ইতি পুস্তকান্তরের পাঠ।

২ পাচড়া—পুস্তকান্তরের পাঠ।

৩ বেতরাগোড়ি—পুস্তকান্তরের পাঠ।

৪ মৎসর—পুস্তকান্তরের পাঠ।

৫ কুলণ্টি—পুস্তকান্তরের পাঠ।

এই সব নিয়ম হইলো কুড়মুনে।
নিবাস বনিকসভ্যা বৈস্তনাথ * ভনে ॥

> সকাব্দা ১৪৭০ তারিখ—১৩ ফাল্গুন
> মোং কুড়মুন সর্ব্বসম্মত দস্তখত হস্তাক্ষরং

সাক্ষরিতদিগের নাম—

গোষ্ঠীপতিভ্যাং—

† শ্রীদুর্গাচরন দত্ত শ্রেষ্ঠিনঃ———১

প্রামাণিকাভ্যাং—

শ্রীবৈদ্যনাথ চন্দ্র শ্রেষ্ঠিনঃ———১

শ্রীগদাধর শীল শ্রেষ্ঠিনঃ———১

পঞ্চ কুলীন মধ্যে—

‡ শ্রীদানপতি দত্ত শ্রেষ্ঠিনঃ———১

রাঢ়ি বনিকস্য মধ্যে—

শ্রীভানু পাল শ্রেষ্ঠিনঃ————১

বংশজ বনিকস্য মধ্যে—

শ্রীজলেশ্বর দেব শ্রেষ্ঠিনঃ———১

গৌণ বংশজ মধ্যে—

শ্রীবারানসী দত্ত শ্রেষ্ঠিনঃ———১

মৌলিক বনিকস্য মধ্যে—

শ্রীকরুনাময় নাথ শ্রেষ্ঠিনঃ———১

পুরোহিত দ্বিজস্য শ্রীজয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ—

* সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত বৈস্তনাথ চন্দ্র।

† পূর্ব্বোক্ত কুলীন নীলাম্বর দত্তের পুত্র—নামান্তর দুর্গাবর।

‡ ইনি পূর্ব্বোক্ত কুলীন নীলাম্বর দত্তের সপিণ্ড জ্ঞাতিভ্রাতা।

কুড়মুনে যদুনন্দন দের মাতৃশ্রাদ্ধের সভায় ২৭ গ্রামের ৪০২ ঘর বণিক সভাস্থ হইয়াছিলেন ——

কুলীনের সন্তান————	৫৬
বংশজের সন্তান————	৮১
অষ্ট রাঢ়ীর সন্তান————	২২
সাগর বড়ালের সন্তান————	২
গৌণ বংশজের সন্তান————	১৭
মৌলিকসন্তান————	১০০
কষ্ট মৌলিকসন্তান————	৭৯
অতিকষ্ট মৌলিকের সন্তান————	৪৫
	৪০২

দেখা যাইতেছে, ১৪৬৯ শাকে কর্জ্জনাসমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে পর ১৪৭০ শাকে অনতিদূরবর্ত্তী ২৭ গ্রাম লইয়া কর্জ্জনাসমাজ পুনর্গঠিত হইয়াছে এবং বর্দ্ধমান, নবগ্রাম ও আজাপুর এই তিন সমাজ কর্জ্জনা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং বিহরণ সমাজ লুপ্ত হইয়াছে।

বণিজর্ষি যদুনন্দন ২৭ গ্রামের বণিক্‌দিগকে নিমন্ত্রণ করেন, ইহা একটি অসাধারণ ব্যাপার। দূরতর গ্রামের বণিক্‌দিগের সন্ধান করা বা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক ত ছিলই না, বরং কষ্টকর ছিল। তিনি যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন বা তাঁহার যতদূর সাধ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি বণিক্‌দের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে সমবেত ২৭ গ্রামের ৪০২ ঘর বণিকের পক্ষ হইতে ৮ জন শ্রেষ্ঠী, নিয়ম-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, ২৭ গ্রামের বহির্ভূত বণিক্‌দের সহিত ভোজ্যান্নতা ও আদান প্রদান যে রহিত করিলেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ন্যায়সঙ্গত বোধ না হইলেও তাঁহারা তৎকালে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্বাক্ষরিত নিয়মপত্রে একটি দোষ ঘটিয়াছে,—গোষ্ঠিপতিভ্যাং লিখিত হইয়া গোষ্ঠীপতি নীলাম্বর দত্তের পুত্র দুর্গাচরণের স্বাক্ষর হইয়াছে, অন্যতর গোষ্ঠীপতির স্বাক্ষর হয় নাই। পতিরাজ দের দুই পুত্র, মুকুন্দরাম ও পরমানন্দ * উভয়েই শ্রাদ্ধ সভায় সভাস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জনের স্বাক্ষর হয় নাই কেন?

---

* পরমানন্দ দে, উত্তরকালে সপ্তগ্রামে গিয়া বাস করেন।

সপ্তবিংশতি গ্রামের জায়—

কর্জ্জনা	খণ্ডগ্রাম	আজাপুর
কুড়মুন	করন্দা	পুক্তিপুর
পলাসী	মণ্ডলগ্রাম	পাঁচড়া
বলগনা	পলাসন	হিরণ্যগ্রাম
বর্দ্ধমান	সপ্তবিক্ষা	বেত্রগড়ি
গঙ্গাপুর	বেগুয়ান	উসমানপুর
গোবিন্দপুর	মল্লিকাপুর	মাচ্ছর
ব্রাহ্মণআড়া	রসুলপুর	শিঙ্গারকোন
বড়সুল	নবগ্রাম	কুণ্টী

রাঢ় দেশে বাস করিয়া সুবর্ণবণিক্‌গণ, রাঢ়ীয় বণিক্ (রাঢ়ীবেণে) নামে খ্যাত হইলেন। ১৪৭০ শাকের পর, ইহাঁদের পৃথক্ পৃথক্ সমাজ হইল। কর্জ্জনা, উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত হইলেও তৎসমাজস্থ বণিক্‌গণ, রাঢ়ী ১ নামে, তাহার বহির্ভূত, উত্তররাঢ়ের বণিক্‌গণ, উত্তররাঢ়ী নামে; সপ্তগ্রামের বণিক্‌গণ সপ্তগ্রামী নামে এবং দক্ষিণরাঢ়ের বণিক্‌গণ, দক্ষিণ রাঢ়ী নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে রাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণির উৎপত্তি করিতে অগ্রে উদ্ধৃত নিয়মপত্র সহায়তা করিল। রাঢ়ীয়দিগের সহিত উত্তররাঢ়ী, সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণরাঢ়ীর আদান প্রদান এবং আহার ব্যবহারও প্রায় বন্ধ হইলে পর, ক্রমে চারি শ্রেণির মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কনকাঙ্কুর মেঘশীলের দ্বাদশ সন্তান, স্বর্ণরেখা নদীতীরে গিয়া বাস করেন। ইহাঁদের মধ্যে একজনের নাম গজশীল। গজশীলের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ চৈতন্যশীল, অনুজ যাদব ও শ্রীনাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত ২৭ গাঁয়ের অন্তর্গত পাঁচড়াগ্রামে বসতি করিতেছিলেন। সে ৩০০ বৎসরের কথা। যাদব, বাণিজ্যের নিমিত্ত সপ্তগ্রামে গিয়া এক সপ্তগ্রামি-বণিকের কন্যাকে বিবাহ করেন। স্ব সমাজের বিরুদ্ধ এই কার্য্য করায়, অগ্রজ চৈতন্যের সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ ঘটিল। যাদব,

১ উত্তরকালে, রাঢ়ীকে কেহ কেহ দক্ষিণরাঢ়ীও বলিয়াছেন।

সপ্তগ্রামী বণিক্ হইলেন এবং মল্লিক উপাধি লাভ করিলেন। তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে শীল উপাধি লুপ্ত হইল এবং তাঁহাদের মল্লিক উপাধিই সর্ব্বজনবিদিত হইল। চৈতন্য ও যাদবের বংশধরগণ, চুঁচুড়া ও কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

১৪৭০ শাকের নিয়মপত্রের প্রভাব ৩০০ বৎসরেরও অধিক কাল অব্যাহত ছিল। ইদানীং ২৫।৩০ বৎসর হইতে উহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ সমাজের মধ্যে আদানপ্রদান অল্পে অল্পে চলিত হইতেছে। রাঢ়ীয়দের মধ্যে পাত্রাভাব ও পাত্রের দর বৃদ্ধিই ইহার কারণ। রাঢ়ীশ্রেণির কোন কোন দরিদ্র সুবর্ণ বণিক্, অন্য সমাজের সুবর্ণ বণিক্কে কন্যা দান করিতেছেন।

১৬৬৩ শাকে রাঢ়দেশে বর্গির হাঙ্গামা আরম্ভ হইলে বণিক্গণ, অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পলায়ন করেন। ঐ হাঙ্গামায়, পূর্ব্বোক্ত ২৭ গ্রামের মধ্যে ৯ খানি গ্রাম * বণিকশূন্য হইয়াছে। বণিকগণ, হুগলী, চুঁচুড়া, ঢাকা, মুর্সিদাবাদ, খাগড়া প্রভৃতি স্থানে † গিয়া বাস করিলেন। ঢাকায় রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী বণিক্ আছেন, তদ্ব্যতীত বঙ্গজ নামে অপর একশ্রেণীর সুবর্ণবণিক্ আছেন। বোধ হয়, বল্লালের অত্যাচার ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের উপরই হইয়াছিল। ঢাকার রাঢ়ী, সপ্তগ্রামী ও বঙ্গজদিগের মধ্যে আদান প্রদান নাই। বর্গির হাঙ্গামার পর হইতে কর্জ্জনা সমাজের রাঢ়ীয়দিগের চুঁচুড়া এবং সপ্তগ্রামীণদিগের হুগলি প্রধান সমাজস্থান হয়।

---

* মুক্তিপুর, গঙ্গাপুর, খণ্ডগ্রাম, আজাপুর, পলাসন, করন্দা, ঘেগুয়ান, মৎসর ও ব্রাহ্মণআড়া।

† অনুমান হয়, এই সময়ে অনেক ঘর বণিক্ ভাণ্ডারহাটিতে এবং নাথ ও শীল উপাধিক কয়েক ঘর বণিক্, কুলীন গ্রামে গিয়া বাস করেন।

নবম অধ্যায়।

উপসংহার।

ব্যবহার জিজ্ঞাসা তত্ত্ব পুঁথিতে—

আপনারা কোন কুল উদভব ॥
আদৌ আক্ষান কনকক্ষেত্রি নাম ॥
সুবর্ন বনিক কহি এহিত প্রমান ॥

শত বৎসর পূর্ব্বে, বিবাহাদি সভাস্থলে, প্রশ্ন হইত—আপনারা কোন কুল উদ্ভব? অর্থাৎ আপনারা কোন কুলে উৎপন্ন? শুনিয়া সুবর্ণবণিক্‌কে উত্তর দিতে হইত—প্রথমে কনকক্ষেত্রি আখ্যা ছিল, অধুনা আমরা, আমাদিগকে সুবর্ণবণিক্ কহিয়া থাকি—এটি প্রামাণিক কথা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হৈমবত কনকক্ষেত্রে বাস নিবন্ধন ক্ষেত্রিদিগের কনক-ক্ষেত্রি—সংজ্ঞা হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালে সুবর্ণবণিক ব্যতীত, ভারতের অন্য কোন সম্প্রদায়, আপনাদিগকে কনক-ক্ষেত্রি বলেন না। কনকক্ষেত্রিদিগের কোন কোন গণ রাজপুত প্রভৃতি জাতির মধ্যে অন্তর্ভাব প্রাপ্ত হইয়া, অন্যান্য অনেক জাতির ন্যায়, আপনাদের প্রাচীন আখ্যা ভুলিয়া গিয়া নূতন জাতি হইয়াছেন। এক শ্রেণির রাজপুত আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে 'কনকবার'=(কনকবাল) বলেন। যাঁহারা কনক অর্থাৎ কনকক্ষেত্রে বাস করিতেন, তাঁহারা কনকবার।

কনকক্ষেত্রবাসী ক্ষেত্রিগণ, অতি প্রাচীন কাল হইতে অত্রস্থ কনকের আকর হইতে কনকের উদ্ধার ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহের ব্যবসায় করিতেন বলিয়া, তাঁহারা কনকক্ষেত্রি-বণিক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের একগণ, কনকক্ষেত্র হইতে বাণিজ্যার্থ সরযূতীরস্থ অযোধ্যায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই ব্যবহার জিজ্ঞাসা তত্ত্ব পুঁথিতে—

বনিকের জর্ম্ম কোথা ॥ বনিকের জর্ম্ম অজধ্যায় ॥
কত কাল ঃ জত কাল চন্দ্র সুর্য্য ॥
চন্দ্র সুর্য্য গগনে আমি জানিব কেমনে ॥ ২৭ ॥

জাবৎ মেরু স্থিতে দেবা জাবতঃ গঙ্গা মহিতলে (।)
চন্দ্রাখ্যং গগনে জাবত তাবৎ বণিকঃ কুলে বযম ॥ ২৮ ॥

(শোধিত পাঠ—

যাবদ্ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবদ্ বণিক্ কুলে বয়ম্ ॥)

তত্রৈব—

জদি তদি ব্রহ্মা তদিক বিলাসঃ
মদ্গত৹ তৎগত৹ শ্রীক বিলাস (।)
জখনে ব্রহ্মা শ্রিজিলা ছিষ্টি।
তখন আমরা বনিককুলে প্রবিষ্টীঃ ॥ ২৯ ॥

যখন ব্রহ্মা, স্বীয় দেহকে দুই ভাগ করিয়া একভাগে পুরুষ ও অপর ভাগে স্ত্রী হইলেন এবং সেই স্ত্রীতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন, তখন, এবং জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে পৃথক হইয়া অনেকানেক দেবী ও দেবরূপে ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন, এবং ব্রহ্মা যখন মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, তখন, আমরা—দেবগণ, বণিক্কুলে প্রবিষ্ট হইয়াছি।

উল্লিখিত বণিক্গণ, অতি প্রাচীন কাল হইতে জাতিবাচক বা দলবাচক এই নামগুলি পাইয়াছেন—দেব, অর্য্য, আর্য্য, বিশ্, বৈশ্য, ক্ষেত্রী, বণিক্, ব্রহ্মপুরক, কনকক্ষেত্রিন্, কনক-ক্ষেত্রি-বণিক্, শোনবাড় বা সোনপার ও সুবর্ণবণিক্। কয়েক শতাব্দ পূর্ব্বে রাঢ়দেশে বাস কালে তদ্দেশীয় লোকে ইহাদের সোনার বাণিয়া বা সোনার বেণে এই নাম দিয়াছে।

ক্ষত্রিয় শব্দের সংক্ষেপ—ক্ষত্রি। প্রাকৃত ভাষার রীত্যনুসারে ক্ষত্রিয় শব্দ, খত্তিয় এবং ক্ষত্রি শব্দ খেত্তি হয়। ক্ষত্রি বা খেত্তি হইতে ছেত্রি হয়। ছেত্রি ও ক্ষেত্রির উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রায় নাই বলিয়া, একালেও কোন কোন ক্ষেত্রিরগণ বর্ম্মণ উপাধি, কখন কখন ব্যবহার করিয়া, আপনাদিগকে শাস্ত্রোক্ত ক্ষত্রিয় বলিতেছেন।

অগ্রে ৪—৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বেদের প্রমাণে, আদিত্যদিগের বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব উভয়ই দেখাইয়াছি। সুবর্ণ বণিক্‌গণ, আদিত্যবংশীয়; সুতরাং ইঁহারা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় উভয়ই হইতেছেন; অতএব বণিক্‌গণ, ইচ্ছা করিলে অন্যান্য ক্ষেত্রিদিগের মত, বর্ম্মণ উপাধি সময়ে সময়ে ব্যবহার করিয়া, আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বের উদ্ধার করিতে পারেন।

ক্ষেত্রি শব্দ যে ক্ষত্রিয় বাচক, তাহার প্রমাণ, সন ১২২৯ সালের একখানি পুঁথি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

ক্ষেত্রি ধনুকে জুঝে ব্রাহ্মন জুঝে কুশে ঃ
ব্রাহ্মন সমুদ্রপান করিল গণ্ডুশে ঃ

ব্রাহ্মণ, কুশ লইয়া যুদ্ধ করেন ও ব্রাহ্মণ, গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন,—একথা যেমন সত্য, ক্ষেত্রি ধনুক লইয়া যুদ্ধ করেন, একথাও তেমনি সত্য,—কেহ যেন এরূপ মনে না করেন।

ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করিলে, কালে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া যাইবে, যেহেতু কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রেও দেখা যায়—মাহণ (ব্রাহ্মণ) কুল—নীচ কুল এবং খত্তিয় কুল—মহৎকুল। ক্ষত্রোচিত গুণ কই? এই এক আপত্তি হইতে পারে, তদুত্তরে বক্তব্য এই—গুণলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিতে হইবে—আমার এই এই গুণ আছে, আমি লোকরক্ষার নিমিত্ত জন্মিয়াছি, আমি মহাশক্তিশালী, আমি ব্রহ্মার বাহু—এইরূপ চিন্তা ও সাধনা করিতে করিতে, অনেকে ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রোক্ত গুণও লাভ করিতে পারিবেন। ঐরূপ গুণ লাভ হউক, আর না হউক, ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলে নূতন জাতিত্বের আশঙ্কা নাই—যেহেতু ক্ষেত্রি ও ক্ষত্রিয়ের অভেদত্ব দেখা যাইতেছে। তবে বর্ম্মন্ এই নূতন উপাধি গ্রহণ করিয়া ন' মাসে ছ' মাসে আবৃত্তি এবং সংবাদ-পত্রাদিতে ঐ উপাধিযুক্ত নাম প্রকাশিত করিতে হইবে মাত্র। ক্ষত্রিয়ত্বের সপক্ষে যাহা বলা উচিত, তাহা বলিলাম,—ক্ষত্রিয়ত্বের বিপক্ষে দুই একটা কথা বলিবার আছে। রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—

পাপঃ ক্ষত্রিয় জন্মোঽয়ং বয়ঞ্চ ক্ষত্রবন্ধবঃ।

ক্ষত্রিয়জন্ম, যদি পাপ, আর রাজা যুধিষ্ঠিরের মত ক্ষত্রিয়, যদি আপনাকে ক্ষত্রবন্ধু মনে করেন, তবে ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করা হইবে কি না, বিবেচ্য। দ্বিতীয়তঃ যখন এখন হইতে ২১৯২ বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র বর্ণের অভাব হইবে এবং কেবল বৈশ্যবর্ণ থাকিবে, (৩ ও ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তখন আর ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণার কোন গুণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার মতে, সুবর্ণ বণিক্‌গণ, উচ্চশ্রেণির বৈশ্য—ক্ষেত্রীই থাকুন্ এবং বৈশ্যোত্তম হইবার চেষ্টা করুন।

বৈশ্যোত্তম বা দ্বিজোত্তম হইতে হইলে, যে গলায় পৈতা দিতে হয়, তা নয়। তবে বৈশ্যোচিত প্রাচীন আচারের অনুরোধে, উপনীত হওয়া আবশ্যক। উপনয়ন পুনঃ প্রচলিত করিলে, কার্পাসের সূত্র গলায় দিয়া বেড়াইতে হয়, এমন কিছু কথা নাই। অতসী গাছের ছালের সূতা, গোরুর বালঞ্চ, শণের দড়ি, জবা স্থলপদ্ম প্রভৃতি গাছের ছাল, কুশ কাশ প্রভৃতি তৃণ আদি দ্বারাও পৈতা হইতে পারে। দেবল বলেন,—

কার্পাসক্ষৌম গোবালশণবল্কতৃণাদিকম্।
সদা সংভবতঃ কার্য্যমুপবীতং দ্বিজাতিভিঃ॥

ধুতি পরিয়া উড়ানি গায়ে দিলেও উপবীতের কার্য্য হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন,—

অপি বা বাসসী যজ্ঞোপবীতার্থং কুর্য্যাৎ
তদভাবে ত্রিবৃতা সূত্রেণ।

চাদরের অভাব হইলে তিন হারা একগাছি সূতায়ও কাজ চলে। সূত্র, বস্ত্র বা কুশরজ্জু, যখন যাহা সুলভ, তাহাকেই উপবীত করিতেছে, ইহা ভগবান্ গোভিলমুনি বলিয়াছেন,—

যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাঽপি বা কুশরজ্জুমেব।

তিন দণ্ডী নবগুণ সূতায় পৈতা করিবার ব্যবস্থা আধুনিক। বস্তুতঃ জাতি ও কুলে উন্নতি হয় না, অতএব বনপর্ব্ব ১৮১ অধ্যায়ে—

সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ॥

(সত্য) যথার্থ কথন ও যথার্থ ব্যবহার, (দম) বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার, (তপ) আশ্রম বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, (দান) সদুদ্দেশে ত্যাগ, (অহিংসা) প্রাণিবধ না করা, (ধর্ম্মনিত্যতা) ধর্ম্ম পরায়ণতা—এইগুলি মানুষের উন্নতির সাধক। হে নৃপ, জাতি ও কুল মানুষকে উন্নত করিতে পারে না। উদাহরণ—আমি জাতিতে সুবর্ণ বণিক্—ক্ষেত্রি কুলে আমার জন্ম—আমার বর্ণ বৈশ্য, এইরূপ অহঙ্কারে উন্নতি হয় না।

যে সকল গুণকে যম বলে, উন্নতি লাভের নিমিত্ত সে সকলের অনুশীলন করা চাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তি র্ধ্যানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যে দমশ্চেতি যমা দশ॥

(ব্রহ্মচর্য্য) যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে শুক্রধারণ, যৌবনে ও তৎপরে পরদারাদি গমন না করা এবং স্বদার নিরতি, (দয়া) পরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা, (ক্ষান্তি) ক্ষমা, (ধ্যান) সচ্চিন্তা, (সত্য) সত্য কথা ও সত্য ব্যবহার, (অকল্কতা) দম্ভরাহিত্য, (অহিংসা) প্রাণিহত্যা না করা, (অস্তেয়) অন্যায়ে পরধন হরণ না করা, (মাধুর্য্য) মধুরতা, (দম) বাহ্যবৃত্তির নিগ্রহ বা কুৎসিত কর্ম্ম হইতে চিত্তের নিবারণ—এই দশটিকে যম বলা যায়।

আর কয়েকটি গুণকে নিয়ম বলে। মহর্ষি অত্রি বলেন,—

শৌচমিজ্যা তপো দানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহৌ।
ব্রতমৌনোপবাসাশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ॥

(শৌচ) মৃত্তিকাদি দ্বারা দেহ শোধন, অভক্ষ্য পরিত্যাগ, সৎসঙ্গ ও স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা পবিত্রতা; (ইজ্যা) যজ্ঞ; (তপ) আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান; (দান) ত্যাগ; (স্বাধ্যায়) বেদাধ্যয়ন; (উপস্থনিগ্রহ) ইন্দ্রিয় সংযম; (ব্রত, মৌন, উপবাস) ও (স্নান) এই দশটিকে নিয়ম বলে।

মহর্ষি মনু ও অত্রি বলেন,—

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণঃ কেবলং নিয়মান্ ভজন্॥

পূর্ব্বোক্ত যমগুণ গুলির সর্ব্বদা সেবা করা কর্ত্তব্য। আর এই নিয়ম গুলির নিত্য সেবা না করিলেও চলে। যমগুণের সেবা না করিলে এবং কেবল নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে, মানুষের পতন হইয়া থাকে।

এ ত গেল, নৈতিক উন্নতি বা ধর্ম্মোন্নতি। তদ্ব্যতীত শারীরিক উন্নতি, জ্ঞানোন্নতি, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি নানাবিধ উন্নতি আছে। শারীরিক উন্নতি, সকল উন্নতির মূল—তল্লাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি উপায়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন ও ব্যায়াম; জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত কুমার ও কুমারীদিগকে সুশিক্ষা প্রদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান; আর্থিক উন্নতির নিমিত্ত, দেশীয় শিল্পের ও কৃষির উৎকর্ষ সাধন, স্বদেশজাত দ্রব্যের বাণিজ্য বিস্তার এবং বিদেশীয় দ্রব্যের যথাসাধ্য পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল বিষয়ে উন্নতিলাভ করা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইতে হইবে অর্থাৎ জাতীয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সমাপ্ত।

প্রথম পরিশিষ্ট।

জয়পতি চন্দ্র সঙ্গে ত্রয়ো বৈশ্যা গুণান্বিতাঃ।
গঙ্গাধরঃ জগন্নাথঃ তথা রাজীব লোচনঃ ॥

ইত্যাদি।

(গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলজী)

গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তক হইতে ১৬ জন প্রধান বণিক্ ও তাঁহাদের অনুগত ৩০ জন বণিক্, যাঁহারা অযোধ্যা হইতে উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম, খ্যাতি ও খ্যাতিবন্দ উদ্ধৃত হইতেছে। যিনি যাঁহার অনুগত, তিনি তাঁহার খ্যাতি পাইয়াছিলেন। অনুগত বৈশ্যদের খ্যাতিবন্দ ও গোত্র পৃথক্। তথাহি—

"যস্য বণিকস্য যৎখ্যাতি প্রাপ্তং অনুগতক্রমে।"
"খ্যাতিবন্দ কথং গোত্রভিন্নস্য কারণং
যার অনুগত যে তার সেই খ্যাতি।
গোত্র ভিন্ন, কারণ খ্যাতিবন্দ ভিন্ন ॥"

(গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তক)।

নাম।	খ্যাতি।	খ্যাতিবন্দ।
১ জয়পতি	চন্দ্র	১ রোহিতাগিরি, রোহিতগিরি
সঙ্গে বৈশ্য ৩		
গঙ্গাধর	,,	২ তরুণাকর
জগন্নাথ	,,	৩ কনসারণ, কলসারণ
রাজীবলোচন	,,	৪ অশ্বকর্ণ
২ সোম	দেব	৫ কিরণাকর
সঙ্গে বৈশ্য ৪		
ভবানী	,,	৬ কন্নাসি, কর্ণাসি

নাম।	খ্যাতি।	খ্যাতিবন্দ।
শঙ্কর	,,	৭ সুধাকর
হরিদাস	,,	৮ মালাধর
হলধর	,,	৯ দপ্পনাঞ্জন, দর্পনাঞ্জন
৩ শূলপাণি	**দত্ত**	**১০ সুধাকর**
সঙ্গে বৈশ্য ৫		
শ্রীধর	,,	১১ কাটারমল্ল
কমলাকান্ত	,,	১২ ভাবাপন্ন
মাধব	,,	১৩ পানিসালি, পালসানি
কিরণ	,,	১৪ পনসাপন, পনসমাপন
দিবাকর	,,	১৫ হংসশাসন
৪ শ্রীধর	**আঢ্য**	**১৬ বসনাসন, বসবাসন, বস্যাবাসন**
সঙ্গে বৈশ্য ৫		
বলাই	,,	১৭ সুসাধন
বিনোদ	,,	১৮ সাধন
রাম	,,	১৯ অশোকাসন
কাম	,,	২০ কান্তারক
দেবীবর	,,	২১ চাকলাই
৫ মেঘ	**শীল**	**২২ কনকাঙ্কুর**
সঙ্গে বৈশ্য ৩		
মদন	,,	২৩ শঙ্খধারিন, শঙ্খধারণ
গোলক	,,	২৪ প্রয়াগী
রামনারায়ণ	,,	২৫ গোপালনি
৬ রাজারাম	**সিংহ**	**২৬ বর্স্যাপন, বর্ষাপন, বরসাপন**
সঙ্গে বৈশ্য ১		
গণপতি	,,	২৭ গুণাকর

নাম।	খ্যাতি।	খ্যাতিবন্ধ।
৭ শ্রীপতি	ধর	২৮ রণদণ্ডি
সঙ্গে বৈশ্য ১		
লক্ষ্মণ	,,	২৯ বাণপতি
৮ কমলাকান্ত	বড়াল	৩০ কর্ণাটক, করনাটক
সঙ্গে বৈশ্য ১		
জয়	,,	৩১ বাকলাই
৯ গুণাকর	পাল	৩২ ভুরুসাপন, ভুরুসাপনি
সঙ্গে বৈশ্য ১		
সনাতন	,,	৩৩ দর্শনী
১০ গণেশ্বর	নাথ	৩৪ সুচাচর, সুচিচর
সঙ্গে বৈশ্য ১		
দিগম্বর	,,	৩৫ সুদর্পন
১১ বাণেশ্বর	মল্লিক	৩৬ রজনীকর
সঙ্গে বৈশ্য ০		
১২ হরিহর	নন্দী	৩৭ প্রভাকর
সঙ্গে বৈশ্য ১		
রামকানাই	,,	৩৮ কর্ণকাই
১৩ হিরণ্য	বৰ্দ্ধন	৩৯ কুসুমাকুল
সঙ্গে বৈশ্য ১		
জনার্দ্দন	,,	৪০ কুলাকুল
১৪ দিবাকর	দাস	৪১ গুঞ্জমণি, গুঞ্জামণি
সঙ্গে বৈশ্য ১		

নাম।	খ্যাতি।	খ্যাতিবন্দ।
শঙ্কর	,,	৪২ বিদ্যাপতি
১৫ মহানন্দ	লাহা	৪৩ পত্রাসনি, পত্রাশনি
সঙ্গে বৈশ্য ১		
চণ্ডীদাস	,,	৪৪ পাটঞ্জলি
১৬ পুরন্দর	সেন	৪৫ পুষ্পাঞ্জলি
সঙ্গে বৈশ্য ১		
বিজয়	,,	৪৬ সদ্বলি

খ্যাতি।

চন্দ, দেব, দত্ত, আঢ্য, শীল, সিংহ, ধর, পাল, নাথ, নন্দী, বর্দ্ধন, দাস ও সেন এই ১৩টী খ্যাতি, মধ্যকালীন ব্যক্তিদিগের নামাংশ হইতে আসিয়াছে। সম্পূর্ণ নামের উদাহরণ—মহীচন্দ্র, সহদেব, দেবদত্ত, গুণাঢ্য, ধর্ম্মশীল, নরসিংহ, শ্রীধর, মহীপাল, রমানাথ, মহানন্দী, বিষ্ণুবর্দ্ধন, কৃষ্ণদাস, সুসেন।

লাহা খ্যাতি। সংস্কৃত রাজা শব্দ মাগধীভাষায় লাআ ১ হইয়া থাকে। লাআ হইতে লাহা। উদাহরণ—

সংস্কৃত	পালি	গৌড়ীয়
হুঁ	আম	হাঁ
অধস্	হেট	হেঁট
অনঙ্গ	অনিয়ঙ্ক	হনঙ্গ

সুতরাং অ স্থানে হ হওয়া বিচিত্র নহে। লাহা শব্দের সংক্ষেপ—লা।

অথবা লাহা বলিতে পাহাড়ের ধস্ (landslip)। পঞ্জাবের কাঙ্গরা প্রদেশে ঐ শব্দ, ঐ অর্থে প্রচলিত আছে। এখানে এই অর্থ সঙ্গত হইলে বলিতে হয়, হিমাচলের ধস্ ভাঙ্গার সহিত এই বংশের আদিম পুরুষের কোনও সম্বন্ধ ছিল।

---

১ লণ্ডনে ট্রুবনার এণ্ড কোং প্রকাশিত, ভামহ কৃত বৃত্তি সহিত, বররুচিকৃত প্রাকৃত প্রকাশের ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিব্বতীয় ভাষায় লহ (Lha) শব্দের অর্থ—চন্দ্র। লহ হইতে লাহা ও ল্যা হইতে পারে। সংস্কৃত ল শব্দের অর্থ—ইন্দ্র। ল দীর্ঘ হইয়া লা হইতে পারে। হইতে পারে যে, এই বংশ চন্দ্রবংশীয় বা ইন্দ্রবংশীয়।

মল্লিক খ্যাতি। প্রাকৃত মহ (সংস্কৃত—মহৎ) স্বার্থে ল্লিক—মহল্লিক। উবাসগদসাও নামক জৈন শাস্ত্রে 'মহল্ল' শব্দ আছে। ললিতবিস্তরে মহল্লক ও মহল্লিক শব্দ দৃষ্ট হয়,—

"ঋষিৰ্জীর্ণো বৃদ্ধো মহল্লকো দ্বারে স্থিতঃ।"
"মহল্লক মহল্লিকাঢ্যাঃ শাক্যাঃ সন্নিপত্য।"

মহল্লিক হইতে মল্লিক হইতে পারে। মৎসম্পাদিত ও প্রকাশিত গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভূমিকার ১৮/০ পৃষ্ঠায় ইহার সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১৫।১।৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"মহল্লিক এই দেশী শব্দের অর্থ বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হইতে জ্ঞানবৃদ্ধ হওয়া খুব সহজ। উড়িশায় প্রাচীনকালে বৃদ্ধ কিম্বা জ্ঞানবৃদ্ধ এক দল লোক লইয়া রাজার মন্ত্রীসভা হইত। তাহাদের উপাধি ছিল মহল্লিক। এখনো ওড়িশায় তাহাদের উপাধি, বঙ্গদেশের উপাধির মত, মল্লিক। * * *। আট ঘর মল্লিক শাসিত দেশের নাম এখনো 'আটমল্লিক' পাই। আটমল্লিক প্রথা অনেক স্থলে ছিল।"

মহল্ল হইতে মহল্লা বা মহল শব্দের উৎপত্তি। উহার অধিকারী বা গৃহী বিশেষকে মহল্লক এবং উহার অধিকারিণী কর্ত্রী বা গৃহিণীকে মহল্লিকা বলা যাইতে পারে।

বড়াল (বা বটব্যাল)। এই খ্যাতি, সুবর্ণবণিক্ ব্যতীত অপর জাতিরও আছে। রাজস্থানের চৌরাশী বণিক্ জাতির অন্যতম জাতির নাম—বড়াল ("Borwal")। নেপালদেশে বড়াল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রি আছেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঁইনামও বড়াল (বটব্যাল)। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের গাঁইনাম গুলির গাঁ সকল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এদেশে বড়াল নামে গ্রাম নাই—রাজসাহী জেলায় ঐ নামে এক নদী পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতের বৃদ্ধনগর, চলিত ভাষায় "বড়নগর" কথিত হইয়া থাকে। বড় (নগর) বাসী—বড়বাল। বড়বাল হইতে বড়াল এবং উহার কাল্পনিক সংস্কৃতীকরণ দ্বারা বটব্যাল হইতে পারে। দিল্লী জেলায় বরাল ("Barwala")

নামে এক নগর আছে এবং কাশী কোশল দেশের একটি নগরের নাম বটাল ("Batâla" বা "Watâla")। এই দুই নগরবাসীর বড়াল খ্যাতি হওয়াও অসম্ভব নয়। অথবা বড়াল, যদি বংশ বা জাতিবাচক নাম হয়, তাহা হইলে উহা, উক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঁইনাম রূপে কল্পিত হইয়াছে বলিতে হয়।

উল্লিখিত খ্যাতি সকল ভিন্ন, সাহা (সার্থবাহা), রায় (রাজন্), চৌধুরী (চতুর্ধুরীণ), মল্লিক, মণ্ডল (মণ্ডলেশ্বর বা মাণ্ডলিক), পোদ্দার (পারসী ফোতাদার), মজুমদার (আববী ও পারসী মজমুদার) উপাধি সকল আছে। এই সকল উপাধি প্রায় প্রাচীন খ্যাতির সহিত ব্যবহৃত হয়। যথা—ধরসাহা, আড্ডিচৌধুরী ইত্যাদি।

পাইন। সপ্তগ্রামীণ শ্রেণির মধ্যে পাইন উপাধিক বণিকের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই উপাধি কোথা হইতে আসিল? উহা প্রাকৃত "পাঈণং" হইতে আসিতে পারে কি? সংঘদাস কৃত পঞ্চকল্পভাষ্যে উহার প্রয়োগ আছে,—

বংদামি ভদ্দবাহুং পাঈণং চরিম সযল সযণাণীং।

এই পাঈণং, দ্বিতীয়ার একবচন—প্রথমার একবচনে পাঈ (সংস্কৃত- পাতি) হয়। পাঈ হইতে পাইন হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। পণিন্ শব্দ হইতে পাইন হইতে পারে। পণী শব্দের অর্থ—বণিক্। পাণ্যন্ত নাম হইতেও পাইন হইতে পারে—পাণ্যন্ত নামের উদাহরণ— বজ্রপাণি, চক্রপাণি, দণ্ডপাণি।

দাঁ। উত্তররাঢ়ীর শ্রেণির মধ্যে এই উপাধি থাকার কথা শ্রুত হওয়া যায়। উহা কোথা হইতে আসিল? উহা দামন্ শব্দের রূপান্তর। দামনন্ত নামের উদাহরণ—"রুদ্রদামন্"। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, পুরাণে সুদামন্ বংশ বা জাতির উল্লেখ আছে। সুদামন্ ও দামন্‌কে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

নিয়োগী (নেউগী)। উত্তররাঢ়ীয়দিগের মধ্যে নিয়োগী উপাধির বিদ্যমানতা আছে। হিন্দুরাজত্বকালে উকীল ও মোক্তারকে নিয়োগী বলিত।

শুক্রনীতিসারে—

ধর্ম্মজ্ঞো ব্যবহারজ্ঞো নিয়োক্তব্যোঽন্যথা নহি।
অন্যথা ভৃতি গৃহ্নন্তং দণ্ডয়েচ্চ নিয়োগিনম্॥

খ্যাতিবন্দ।

এইস্থানে খ্যাতিবন্দগুলির ব্যাখা ও কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিতেছি।

১ সূর্য্যবংশসমুদ্ভূতঃ শ্রীচন্দ রোহিতাগিরিঃ।
(গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলজী)

কুলপুস্তকের গদ্য অংশে, রোহিতাগিরি, রোহিতগিরি ও রুহিতাগিরি পাঠও আছে।

ছন্দের বশে রোহিতাশ্বগিরি স্থলে, রোহিতাগিরি এবং উহার সংক্ষেপেও রোহিতাগিরি হইতে পারে। আবার দ্বন্দ্ব সমাসে মিত্রশ্চ বরুণশ্চ যেমন মিত্রাবরুণ হয়, তদ্রূপ রোহিতশ্চ গিরিশ্চ=রোহিতাগিরি হইতে পারে। ঐরূপ পর্ব্বত নামের উদাহরণ—দথ্খিণাগিরি—বৌদ্ধশাস্ত্রে এই পর্ব্বত, মগধের দক্ষিণস্থ বলিয়া কথিত আছে। অগ্রে ১৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, রাজা রোহিতাশ্বের নাম—রোহিত। অতএব রোহিতস্য গিরিঃ =রোহিতগিরিঃ। পালিভাষায় ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত ওকার স্থানে উকার হয়, অতএব রুহিতাগিরি পাঠ পাওয়া যাইতেছে। অধুনা লোকে রোহিতাগিরিকে রোহিতস্‌গড়, রোতাসগড় ও রোহিত বলে। এখানে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহের প্রস্তরে খোদিত যে শিল্পলিপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ছন্দের বশে এইস্থানের উল্লেখে "শ্রীরোহিতাশ্বাচলে" লিখিত আছে।

কয়েক বৎসর হইতে আমার মনে হইতেছিল, "রোহিতাগিরি" ঠিক এইরূপ পাঠ, আমাদের কুলপুস্তক ভিন্ন অন্যত্র দেখিতে পাইবার আশা দুরাশা মাত্র। সম্প্রতি এই আশা সফল হইয়াছে। গয়াড় তুঙ্গদেবের তাম্রশাসনে১ এইস্থান রোহিতাগিরি বলিয়াই কথিত আছে, যথা—

শাণ্ডিল্যগোত্রোৎপন্ন রোহিতাগিরি নির্গত রাজা জগত্তুঙ্গ।

১ Jour, Asi. Soci. Ben. 1809. p. 349.

এই তাম্রশাসন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তাম্রশাসনোক্ত জগত্তুঙ্গের বংশে, তাম্রশাসন কর্ত্তা গয়াড়তুঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। অতএব জানা যাইতেছে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এইস্থানের নাম রোহিতাগিরি নামেই খ্যাত ছিল।

রাজা জগত্তুঙ্গের বহুপূর্ব্বে—খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দে, আমাদের শ্রীচন্দ্র, রোহিতাগিরি অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার রোহিতাগিরি এই খ্যাতিবন্দ হইয়াছিল। তদীয় বংশধর জয়পতি চন্দ্র, কৃষ্ণদাস চন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ, পুরুষানুক্রমে ঐ খ্যাতিবন্দের ব্যবহার করিতেছিলেন।

সপ্তম শাক শতাব্দে, পিতামহগণ, রোহিতাগিরি হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ গৌড়মণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করেন।

২ তরুণাকর। প্রাচীন ভারতে আকারান্ত নামের অভাব ছিল না। মগধরাজ অজাতশত্রুর প্রধান মন্ত্রী ও চাণক্য পণ্ডিতের পিতামহের নাম ছিল—বিশ্বাকর। পদ্মাকর, বিদ্যাকর, প্রজ্ঞাকর, রত্নাকর প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়। অনুমান হয়, গঙ্গাধরের আদিপুরুষের নাম তরুণাকর ছিল এবং ঐ নামই উত্তরকালে তরুণাকরের বংশধরদিগের খ্যাতিবন্দ হইয়াছিল।

৩ কলসারণ। কলসা+অরণ—আদি দম্পতী।

৪ অশ্বকর্ণ। প্রাচীন ভারতে কর্ণান্ত নাম ছিল। মথুরাবাসী বৈশ্য বসুকর্ণের পুত্র গোকর্ণ, সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন, (বরাহপুরাণ ১৭১ অধ্যায়)। শঙ্কুকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, গয়কর্ণ, কুঞ্জরকর্ণ, লক্ষ্মীকর্ণ, শ্বেতকর্ণ, সত্যকর্ণ প্রভৃতি নাম পুরাণে ও শিল্পলিপিতে পাওয়া যায়।

৫ কিরণাকর—প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষের নাম।

৬ কর্ণাসি। কর্ণা+অসি—আদি জায়াপতি।

৭ সুধাকর—আদিপুরুষ।

৮ মালাধর। মালা+অধর—আদি জায়াপতি।

৯ দপ্পনাঞ্জন। দপ্পনা+অঞ্জন— ,, ।

উদাহরণ—বুদ্ধদেবের মাতামহের নাম—অঞ্জন সুপ্রবুদ্ধ গৃহপতি, পিতার নাম—শুদ্ধোদন, কিন্তু ব্রাহ্মণলেখক, পুরাণে লিখিয়াছেন—

বুদ্ধনামাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি!!

মগধদেশে, অঞ্জনের পুত্র, বুদ্ধ নামে খ্যাত হইবেন!!

১০ সুধাকর—বীজি-পুরুষ।

১১ কাটারমল্ল—সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের ৪ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ দেখাইয়াছি—শ্রীধর দত্তের খ্যাতিবন্দ—"কাটারমল্ল" আর কচ্ছনগরের রাজবংশোদ্ভব রাজা মদনের খ্যাতিবন্দ "কটারমল্ল"। এই স্থানে শেষোক্ত প্রমাণের কিয়দংশ পুনরুদ্ধৃত করিতেছি,—

যোগজ্ঞো মুখতিলকঃ কটারমল্লস্তেন
শ্রীমদন নৃপেণ নির্ম্মিতে হি। ১

উদ্ধৃত শ্লোকে ছন্দের বশে কাটারমল্লের কা লঘু হইয়া কটারমল্লের ক হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ দুইটি বিরুদ অভিন্ন। উভয় বংশের আদিম দম্পতী কাটা+অরমল্ল হইতে, কাটারমল্ল খ্যাতিবন্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

কাটারমল্লের সংক্ষেপ বা আদিপদ কাটা বা কাট। উহাকে সংস্কৃত করিলে কাষ্ঠা বা কাষ্ঠ হয়। "কাষ্ঠান্বয়ে" বা "কাষ্ঠকুলে", মদন পারিজাত নামক স্মৃতিনিবন্ধন কর্ত্তা রাজা মদনপাল (১৪৩১ বিক্রমাব্দে) জন্মিয়াছিলেন। দিল্লীর উত্তরে যমুনাতীরস্থ কাষ্ঠা, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নগরী ছিল। রাজা মদনপালের একটী বিরুদের নাম—"কটীরমল্ল" ২। কাটারমল্লের আর এক বানান যে, কটারমল্ল, তাহা অগ্রে দেখাইয়াছি। কটারমল্ল, লিপিকরের বা মুদ্রাকরের প্রমাদে, কটীরমল্ল হইয়াছে। "মদনবিনোদনাম্নি নির্ঘণ্টু" কর্ত্তা, কচ্ছনগরের পূর্ব্বোক্ত রাজা মদন এবং কাষ্ঠা নগরীর শেষোক্ত রাজা মদন পাল, অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত মদন ও শেষোক্ত মদন পালের অগ্রজ ও উর্দ্ধতম তিন পুরুষের নাম অভিন্ন।

১২ ভাবাপন্ন। ভাবা+অপন্ন (অপর্ণ) আদিম জায়াপতি।

১৩ পানিসানি। পানি+সানি ,, ,, । মিলাউন—
পাণিনি উক্ত, আদি নাট্যশাস্ত্রে কর্ত্তার নাম—সিলানি।

১৪ পনসাপন। পনসা+অপন (অপর্ণ) আদিম জায়াপতি।

১৫ হংসশাসন। হংসশা+অশন ,, ,, ।

---

১ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের পুঁথি তালিকা (BOMBAY, 1898)।

২ এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রকাশিত মদন পারিজাতের ২ ও ২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৬ বসনাসন পাঠান্তর, বস্তবাসন—

বসনা + অশন বা বস্তবা + অশন—স্ত্রী পুরুষ। অথবা শ্রীধর আঢ্যের কোন অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ, বসনাসুনু বা বস্তবাসুনু নামে খ্যাত ছিলেন। বসনা বা বস্তবা আদি মাতৃনাম হইতে পারে। পুরাকালে মাতৃনামে নামিত হওয়া প্রচলিত ছিল, যেমন—ব্যাকরণ কর্ত্তা পাণিণী, "দাক্ষীসুত" নামে, বুদ্ধদেবের শিষ্য, উপতিষ্য, সারীপুত্র নামে খ্যাত ছিলেন।

১৭।১৮ সুসাধন ও সাধন—পূর্ব্বপুরুষদ্বয়ের নাম বলিয়া বোধ হয়।

১৯ অশোকাসন। অশোকা + অসন—আদিম গৃহিণী ও গৃহী বা অশোকা-সুনু হইতে অশোকাসন হইয়া থাকিবে।

২০ কান্তারক। কান্তা + অরক (অর্ক) আদিম দম্পতী।

২১ চাকলাই। চাকলা (চক্রা)—এই আদি মাতৃনাম হইতে হইয়া থাকিবে।

২২ কনকাঙ্কুর। কনকা + অঙ্কুর—আদিম দম্পতী।

মিলাউন—কায়স্থদিগের মধ্যে অঙ্কুর উপাধি আছে।

২৩ শঙ্খধারিন—বীজি-পুরুষ।

২৪ প্রয়াগী—প্রয়াগবাসী।

২৫ গোপালনি। গোপা + অলনি (অরণি) আদি জায়াপতি।

উদাহরণ—বুদ্ধদেবের পত্নীর নাম গোপা। গোপালন হইতে এই খ্যাতিবন্দ আসিতে পারে না, যেহেতু উহা অসাধারণ গুণ নহে। পুরাকালে সকলেই গোপালন করিতেন। আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাণিয়গামে আনন্দ নামে এক গৃহপতি ছিলেন। তাঁহার চারি ব্রজ ছিল। দশ গো-সহস্রে এক ব্রজ হয়। চম্পানগরের (ভাগলপুরের) কামদেব গৃহপতির ছয় ব্রজ অর্থাৎ ৬০ সহস্র গরু ছিল।

২৬ বর্ষাপন। বর্ষা + অপন (অপর্ণ) আদি জায়াপতি।

২৭ গুণাকর—বীজি-পুরুষ।

২৮ রণদণ্ডী—রণে দণ্ড প্রহরণ ইহার বা আত্মত্রাণের নিমিত্ত যাঁহার হস্তে সর্ব্বদা দণ্ড থাকিত, তিনি রণদণ্ডী। পুরাকালে বনপথে বাণিজ্যযাত্রা কালে চোর ডাকাত ও বন্যজন্তুদিগের সহিত বণিক্‌দিগকে যুদ্ধ করিতে হইত। চোর ডাকাতে তাঁহাদের বিনাশ করিত—

লুপ্যন্তে চোরসঙ্ঘেনেব সার্থাঃ (ললিত বিস্তরঃ)

আবার রাক্ষসীরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া খাইত—

ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসীভিরিব বণিজঃ (ললিত বিস্তরঃ)

অনেক সময়ে তাঁহারা সিংহ ব্যাঘ্র গজাকীর্ণ পর্ব্বত অতিক্রম করিতেন—

ব্যাঘ্র সিংহ গজাকীর্ণানতিক্রম্য চ পর্ব্বতান্।
বণিজাবিব দৃশ্যেতাং হীনমৃত্যুজরাতিগৌ ॥

(দ্রোণপর্ব্ব)

বণিক্‌গণ, অজগর, তস্কর সঙ্কীর্ণ বনপথে বাণিজ্যযাত্রা করিলে দেশান্তর গমনেচ্ছু অন্য লোকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইত। শস্ত্রধর সার্থের সহিত গমন না করিলেই বিপদ হইত—

ব্যালতস্কর সঙ্কীর্ণে সার্থ হীনা যথা বনে।
তথা ত্বদীয়া নিহতে সূতপুত্রে তদাভবন্ ॥

(কর্ণপর্ব্ব)

আত্মত্রাণের নিমিত্ত ও বিবাহাদি সংস্কার কালে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের শস্ত্র ধারণের বিধি আছে—

আত্মত্রাণে বর্ণ সংস্কারে বা ব্রাহ্মণ বৈশ্যৌ
শস্ত্র মাদদীয়াতাম্।

(বশিষ্ঠঃ)

এখন আমাদের দণ্ডও নাই, ছড়ি আছে। বর্ণ সংস্কারে শস্ত্র স্থলে অনুকল্প হইয়াছে—জাঁতি !! কি অধঃপতন !!

মিলাউন—কাশীদেশের কেশরবানি বাণিয়াদের একটী শ্রেণির নাম—"সোনিচৌরূপিদাণ্ডি"।

২৯ বাণপতি—পূর্ব্বপুরুষের নাম।

৩০ কর্ণাটক বা করণাটক। প্রথমতঃ 'কর্ণাটক' পাঠের আলোচনা করা যাইতেছে—কর্ণা+অটক—কর্ণাটক বংশ প্রবর্ত্তক আদি স্ত্রী ও পুরুষ। নেপালের "কর্ণাটক" রাজবংশের প্রবর্ত্তক নান্যদেব, এই কর্ণাটক বংশে জন্মিয়াছিলেন। কাশীদেশের বৈশ্য বাণিয়াদের একটি শ্রেণি (Section)র

নাম কর্ণাইত ("Karnait")—এই কর্ণাইতগণও, ঐ আদিম কর্ণাটক বংশেরই শাখা।

করণাটক এই পাঠান্তর আলোচিত হইতেছে—ছন্দের অনুরোধে কর্ণাটক শব্দ সম্প্রসারিত হইয়া করণাটক হইয়াছে কি? যথা—"বড়ালঃ করণাটকঃ"। যদি উহা সম্প্রসারিত হয় নাই বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে করণ শব্দ কোথা হইতে আসিল, তাহা আলোচনা করা যাউক। পঞ্জাবের জিলম ও চেনাব নদীদ্বয়ের মধ্যে করণ (Korana) পর্ব্বতমালা আছে, অতএব উহা পর্ব্বত নাম হইতেছে। আর করণ—অর্থে ক্ষেত্র। শেষোক্ত অর্থই গ্রহণীয়। যিনি পশু পালন বা কৃষির নিমিত্ত করণে—ক্ষেত্রে অটন—ভ্রমণ করেন তিনি করণাটক। অথবা চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম কলার নাম "করণাদান" (শারীরিক বিদ্যা)—যিনি শারীরিক বিদ্যাবলে নির্ভয়ে ভ্রমণ করেন, তিনি করণাটক। অথবা করণা+অটক—আদি স্ত্রী পুরুষ।

কর্ণাটক পাঠই সমীচীন বোধ হইল।

৩১ বাকলাই—বাকলা (বাল্কলা বা বাল্কলায়নী) এই আদি মাতৃ নাম হইতে উহার উৎপত্তি। সম্ভবতঃ এই আদি মাতা, বল্কল বাসিনী বৃক্ষকন্যা ছিলেন। মহাভারতে বৃক্ষকন্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৃনেক নাম্নঃ প্রচেতসঃ॥

(আদিপর্ব্ব—১৯৮।১৫)

এই মুনিজা বার্ক্ষী, হরিবংশে শাখি-কন্যা মারিষা নামে কথিতা হইয়াছেন। হরিবংশপর্ব্ব ২য় অধ্যায়ে কথিত আছে—ধনুর্ব্বেদপারগ দশপ্রচেতা, ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদের মুখ হইতে অগ্নি ও বায়ুর সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষদিগকে দগ্ধ করিতেছিলেন। কিঞ্চিৎ 'শাখী' যখন অবশিষ্ট রহিল, তখন সোম, প্রজাপতিদিগকে কহিলেন,—'হে রাজানঃ প্রাচীনবর্হিষঃ' তোমরা কোপ সংযম কর, বৃক্ষদিগের এই কন্যা বরবর্ণিনী ও রত্নভূতা, ইনি তোমাদের ভার্য্যা হউন। ইহাঁতে দক্ষ নামক প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। বায়ুপুরাণে (৩০।৩১) কথিত আছে—

দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং ভার্য্যায়াং জনয়িষ্যসি।
কন্যায়াং শাখিনাঞ্চৈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুসান্তরে॥

চাক্ষুষমনুর কালে, তুমি শাখিদিগের কন্যাকে ভার্য্যা করিয়া দক্ষকে উৎপন্ন করিবে।

বনপর্ব্ব ২৩০ অধ্যায়ে যে বৃক্ষকন্যা দেবীদের প্রসঙ্গ আছে, তাঁহারা মানুষের মাংস খাইতেন। যথা,—

স্ত্রিয়ো মানুষমাংসাদা বৃদ্ধিকা নাম নামতঃ।
বৃক্ষেষু জাতাস্তা দেব্যো নমস্কার্য্যাঃ প্রজার্থিভিঃ॥

এইস্থানে বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় কিঞ্চিৎ পুরাকথা সংক্ষেপে বলিতেছি,—

যথ হিমবন্ত পস্‌সে পোখরণিযা তীরে মহাসাকসণ্ডো

হিমাচলের পার্শ্বে হ্রদ তীরে যেথানে শাক (আধুনিক শাখু) বৃক্ষের মহাবন, সেখানে কপিল মুনির আশ্রমের নিকটে যাঁহারা আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদিগের নাম শাক্য এবং তাঁহাদের বাসস্থানের নাম কপিলবস্তু হইয়াছিল। শাক্যদিগের প্রিয়া নাম্নী এক ভগিনীকে কাশীর রাজপুত্র রাম, বিবাহ করিয়া যে স্থানে বাস করেন, সেস্থানে কোলোং বা কোলি বৃক্ষের বন ছিল। রামের বংশধরদের নাম কোলি ও তাঁহাদের নগরের নাম হইয়াছিল,—কোলি ও রামগাম। কপিলবস্তু ও কোলি রামগামের মধ্যে ক্ষুদ্র নদী রোহিণী বহমানা। কোলি কুমারগণ, বিবাহার্থ কপিলবস্তুর শাক্যকন্যা প্রার্থনা করিলে শাক্যেরা বলেন,—"কুমারদিগের কুল, সৎকুল, কিন্তু তাঁহারা এক বৃক্ষের কোটরে জন্মিয়াছেন" ইত্যাদি। আবার কৃষির নিমিত্ত, রোহিণী নদীর জল লইয়া বিবাদ হইলে, কপিলবস্তুর 'লোকে কোলির লোকদিগকে বলে,—"যে বাপমায়ের বংশে তোদের জন্ম, তাহাদের কুষ্ঠ ছিল, আর তারা বাদুড়ের মত বৃক্ষ কোটরে বাস কোর্‌তো"। এতাবতা বিবেচনা হয়, বৃক্ষ, শাখী, শাক্য ও কোলি—ইহাঁরা অভিন্ন।

৩২ ভূরুসাপন—ভূরুসা + অপন (অপর্ণ)—জায়াপতি।

মিলাউন্—Bhurswa a sept of Surya bansi Subtribe of Rajputs in Behar.* মন্তব্য—সূর্য্যবংশীয় রাজপুতদিগের মধ্যে পন (অপন) অংশটী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

---

* Risley's Hindu Tribes and Castes of Bengal. দ্র

৩৩ দর্শনী—সম্ভবতঃ আদি মাতার নাম।

৩৪ সুচাচর—মিলাউন, রাজস্থানের বণিক্‌দের ৮৪ কুলের অন্যতম কুলের নাম—সচেরা ("Sachera" †)। কাশীদেশের কাঁইয়া দিগের একটী শ্রেণির নাম—সুচারি ("Suchari")। ঐ দেশের তৈলিকদিগের একটি উপশ্রেণির নাম—চাচর ("Châchara")। পঞ্জাবদেশে চাচ নামে এক ক্ষেত্র আছে, —Chach is the name of the great plain little east of Indus immediately opposite to Ohind." কাশীদেশে চাচর নামে একটি গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ চাচর বংশ হইতে গ্রামটি চাচর নামেই খ্যাত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি শোভন কুলবান্ তিনি সুচাচর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। যাহার আদিতে সু আছে, এরূপ বংশ বাচক নামের সত্তা প্রাচীন ভারতে ছিল। তথাহি—

বল (? বন ?) রট্টাস্তথা বিপ্রাঃ সুদামানঃ সুমল্লিকাঃ।
বন্ধাঃ করিকরাশ্চৈব কুলিন্দা গন্ধিকাস্তথা॥

(পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড (আদি) ৩য় অধ্যায়)

৩৫ সুদর্পন—আদি পুরুষ বাচক বা বংশবাচক নাম।

৩৬ রজনীকর—আদি পুরুষের নাম।

৩৭ প্রভাকর—মিলাইয়া দেখুন—গৌতম গোত্র অবস্থি উপাধিক কনৌজ ব্রাহ্মণদের আটটি কুলের মধ্যে তিনটি কুলের খ্যাতিবন্দ ("Titular rank") যথা—প্রভাকর, দিবাকর, চন্দ্রাকর ‡। বশিষ্ঠ গোত্র সারস্বত ব্রাহ্মণদের একটি কুলের নাম—প্রভাকর ("Pravâkara")।

প্রভাকর খ্যাতিবন্দ কোথা হইতে আসিল, বলিতেছি—কুশদ্বীপের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মানের সপ্তপুত্রের নামানুসারে তত্রত্য সাতটি বর্ষের নাম বিখ্যাত হয়। ৬ষ্ঠ পুত্রের নাম—প্রভাকর হইতে তদীয় বর্ষের নাম—প্রভাকর হয়। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪ দ্রষ্টব্য)।

৩৮ কর্ণকাই—আদিপুরুষ কর্ণক বা আদিমাতা কর্ণকা হইতে এই খ্যাতিবন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

---

† Tod's Rajasthan. দ্র

‡ Serring's Hindu Tribes and Castes. দ্র

৩৯ কুসুমাকুল—মিলাউন্—শাকদ্বীপেশ্বর ভব্যের সাতপুত্রের নামে সাতটি বর্ষ বিখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার পঞ্চম পুত্রের নাম কুসুমোদ (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪ দ্র)। দক্ষিণাপথের এক জনপদের নাম "কুসুমা" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৭ অধ্যায় দ্র)। উপকেশ (ওসবাল) বণিকৃদের একটি গোত্রের নাম "কুংকুমলোল"। গুজরাটের বাড়নগরবাসী এক ব্রাহ্মণের শাণ্ডিল্য এই বৈদিক গোত্র এবং বস্ত্রাকুল এই অবৈদিক গোত্র ছিল—

"বিক্রমসংবৎ ১২৭৩
শাণ্ডিল্যাখ্যোদগ্রবংশাগ্রকেতু
গোত্রং খ্যাতং নাম বস্ত্রাকুলং যৎ।
ঊয়াট্টা দেবয়ুস্তত্র জজ্ঞে
দৈবজ্ঞত্বং যস্য সান্বর্থমাসীৎ॥"

রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের এক গাঁইনাম—"কুসুমকুলিক"।

পুরাকালে এক শ্রেষ্ঠি দুহিতার নাম ছিল "সুসুমা"। এতদ্দৃষ্টে বোধ হয়, নারী নাম, কুসুমা হইতে পারে। কুসুমকুল যাঁহার, তিনি কুসুমকুলিক। কুসুমাকুল ও কুসুমকুল অভিন্ন এবং অবৈদিক গোত্র। ব্রাহ্মণদের মধ্যে উহা গাঁইনাম রূপে কল্পিত হইয়াছে।

৪০ কুলাকুল—ইহাকেও একটি অবৈদিক গোত্র বলিয়া মনে হয়। মিলাউন্—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের একটি গাঁই নাম 'কুলকুলি'। সম্ভবতঃ কুলাকুল ও কুলকুলি অভিন্ন। এই অবৈদিক গোত্র, গাঁই নাম রূপে কল্পিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

৪১ গুঞ্জামণি বা গুঞ্জমণি—গুঞ্জা+মনি—পত্নী ও পতি। যিনি গুঞ্জা (কুঁচ) দ্বারা মণিমাণিক্য তৌল করিয়া ক্রয় বিক্রয় করেন, তিনি গুঞ্জামণি বা গুঞ্জমণি, এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত, যেহেতু উহা অসাধারণ গুণ হইতে পারে না।

৪২ বিদ্যাপতি—আদি পুরুষের নাম।

৪৩ পত্রাসনি—পত্রা+অসনি—আদি দম্পতী। মিলাউন—উত্তর বারেন্দ্র সাবর্ণগোত্র ব্রাহ্মণদের একটি গাঁই নাম—"অন্নাশনী"।

৪৪ পাটঞ্জলি—কাশীকোশল দেশে সীতাপুর জেলায় পাটৌঞ্জা (Pataunja) নামে এক ধ্বস্ত নগর আছে। ঐ নগরে বাস জন্য এই গ্যাতিবন্দের

উৎপত্তি হইতে পারে কি? সম্ভবতঃ পাতঞ্জলি এই আদি পুরুষ বাচক নাম হইতে উহার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

৪৫ পুষ্পাঞ্জলি—পুষ্পা+অঞ্জলি এই দম্পতী নাম হইতে আসিয়াছে।

৪৬ সদ্বলি—সতী+বলি--আদিম পত্নী ও পতি।

এই ৪৬ খ্যাতিবন্দের প্রবর স্থানীয়ত্ব হেতু, এ গুলি প্রবর রূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্রিয়া কালে, গোত্রের উল্লেখান্তর, "যথার্হপ্রবরস্ত" বলা উচিত নহে।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

রাঢ়দেশের পুরাকাহিনী ও প্রত্নতত্ত্ব।

মহাবংশে রাঢ় দেশের নাম—লাড়রট্ট। জৈনদের ভগবতী গ্রন্থে, উহার বানান লাঢ়। আচারাঙ্গ সূত্রের টীকা সকল অনুসারে লাঢ় দেশের দুই প্রদেশের নাম বজ্রভূমি ও শুভ্রভূমি বা শ্বভ্রভূমি। এই দুই দেশ পথ-হীন ও বিরল গ্রাম ছিল।

আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ মহাবীর বর্দ্ধমান, ধর্ম্মপ্রচারার্থ রাঢ়দেশে আগমন করেন। তৎকালে রাঢ়দেশে গোন্দ নামক জঙ্গলা জাতির বাস ছিল। ইহারা মহাবীরের উপর বড়ই অত্যাচার করে। ইহারা মহাবীরকে মারিয়া "ছুচ্ছু" করিয়া চীৎকার ও কুকুর লেলাইয়া দষ্ট করিয়াছিল, তাঁহার গায়ের মাস বা গোঁফ কাটিয়া, চুল ছিঁড়িয়া, গায়ে ধূলা দিয়া, তাঁহাকে গ্রামের নিকট হইতে তাড়াইয়া দিয়া, গালি দিয়া, যষ্টি মুষ্টি ও বাঁশ দ্বারা আঘাত করিয়া, ফল লোষ্ট্র ও খর্পর ছুঁড়িয়া মারিয়া, অত্যাচার করিয়াছিল (আচারাঙ্গ সূত্র)। অনুমান হয়, যেস্থানে মহাবীর বর্দ্ধমান, আশ্রম করিয়াছিলেন, সেই স্থানই তাঁহার নামানুসারে বর্দ্ধমান নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বর্দ্ধমানে বীরভুজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র, ধূমপুরে গিয়া এক রাক্ষসেব কন্যাকে বিবাহ

করেন ১। অনুমান হয়, হুগলী জেলায় যে ধুমো কামদেবপুর আছে, সেই ধুমো কামদেবপুরের ধূমোই প্রাচীন ধূমপুর।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর হইল, রাজা সিংহবাহু, রাঢ়দেশের যে নগরে রাজত্ব করেন, তাহার নাম হইয়াছিল—সিংহপুর এবং পাণ্ডুশাক্য যে নগরে রাজত্ব করেন, তাহার নাম হইয়াছিল—পাণ্ডুপুর ২। সিংহপুর; বর্ত্তমান, সিঙ্গুর ও পাণ্ডুপুর বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া।

সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠপুত্র, যুবরাজ বিজয় ও তদীয় পার্ষদগণ, বিষমাচার হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সহস্র দুঃসহ (কার্য্য) করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ জনসমূহ, রাজাকে ঐ অর্থ প্রতিবেদন করিলে, রাজা পারিষদবর্গের সহিত আগত পুত্রকে ও তৎপরে পারিষদবর্গকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। আবার ঐরূপ (উপদ্রব) হইল। তৃতীয়বার হইলে জনসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিল—'আপনার পুত্রকে হনন করুন'। অথ রাজা, বিজয় ও তদীয় পরিবার, এই সপ্তশত পুরুষকে, অর্দ্ধ মুণ্ডিত মস্তক করাইয়া ও তাহাদিগকে নৌগর্ভে প্রক্ষেপ করাইয়া, সাগরে বিসর্জ্জন করাইলেন; ঐ প্রকারে তাহাদের ভার্য্যাদিগকে (দ্বিতীয় পোতে); ঐ প্রকারে তাহাদের কুমার কুমারীদিগকে (তৃতীয় পোতে)। ঐ পুরুষগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে উত্তীর্ণ হইয়া, বাস করিল। সন্তানেরা যে দেশে বাস করিল, তাহা 'নগ্‌গদিপো' নামে খ্যাত ছিল। (মহাবংশ)

নির্ব্বাণোন্মুখ ভগবান্ বুদ্ধ, কুসিনারার দুই শালতরুর মধ্যে যে দিন শয়ান হইয়াছিলেন, সেই দিন বিজয়সিংহ, সপ্তশত পারিষদের সহিত, তাম্রপর্ণি দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। স্ত্রীগণ, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই। কুমার ও কুমারীগণ, কি নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, না অগ্রদ্বীপে? সম্ভবতঃ অগ্রদ্বীপে। অগ্রদ্বীপ, পালিভাষায় অগ্‌গদিপো হয়। উচ্চারণ দোষে ন স্থানে অ হইয়া থাকিবে। নগ্‌গ, অনার্য্য ভাষার শব্দ কি না, জানি না। নক্র হইতে নক্ক এবং নক্ক হইতে নগ্‌গ হইতে পারে। নির্ব্বাসিত সাত শতের, নির্ব্বাসিত কুমার ও কুমারীগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ, সাতশতী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

---

১ কথা সরিৎসাগর ৩৯ অধ্যায় দ্র।

২ সাহিত্য পারিষৎ পত্রিকা ১৫ ভাঃ দ্বিতীয় সংখ্যায়, আমার "রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ দ্র।

সপ্তশতী।

মহাবীর, রাঢ়দেশে আসিয়া জৈনধর্ম্মের প্রচার করিলেও নবাগত ঔপনিবেশিকদিগের সহিত সদ্ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম); এদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রভাব বিস্তার করিল। সপ্তশতীগণ, সকলেই দেশের ধর্ম্ম—সদ্ধর্ম্ম অবলম্বনে সদ্ধর্ম্মী এবং সম্ভবতঃ অনেকেই বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ ১ হইয়া ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র কৃত কারিকা অনুসারে সাতশতীদিগের প্রথম গাঁই "নগড়ি" ২। নগ্‌গদিপো হইতে নগডিপ—তৎসংক্ষেপে—নগড়ি। কালে নগডিপ হইতে ইহাঁরা দলে দলে ক্রমশঃ অন্যত্র গিয়া বাস করিলে ইহাঁদের অন্যান্য গাঁইনামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং নগডিপ, আদি বাস-স্থান বলিয়া, এই স্থান-নামটি, প্রথম গাঁইরূপে, গাঁই নামাবলীর প্রথমে স্থান পাইয়াছে।

উত্তরকালে কনৌজ হইতে আগত বলিয়া কথিত ব্রাহ্মণগণ, রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা স্ব সম্প্রদায়ের কন্যার অভাবে, সাতশতী কন্যা বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই নূতন সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সপ্তশতীগণের অধিকাংশ, "ঘৃণিত" সপ্তশতী আখ্যা ত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ নবাগত ব্রাহ্মণদিগের অন্তর্ভূক্ত হইতে লাগিলেন। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও উত্তর কালে আগত বৈদিক ৩ ও মধ্যশ্রেণীর সহিত মিশ্রিত হইলেন। এইরূপ মিশ্রণ ব্যাপার চলিতে থাকিলেও আজিও সপ্তশতীদিগের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। কিন্তু ইহাঁরা আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। চাকদার নিকটস্থ কামালপুর, শান্তিপুর, ফুলে, বেলগড়ে ও চুচুড়ার ভট্টাচার্য্যবর্গ; সিঙেরকোণ, ভঞ্জিটে, পালশীট, নবগ্রাম, মাচ্ছর, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের যবগ্রামী গোস্বামিবর্গ; বর্দ্ধমান জেলার লাড় গ্রাম ও হুগলী জেলার শিমলাগড়ীর রায়গোষ্ঠী; খুলনা জেলার সাতক্ষীরা গ্রামের চক্রবর্ত্তী (অধুনা চৌধুরী), সেনহাটীর চক্রবর্ত্তীগণ; ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুরের রায়কাশ্যপ কাণ্ডারী; কলিকাতা, জয়নগর প্রভৃতি স্থানের

---

১ মৎ সম্পাদিত ও প্রকাশিত গোবিন্দচন্দ্র গীতের ১৩১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩ পশ্চাৎ ইহাদের বৈদিকত্ব আলোচিত হইবে।

পিথুড়ী—ইহাঁরা সাতশতী। সাতশতীদিগের প্রবর নাই—ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে, প্রবর গ্রহণ করিতে আজিও ইহাঁদের সাহসে কুলায় নাই বা প্রবৃত্তি নাই। অধুনা সাতশতীদিগের সংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহাঁরা অচিরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যশ্রেণি ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব প্রাপ্ত হইবেন।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

আদিশূরের সময় হইতে এদেশে কনৌজ ব্রাহ্মণগণের আগমন হইতে থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, চন্দ্ররেখা গড়ের রাজা চন্দ্রকেতুর ১ রাজ্য হইতে এবং কেহ কেহ, বীরসিংহ ২ নামক খয়রাজাতীয় রাজার রাজ্য হইতে আসিয়া উত্তর রাঢ়দেশে বাস করেন।

সকল ব্রাহ্মণই দক্ষিণরাঢ় (মেদিনীপুর অঞ্চল) হইতে, উত্তররাঢ়ে বা গৌড় মণ্ডলে, একই সময়ে, আগমন করেন নাই। কথিত আছে, কাশ্যপ দক্ষের স্থান—কামকোটি। বোধ হয়, দক্ষ কামকোটি (কামকোষ্ঠী) হইতে আসিয়াছিলেন। কামরূপের নামান্তর কামকোষ্ঠী—সকল পুরাণ অপেক্ষা নবীন, বাঙলার পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে—

তীরে ব্রহ্মনদস্যাপি কামকোষ্ঠী চ পুণ্যদা।
কামরূপমিতি খ্যাতং যত্র যোনিঃ শিবা মতা॥

গাঁইনাম বলিয়া কথিত, কয়েকটি উপাধি আলোচিত হইতেছে।

কড়ারী। যদি সাতশতীদিগের কড়ারী গাঁই না থাকিত, তাহা হইলে কড়ারী ও করাল এই দুই গাঁইনাম যাঁহাদের আছে, তাঁহারা 'বারিজাক্ষ

---

১ জনবাদ অনুসারে, রাজা চন্দ্রকেতু, সত্যযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান, চন্দ্ররেখাগড় ও সহস্র লিঙ্গ শিবের মন্দির, তাঁহার কৃত বলিয়া প্রবাদ আছে, (J. A. S. B. 1866.)। জেলা চব্বিশ পরগণা বসিরহাটে, চন্দ্রকেতু রাজা ও তদীয় গড়ের অস্তিত্বের কথাও শুনা যায়। মেদিনীপুর জেলার কোলা নামক গ্রাম বোধ হয়, ব্রাহ্মণদের কুলপুস্তকোক্ত—কোলাঞ্চ।

২ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ পালের মেদিনীপুর ইতিহাস ১ম ভাগ ৫ পৃষ্ঠায় এই বীরসিংহ রাজা কথিত হইয়াছেন।

চরিত'১ উক্ত করহাটক বা কর্হাড়া ব্রাহ্মণ হইতে অভিন্ন, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইত না। 'বিক্রমাঙ্ক দেবচরিত্র' নামক গ্রন্থে করহাটদেশ উক্ত হইয়াছে। করহাট কি কোহাট?

গঙ্গ বা গাঙ্গুলি। শিলালিপ্যুক্ত গঙ্গ রাজগণকে ও গঙ্গ বা গাঙ্গুলি উপাধিক ব্রাহ্মণদিগকে একই বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়।

ঘোষাল। ঘোষ—আভীরপল্লী। তথায় যিনি বাস করেন, তিনি—ঘোষবাল। এই হিন্দি ঘোষবাল হইতে ঘোষাল উপাধির উৎপত্তি হইতে পারে। আজীবিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মঙ্খলিপুত্ত গোসাল, মহাবীরের সম সাময়িক ছিলেন। গোসালের শিষ্য পরম্পরায়, ঘোষাল উপাধি হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

চক্রবর্ত্তী। প্রঃ বেণ্ডলের কেম্ব্রিজ পুঁথি তালিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কাত্যায়ন গোত্র রামচন্দ্র ভারতী, সিংহলে গমন করেন। তিনি রাঢ়দেশের নিকটে, বরেন্দ্র দেশের প্রান্তে, বীরবিতী গ্রামবাসী ছিলেন। রামচন্দ্র, লঙ্কায় গিয়া ত্রিপিটকাচার্য্য মৌর্য্য-কুলোৎপন্ন শ্রীরাহুলের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তদানীন্তন লঙ্কেশ্বর পরাক্রম বাহু, ইহাঁকে বৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী নামক ধর্ম্মাচার্য্যের পদ প্রদান করেন। ইহাতে অনুমান হয়, বাঙ্গালায় বৌদ্ধপ্রভাব কালে যাঁহারা বৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে বৌদ্ধাগম পদটী ত্যাগ করিয়া কেবল চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিতেছেন। ভৈরবী চক্রের ব্যক্তিগণও চক্রবর্ত্তী বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন। ভৈরবীচক্র যে ধর্ম্মের অঙ্গ, সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম হইতেই উৎপত্তি।

বন্দ্য বা বাঁড়ুজ্জে। মহাভারতে যাঁহারা বাটধান দ্বিজ এবং মনু-সংহিতায় যাঁহাদিগকে ব্রাত্য বিপ্র হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, সেই বাটধান জাতিই মহাবগ্গে বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণ; নেপালের বৌদ্ধ বন্দ্য বা "Bāḍā," তিব্বতের বন্দে, চীনদেশের বঞ্জে (Bonze), বাঙলার বন্দ্য, বাঁড়ুরি বা বাঁড়ুজ্জেদিগকে তাঁহাদেরই সগোত্র বলিয়া মনে হয়।

---

১ Report Sans. MSS. Bombay Pres. 1883—84. by R. G. Bhandarkar M. A., Ph. D.

বাগচি। বাগচি ও বাগটিকদিগকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। শিল্প-লিপির পাঠ যথা—

বার্গটিকান্বয়োদ্ভূত সদ্বিপ্রকুলসম্ভবঃ ১।

মুখ বা মুখুজ্জে। ইহাঁদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ কোনও রাজার মুখ্য বা ব্যাপৃতক মুখ্য (High Official) ছিলেন। সম্রাট্ অশোকের শিলাশাসনে মুখ্যগণ, মুখা নামে অভিহিত। পালি মুখা শব্দ হইতে হিন্দি ভাষায় মুখিয়া শব্দের উৎপত্তি। উহার অর্থ—প্রধান। মুখাজী হইতে সহজেই মুখুজ্জে হইতে পারে।

মৈত্র বা মৈত্রক। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে, মনুসংহিতায় যে মৈত্র জাতি, ব্রাত্য বৈশ্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত, সেই মৈত্র জাতি, শিল্পলিপ্যুক্ত মৈত্রক রাজগণ ২ এবং বাঙলার মৈত্র ব্রাহ্মণ হইতে অভিন্ন।

চট্ট বা চাটুজ্জে। চাটগাঁ বা চট্টগ্রামের আদিপদে ও সেন রাজাদের তাম্রশাসনে চট্ট ভট্ট ইত্যাদি পদে, চট্ট শব্দ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা তাম্রশাসনোক্ত চট্ট শব্দের অনুবাদে irregular troops বলিয়াছেন। চট্ট হইতে চাট এবং চাট হইতে চেংড়া শব্দ হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত চাট শব্দের আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক, উড়িশার এক তাম্র-শাসনোক্ত চাটেশ্বর শিবের চাট অর্থে, অনুবাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্ন-তত্ত্বনিধি, pupil বলিয়াছেন। চট্টগণ, কি সেন রাজাদের সময়ে চেংড়ার দল বা Volunteers ছিলেন? চট ধাতুর অর্থ বধ ও ভেদ। যাঁহারা সখ করিয়া দেশের শত্রুকে বধ বা ভেদ করেন, তাঁহারাই কি চট্ট? চট্টজী হইতে সহজেই চাটুজ্জে হইতে পারে।

---

১ Epi. Ind. Vol. II. p. 122.

২ „ „ Vol. III, pp, 319—20.

বৈদিক ব্রাহ্মণ।

বৈদিক নামের কারণ কি? দেখা যাউক। রাজা বিজয়সেনের সময় হইতে বৈদিকেরা গৌড়দেশে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের সহিত গৌড়দেশে ব্রাহ্মণিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। দেশে—ধর্ম্মসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের উপযোগী গ্রন্থ সকল রচিত হইতে থাকে। রাজা বল্লাল, যে অদ্ভুত সাগর লিখিতে আরম্ভ করেন, রাজা লক্ষ্মণসেন, তাহার পরিসমাপ্তি করেন। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী পশুপতি, প্রবরাধ্যায়, পশুপতি পদ্ধতি নামক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি; তদনুজ হলায়ুধ, ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব, পণ্ডিত সর্ব্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থ; তদনুজ ঈশান আহ্নিক পদ্ধতি; তদ্ব্যতীত অনিরুদ্ধ ভট্ট, ভীমভট্ট, গোবিন্দানন্দ, ভবদেব ও নারায়ণ ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, কর্ম্মকাণ্ডের গ্রন্থ লিখেন। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হইতে বৈদিকদিগের বৈদিক আখ্যা নয়—তা যদি হইত, বাঙ্গালায় বেদের ও বৈদিকগ্রন্থের পুঁথি সকল পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ কয়েক জন বৈদিক, বারেন্দ্রদিগের এবং কতিপয় রাঢ়ীয়ের বৈদিকী দীক্ষা দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতেই সমগ্র জাতির বৈদিক আখ্যা হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; অতএব বলিতে হয়, যাঁহারা অন্তর্ব্বেদি, বৈদিক বা বেদিপর্ব্বতের নিকটস্থ দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা বৈদিক। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ—অন্তর্ব্বেদি। আলবেরুনিরগ্রন্থে, পশ্চিমদেশ সমূহের মধ্যে বায়ুপুরাণোক্ত 'বৈদিক' দেশ পাওয়া যায়। এঃ সোঃ প্রকাশিত বায়ুপুরাণে (৪৫ অঃ ১৩৩ শ্লোঃ), উহার সংস্থান—বিন্ধ্যগিরির পৃষ্ঠস্থিত দেশ। Hardy's Manual of Buddhism. p 288. হইতে আমরা জানি, বেদিপর্ব্বত, অম্বসন্দ নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের উত্তর পার্শ্বস্থ এবং ঐ অম্বসন্দ, রাজগৃহের নিকটে পূর্ব্বদিকে সংস্থিত। অনুমান হয়, পাশ্চাত্য বৈদিকেরা অন্তর্ব্বেদি হইতে ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা বিন্ধ্যগিরির বৈদিক উপত্যকা হইতে আসিয়াছেন।

উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনীর সংক্ষেপে উজ্জনী (২৯ পৃ) এবং গৌড়ীয় ভাষায় উহার বানান উজানি (১৬ পৃ)। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও উজ্জয়িনী, উজ্জয়িনী ও উজানী নামে কথিত ও তত্রস্থ রাজা বিক্রমকেশরীর ও ধনপতি সদাগরের প্রসঙ্গ আছে। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া বিভাগের অন্তর্গত এবং অজয় নদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণস্থ মঙ্গলকোট, কাগ্রাম (কোগ্রাম), পুরাতন হাট প্রভৃতি অনেকগুলি গণ্ডগ্রাম, প্রাচীন উজ্জয়িনীর স্থান অধিকার করিয়াছে। গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলপুস্তকে কৃষ্ণদাস চন্দ্রের বাসগ্রামের নাম উজ্জনী ও মঙ্গলকোট, উভয় নামেই কথিত আছে। উজ্জয়িনীর একাংশ শাক্ত প্রভাবকালে মঙ্গলকোষ্ঠ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সকল পুরাণ অপেক্ষা নবীন, বাঙলার পুরাণ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে—

উজ্জয়িন্যাং তথা পুর্য্যাং পীঠং মঙ্গলকোষ্ঠকম্।
দেবী মঙ্গলচণ্ড্যাখ্যা যত্রাহং বরদায়িনী ॥

এই মঙ্গলকোষ্ঠ পীঠ ১৪১৪ শাকে মঙ্গলকোট নামে খ্যাত ছিল এবং এখনও ঐ নামেই খ্যাত আছে।

সাত দেউলে আজাপুর।

মথুরার কঙ্কালী তীল হইতে উদ্ধৃত দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন জৈন শিলালিপিতে রার (রাঢ়) দেশ বাসী অর্য ককমঘস্তি—র শিষ্যা আতপিক গহবযা—র দানোল্লেখ আছে ১। অর্য ককমঘস্তির আশ্রম, রার দেশের কোন স্থানে ছিল? দেখা যাউক। অর্য, প্রাকৃতে অজ্জ এবং অজ্জ হিন্দি ভাষায় আজা হয়। বর্দ্ধমান জেলায় যে আজাপুর আছে, তথায় তাঁহার আশ্রম ছিল। তাঁহার আশ্রম ছিল বলিয়াই উত্তরকালে, কোন জৈন ধনী, এখানে সাতটী দেউল নির্ম্মাণ করেন। বহুকাল পূর্ব্বে ছয়টি দেউল

---

১ Jour. Asi. Soci. Ben. 1909. p. 240.

পড়িয়া গিয়াছে,—একালে একটী দেউল মাত্র বিদ্যমান আছে। সাতটি দেউলের নাম হইতে আজাপুরকে সাতদেউলে আজাপুর বলে। দেউল সম্বন্ধে প্রবাদ এই, এক ব্যক্তি সাতটী দেউল দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মায়ের ধার শোধ করিলাম"। এই কথা বলিবামাত্র, ছয়টি দেউল পড়িয়া গেল। এমন সময় তিনি আবার বলিলেন,—"না, না, মায়ের ধার শোধ হয় নাই, মায়ের ধার কি শুধিতে পারি?"—এই কথা বলায়, অবশিষ্ট দেউলটি ঠারো রহিল, পড়িল না। এই স্থান জৈন ক্ষেত্র ছিল, তাহাতেই এখানে জৈন কীর্ত্তি, আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে মানবদেহ প্রমাণ চন্দ্রলাঞ্ছন অষ্টমজিন চন্দ্রপ্রভের উপবিষ্ট শিলামূর্ত্তি, শিল্পলিপি ও এক বৃক্ষতলে মানবদেহার্দ্ধপ্রমাণ দণ্ডায়মান শঙ্খলাঞ্ছন দ্বাবিংশ জিন নেমিনাথের পাষাণ বিগ্রহ এবং নেমিনাথকে বেষ্টন করিয়া স্থাপিত ৯টি পাষাণমূর্ত্তি এবং নিকটে অগরদিঘি নামক এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। বোধ হয়, দীর্ঘিকা কর্ত্তার নাম অগর (সেন?) বা হিরণ্য (হরিয়ানা) দেশের অগ্রোত গ্রাম নাম হইতে যে বণিকগণ, অগরবালা নামে খ্যাত হইয়াছেন, সেই বণিকদের কোনও ব্যক্তি এই দীঘি খনন করাইয়াছিলেন এবং দেউল ও দেব বিগ্রহ সকল তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

মহানাদ।

ত্রিবেণি ঘাটের চারিক্রোশ পশ্চিমে মহানাদ নামক এক গ্রাম আছে। এই স্থান কণ্‌কট্ যোগিদিগের তীর্থ। এখানে এই যোগিদিগের জটেশ্বর নামক এক শিব এবং এই সম্প্রদায়ী সম্পত্তিশালী এক যোগী রাজা আছেন। এই স্থান সম্বন্ধে প্রবাদ এই—এখানে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল এবং তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া মহানাদ উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহাতেই এই স্থানের নাম মহানাদ।

ঐ প্রবাদ হইতে মনে হয়, এখানে এমন এক সঙ্ঘারাম ছিল, যে সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘের উচ্চারিত 'ওঁ মণিপদ্মে হুং' মন্ত্রের বা নমো বুদ্ধায়, নমো ধর্ম্মায়, নমঃ সঙ্ঘায় এবম্বিধ দিগন্ত অভিনাদী মহানাদ সর্ব্বদা উত্থিত হইত বলিয়া ঐ সঙ্ঘারামের আশ্রয়ীভূত স্থান, মহানাদ নামে খ্যাত হইয়াছিল।

আপত্তি। হিউএন্থ সঙ্গ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে কর্ণ সুবর্ণ নগরে ২০০০ ভিক্ষু নিসেবিত হীনয়ান বৌদ্ধদিগের ন্যূনাধিক দশ সজ্ঘারাম, দেবদত্তের মতাবলম্বিদের আর তিন সজ্ঘারাম, সমতটের রাজধানীতে স্থবির বা মহাস্থবির দিগের ২০০০ ভিক্ষু সমন্বিত ন্যূনাধিক ত্রিংশৎ সজ্ঘারাম এবং তাম্রলিপ্তি১ নগরে ১০০০ ভিক্ষু বিশিষ্ট দশ সজ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানেও ত ভিক্ষু সজ্ঘের মহানাদ উত্থিত হইত? কিন্তু ঐ তিনটির একটিও মহানাদ প্রাপ্ত হইল না কেন?

তদুত্তরে প্রথমতঃ বক্তব্য এই—হিউএন্থ সঙ্গের সময়ে, কর্ণ সুবর্ণে অন্যতীর্থিকদিগের পঞ্চাশৎ দেবমন্দির, সমতটের রাজধানীতে নানামতাবলম্বি দের নিবাসান্বিত শত শত দেবমন্দির, অনেক নিগ্রন্থ শ্রমণ; তাম্রলিপ্তি নগরে নানামতাবলম্বিদের পঞ্চাশৎ দেবমন্দির ছিল; এ নিমিত্ত ঐ ঐ স্থান স্থিত সজ্ঘারামের নিনাদ, দেবালয় সমূহের কাংস্য, ঘড়ি, ঘণ্টা, ঝঝর্ঝরাদির নিনাদে এবং নগরের কোলাহলে বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু মহানাদে অন্যতীর্থিকদিগের দেবালয় না থাকায়, তত্রস্থ সজ্ঘারাম হইতে উত্থিত মহানাদ, দূরতর স্থান হইতেও শ্রুত হইত। দ্বিতীয়তঃ বড় বড় নগরের নাম সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। মহানাদ ক্ষুদ্র নগর বা গ্রাম ছিল, তাহার পূর্ব্ব নাম, মহানাদের তরঙ্গে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মহানাদের পূর্ব্ব নাম কি?

দেশাবলী বিবৃতিকার জগন্নাথ পণ্ডিত বলেন,—মহেন্দ্রাদিত্যের মগধের রাজা বুদ্ধোপাসক সুগতিচন্দ্র, বাঙ্গলায় মহাদেবের পুত্র যোগিপণ্ডিতের রাজধানী ধর্ম্মপুর জয় করেন।

বিবেচনা হয়, মহানাদের পূর্ব্ব নাম—ধর্ম্মপুর।

---

১. বৃহৎকথা ও কথাসরিৎসাগরে তাম্রলিপ্তির বণিক্ গুহসেন ও তদীয় পত্নী, অসামান্য বুদ্ধিমতী পতিব্রতা দেবস্মিতার উপাখ্যান আছে। গুহসেনের সময়ে, বণিক্‌দের সুবর্ণবণিক্ উপাধি হয় নাই, তাহাতেই তিনি সুবর্ণবণিক্ নামে অভিহিত হয়েন নাই।

পরিশিষ্টাবশেষ।

পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও বাঙ্গলা বিজয়ী, উল্লিখিত সুগতিচন্দ্রের (বা সুমতি চন্দ্রের) রাজ্যকালের কিছুদিন পরে, মগধরাজ শ্রীচন্দ্রের পুত্র ধর্ম্মচন্দ্র, মগধের রাজা হইয়াছিলেন। তজিক (পারস্য) দেশের রাজা, ধর্ম্মচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। তুরস্ক সৈন্য, বৌদ্ধ বিহার, মন্দির, দেবমূর্ত্তি ও গ্রন্থ সকল নষ্ট ও ভিক্ষুদিগকে বধ করে। এই সময়ে বিস্তর বৌদ্ধ, পুস্তক লইয়া নেপালে পলায়ন করেন। যদিও রাজা ধর্ম্মচন্দ্র, ভগ্ন বিহার ও মন্দির, পুনর্নির্ম্মাণ করেন, তথাপি ঐ সময় হইতে মগধে ও বাঙ্গলায়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে।

রাজা লক্ষ্মণ সেন, ধর্ম্মচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ কালে, মুসলমানেরা, নবদ্বীপ অধিকার করিলে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ, পূর্ব্ববঙ্গে অপসৃত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস পাঠকেরা অবগত আছেন। এ সময়ে কিন্তু ধর্ম্মচন্দ্রের মাতুলপুত্র বুদ্ধ দিশ্‌হ, বারাণসীর রাজা ছিলেন। ইনি স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া আগত চীনের রাজদূতকে সংকৃত করেন।

এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল, যে প্রাচীন কালে ও মধ্যকালে অনেক শ্রীচন্দ্র ছিলেন। সোহাগপুরের জৈন শিল্পলিপিতে "শ্রীচন্দ্র" ও খজুরাহা'র জৈন শিল্পলিপিতে 'সি (রি) চন্দ্র' পাওয়া যায়। শ্রীচন্দ্রচরিত নামক জৈনগ্রন্থে, শ্রীচন্দ্র নৃপের চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল শ্রীচন্দ্রের সহিত আমাদের জাতীয় রাজা, রোহিতাগিরি শ্রীচন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নাই। ইনি পৃথক ব্যক্তি এবং ঐ সকল শ্রীচন্দ্রের বহুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

৬৬ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তির পর এইটুকু পাঠ্য—অগ্রে ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কর্ণ পর্ব্বের বচন হইতে জানা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, অশ্বত্থামার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিত। ঐ পর্ব্বের ৯ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, ভারতযুদ্ধে, বৈশ্য ও শূদ্র বীরদিগের অভাব ছিল না। উদ্যোগপর্ব্ব ১৫৫ অধ্যায় হইতে আমরা জানি, পুরাকালে বৈশ্য ও শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণদের সহায় হইয়া, হৈহয় নামক ক্ষত্রিয়দের সহিত যুদ্ধ করেন।

"পূর্ব্বকালীন গ্রীকেরা যে হিন্দুদিগকে দীর্ঘকায়, সাহসী ও আসিয়া খণ্ডের অন্য অন্য সকল জাতি অপেক্ষা রণপণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহারা এখন ক্ষুদ্রকায় হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গেল। হায়! দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকার বীরপুরুষের কুলে কতকগুলি পিপীলিকা জন্মিলাম! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই! আমাদের সে দিন কি আর ফিরে আস্‌বে না?"

দেশেঽস্মিন্ বণিজাং মহত্ত্ব মহসাং সংক্ষেত্রিণাং শ্রীমতাং
ধন্যানামধুনা সুবর্ণ বণিগিত্যাখ্যাত নাম্নাং বিশাম্।
আস্তে যঃ কনকাঙ্কুরাখ্যবিরুদ শ্রীমেঘশীলান্বয়ো
গ্রন্থঃ শ্রীশিবচন্দ্র দেব বণিজা জাতেন তস্মিন্ কৃতঃ॥

ইতি গৌড়ে সুবর্ণ বণিক্ ইতিহাস সমাপ্ত।

অকারাদি বর্ণ ক্রমে নাম সূচী।